NARSINGHA

ই-পেপার: www.ekdin-epaper.com

একদিন

EKDIN

এগিয়ে চলার সঙ্গী

সপ্তাহ জুড়ে শেষের পাতায়

এখন বিভিন্ন মাধ্যমে উপলব্ধ

একদিন

Website : www.ekdinnews.com

http://youtube.com/@dailyekdin2165

Epaper : ekdin-epaper.com

শেয়ার এবং সাবস্ক্রাইব করুন

৩ শর্তসাপেক্ষে মালদার চাঁচলে শুভেন্দুর জনসভার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

ভাগ চাইতে এসেছো? সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে ভাইয়ের হাতে খুন দাদা ৩

কলকাতা ১ জানুয়ারি ২০২৬ ১৬ পৌষ ১৪৩২ বৃহস্পতিবার উনবিংশ বর্ষ ১৯৮ সংখ্যা ৮ পাতা ৩.০০ টাকা ■ Kolkata 1.01.2026, Vol.19, Issue No. 198, 8 Pages, Price 3.00

শুভেচ্ছা

ইংরেজি নববর্ষ ২০২৬ উপলক্ষে একদিন-এর সকল পাঠক, এজেন্ট, বিজ্ঞাপনদাতা এবং শুভানুধ্যায়ীদের জানাই আন্তরিক শুভেচ্ছা।

বঙ্গে নয়া মুখ্যসচিব, ইতিহাস নন্দিনীর

নিজস্ব প্রতিবেদন: রাজ্যের নতুন মুখ্যসচিব হলেন নন্দিনী চক্রবর্তী। পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে তিনিই প্রথম মহিলা মুখ্যসচিব। বুধবারই মুখ্যসচিব পদে মনোজ পন্থের কার্যকালের শেষ দিন ছিল। তাঁর মেয়াদ আর বাড়ানো হয়নি। নবান্ন থেকে জারি করা বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়েছে, এতদিন স্বরাষ্ট্রসচিবের দায়িত্বে থাকা নন্দিনী চক্রবর্তীকেই নতুন মুখ্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব দেওয়া হচ্ছে। স্বরাষ্ট্রসচিব পদে নিযুক্ত করা হয়েছে আইএএস জেপি মিনাকে।

মনোজ পন্থের মুখ্যসচিব পদে মেয়াদ গত জুন মাসেই শেষ হয়েছিল। সেই সময় কেন্দ্রের অনুমতিতে ছ'মাসের জন্য তাঁর মেয়াদ বাড়ানো হয়। সেই বাড়তি সময়সীমার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৩১ ডিসেম্বর। সূত্রের খবর, ফের মেয়াদ বাড়ানোর প্রস্তাব পাঠানো হলেও তা অনুমোদন পায়নি। এরপরই মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নতুন মুখ্যসচিব নিয়োগের সিদ্ধান্ত নেন।

আলোর রোশনাইয়ে সিডনিতে বর্ষবরণ।

ছাব্বিশের টিকিট পেতে দু'মাসে যোগ্যতার প্রমাণ

বার্তা শাহের

নিজস্ব প্রতিবেদন: বিধানসভা ভোটের বছর দোরগোড়ায়। তার আগেই সংগঠনের ভিতরের দূরত্ব ঘোচাতে উদ্যোগী বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব। তিন দিনের সফরে রাজ্যে এসে কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ বুধবার পৃথক বৈঠকে বসেন রাজ্য বিজেপির চার শীর্ষ নেতার সঙ্গে শমীক ভট্টাচার্য, সুকান্ত মজুমদার, শুভেন্দু অধিকারী ও দিলীপ ঘোষ।

দলীয় সূত্রের মতে, এদিনের বৈঠকের লক্ষ্য, রাজ্য সংগঠনে ঐক্যের বার্তা পৌঁছে দেওয়া এবং ২০২৬-এর লড়াইকে সামনে রেখে স্পষ্ট রোডম্যাপ তৈরি করা। শাহের সোজাসাপটা বার্তা, নেতৃত্বকেই মাঠে নামতে হবে, 'দলকে ভোটার ও কর্মীদের কাছ পর্যন্ত পৌঁছে দেওয়ার দায়িত্ব আপনাদের কাঁধেই।' বৈঠকে যাওয়ার পথে উচ্ছ্বসিত শুভেন্দু অধিকারী বলেন,'আমরা সকলেই উজ্জীবিত। আমরা জিতব। '২৬-এ হবে বদল, আসল বদল।'

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনের আগে শহর রাজনীতি যেন যুদ্ধক্ষেত্রের প্রস্তুতি নিচ্ছে। দেশের স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ মঙ্গলবারের পর বুধবারও দলীয় নেতা-কর্মীদের সঙ্গে শৃঙ্খলা ও শক্তি বৃদ্ধি নিয়ে বিশেষ বৈঠক করেন। সায়েন্স সিটি অডিটোরিয়ামে অনুষ্ঠিত বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন সাংসদ, বিধায়ক-সহ রাজ্য নেতৃত্ব।

শাহ স্পষ্টত বলেন, 'আসন্ন নির্বাচন বাংলার জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিটি স্তরে দলের পূর্ণ প্রস্তুতি থাকা আবশ্যক।' সভায় বিস্তারিত আলোচনা হয় রাজ্য সংগঠনের বর্তমান অবস্থা, কর্মীদের সক্রিয়তা এবং বুথস্তর পর্যন্ত সংগঠনকে শক্তিশালী করার কৌশল নিয়ে। অমিত শাহ আরও বলেন, 'জনগণের সঙ্গে অবিচ্ছিন্ন যোগাযোগ রাখতে হবে এবং সরকারের নীতি জনগণের কাছে স্পষ্টভাবে পৌঁছে দিতে হবে।' শহরাঞ্চলের দলীয় অবস্থান, ভোটার সংযোগ এবং স্থানীয় সমস্যার বিষয়েও বৈঠকে গুরুত্ব দেওয়া হয়।

প্রার্থী বাছাই প্রসঙ্গে তিনি নির্দেশ দিয়েছেন, 'আগামী দু'মাসে যোগ্যতা প্রমাণ করতে হবে। তারপরই পুনরায় টিকিট দেওয়া হবে।' বৈঠকের শেষে শাহ শমীক ভট্টাচার্য, শুভেন্দু অধিকারী, সুকান্ত মজুমদার, দিলীপ ঘোষ ও অন্যান্য নেতাদের সঙ্গে আলাদাভাবে সংলাপ করেন এবং সবার বক্তব্য মনোযোগের সঙ্গে শোনেন।

'আসল খেলা সফটওয়্যারে'

নিজস্ব প্রতিবেদন: শাসক-বিরোধী রাজনৈতিক আলোচনার মাঝেই ভোটপ্রক্রিয়ার স্বচ্ছতা নিয়ে বিস্ফোরক অভিযোগ তুললেন তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়। তাঁর সোজাসাপ্টা দাবি, 'ইভিএমে নয়, ভোটচুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায়। এই সফটওয়্যারের মধ্যেই চলছে প্রকৃত কারচুপি।' তিনি আরও বলেন, মহারাষ্ট্র, দিল্লি ও হরিয়ানায় কংগ্রেস বা আম আদমি পার্টি যদি এই চুরি ধরতে পারত, তবে ফলাফল অন্যরকম হতে পারত।

নির্বাচন কমিশনের বাইরে সাংবাদিক সম্মেলনে তিনি সরাসরি আক্রমণ শানান নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ আধিকারিক জ্ঞানেশ কুমারের বিরুদ্ধে। অভিষেকের অভিযোগ, বৈঠকের সময় 'আঙুল তুলেছেন, বাধা দিয়েছেন, মেজাজ হারিয়েছেন', এর জবাবে তিনি স্পষ্ট ভাষায় বলেন, 'আপনি মনোনীত, আমি নির্বাচিত।' তাঁর কটাক্ষ, 'এই সরকার চলছে হোয়াটসঅ্যাপ সার্কুলারে।'

তিনি খোলা চ্যালেঞ্জ ছুঁড়ে দিয়ে বলেন, ''জ্ঞানেশ কুমার যদি সাহস থাকে, নিচে নেমে সাংবাদিকদের মুখোমুখি হোন। আমরা মানুষকে জবাব দিই, তিনি তাঁর 'মাস্টারদের'।'' তাঁর অভিযোগ আরও তীব্র হয় যখন বলেন, 'এই প্রতিষ্ঠান ধ্বংস করার মিশন নিয়েই জ্ঞানেশ কুমারকে পাঠানো হয়েছে।'

দুই ঘণ্টা ত্রিশ মিনিটের বৈঠকের সিসিটিভি ফুটেজ প্রকাশের দাবি তুলে অভিষেকের সাফ কথা, 'ওই বৈঠকে শুধু উনিই কথা বলেছেন।' পাশাপাশি তাঁর সরাসরি হুঁশিয়ারি, 'এটা আমাদের চ্যালেঞ্জ, আমরা এসেছি আপনার সরকারকে ক্ষমতা থেকে নামাতে।'

অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় দাবি করেন, ভোটার তালিকা ইচ্ছাকৃতভাবে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, 'আমি স্পষ্ট করে বলেছি, আপনারা ভোটার তালিকাকে ওয়েপনাইজ করছেন।' তিনি যুক্তি তুলে ধরেন, আগে এসআইআরে 'সন্দেহ তালিকা' বলে কোনও ধারণাই ছিল না। আজ সেটাই নতুন অস্ত্র। তাঁর প্রশ্ন, ''যদি কারচুপি না-ই হয়ে থাকে, তা হলে 'লজিক্যাল ডিসক্রেপেন্সি' তালিকা গোপন রাখা হচ্ছে কেন?''

একইসঙ্গে তিনি আহ্বান জানান সমমনা রাজনৈতিক শক্তিগুলিকে, 'ভোটার তালিকার সফটওয়্যারের মাধ্যমে যে চুরি চলছে, সেটাকে ধরুন।' তাঁর অভিযোগে স্পষ্ট বার্তা, ভোট লড়াইয়ের ময়দানে শুধু প্রচার নয়, ভোটার তালিকার নেপথ্য খেলা আজ বড় রাজনৈতিক ইস্যু হয়ে উঠছে।

ইভিএমে নয়, ভোটচুরি হচ্ছে ভোটার তালিকায়। এই সফটওয়্যারের মধ্যেই চলছে প্রকৃত কারচুপি।

- অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়

যদিও অভিষেকের অভিযোগের প্রেক্ষিতে রাজ্যের বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী স্পষ্ট দাবি করে বলেন, 'এ রাজ্যে শুধু স্লোগান আছে, উন্নয়ন নেই। যুবকদের হাতে চাকরি নয়, শুধু প্রতিশ্রুতির কাগজ ধরানো হয়েছে।'

কমিশন দমবে না চাপ সৃষ্টিতে

হুমকি দিয়ে বা অভিযোগের স্রোত বইয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থা ভাঙা যাবে না। আইন ও সত্যের জয় হবেই।

- মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের বিবৃতি

নিজস্ব প্রতিবেদন: এসআইআর প্রক্রিয়া নিয়ে মুখ্য নির্বাচন কমিশনার এবং পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের বিরুদ্ধে পুলিশের কাছে দু'টি অভিযোগ দায়ের হওয়ার ঘটনার প্রেক্ষিতে নির্বাচন কমিশন কঠোর প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছে। রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দপ্তরের জারি করা এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, ওই অভিযোগগুলি পূর্বপরিকল্পিত, ভিত্তিহীন এবং এসআইআর ২০২৬ সংক্রান্ত আইনগত দায়িত্ব পালনে যুক্ত আধিকারিকদের ভয় দেখানোর প্রচেষ্টা বলে অভিহিত করা হয়েছে। নির্বাচন প্রক্রিয়াকে চাপে ফেলে পথচ্যুত করার উদ্দেশ্যেই এই ধরনের ভীতি প্রদর্শনের কৌশল নেওয়া হয়েছে বলে দাবি করা হয়েছে, তবে সেই চেষ্টা সফল হবে না বলেই স্পষ্ট জানানো হয়েছে। বিবৃতিতে আরও বলা হয়েছে, ধারাবাহিক ও সাজানো অভিযোগগুলির নেপথ্যে থাকা ষড়যন্ত্র উদঘাটনে সব রকমের চেষ্টা করা হবে।।

কমিশনের দাবি, এভাবে চাপ সৃষ্টি করে নির্বাচনী যন্ত্রকে বিপথে টানা যাবে না। আইনি দিক থেকেও দৃঢ় অবস্থান নিয়েছে কমিশন। পরিষ্কার বলা হয়েছে, সাংবিধানিক দায়িত্বে নিয়োজিত নির্বাচন কমিশনের শীর্ষ পদাধিকারীদের বিরুদ্ধে এ ধরনের অভিযোগ, 'সহজে এফআইআর-এ রূপান্তরযোগ্য নয়। এবং এই বিষয়ে সংসদীয় আইনের বিধান আলাদা।'

কমিশনের কড়া বার্তা, 'হুমকি দিয়ে বা অভিযোগের স্রোত বইয়ে নির্বাচনী ব্যবস্থা ভাঙা যাবে না। আইন ও সত্যের জয় হবেই।' কমিশনের দাবি অনুযায়ী, 'সততা, দৃঢ়তা ও জনস্বার্থকেই একমাত্র পথনির্দেশক মেনে' কাজ চালিয়ে যাবে।

'জানাজা'য় জনারণ্য

খালেদা-পুত্রের হাতে প্রধানমন্ত্রীর শোকপত্র তুলে দিলেন জয়শঙ্কর

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর: বিপুল জনজোয়ারের মাঝেই শেষকৃত্য সম্পন্ন হল বাংলাদেশের প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী তথা বিএনপি নেত্রী খালেদা জিয়ার। বাংলাদেশের স্থানীয় সময় অনুযায়ী বুধবার দুপুর ৩টে ৩ মিনিটে খালেদার 'জানাজা' শুরু হয়। শেষ হয় ৩টে ৫ মিনিটে। উপস্থিত ছিলেন বাংলাদেশের অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধান উপদেষ্টা মুহাম্মদ ইউনূস, বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান তথা খালেদার পুত্র তারেক রহমান, জাতীয় নাগরিক পার্টি (এনসিপি)-র আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম প্রমুখ। ছিলেন ভারতের বিদেশমন্ত্রী জয়শঙ্করও। রাজনৈতিক ব্যক্তিত্বদের পাশাপাশি এসেছিলেন কাতারে কাতারে মানুষ। বেলা ৩টে পর্যন্ত তিলধারণের স্থান ছিল না ঢাকার সংসদ ভবন চত্বরে।

এদিকে খালেদার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া অনুষ্ঠানে যোগ দিতে বুধবার সকালে ঢাকায় পৌঁছন ভারতের বিদেশমন্ত্রী এস জয়শঙ্কর। ভারতীয় সময় সকাল ১১টা বেজে ৩০ মিনিটে ভারতীয় বায়ুসেনার বিশেষ বিমানে বাংলাদেশের বিমানঘাঁটি বাশারে নামেন জয়শঙ্কর। সেখানে তাঁকে স্বাগত জানাতে উপস্থিত ছিলেন মুহাম্মদ ইউনূসের অন্তর্বর্তী সরকারের বিদেশ মন্ত্রকের সচিব এম ফারহাদ হোসেন। ঢাকা সফরের শুরুতেই খালেদাপুত্র বিএনপির ভারপ্রাপ্ত চেয়ারপার্সন তারেক রহমানের সঙ্গে দেখা করেন জয়শঙ্কর। তাঁর হাতে তুলে দেন প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর 'শোকপত্র'।

ভোটমুখী বাংলাদেশে জয়শঙ্করের এই যাত্রাকে কূটনৈতিক ভাবেও অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ বলে মনে করছে ওয়াকিবহাল মহল। সাম্প্রতিক বাংলাদেশে যেভাবে হিন্দুহত্যা তথা সংখ্যালঘু নির্যাতন চলছে জামাতের নেতৃত্বে, এর পিছনে যে পাকিস্তান ও চিনের উস্কানি রয়েছে তা বুঝতে সময় লাগেনি সাউথ ব্লকের। তৈরি হয়েছে 'ইনকিলাব মঞ্চ'-র মতো ভারতবিরোধী সংগঠনও। আর তাই আপাতত সাবধানী হয়েও বিএনপির দিকেই সামান্য ঝুঁকে থাকছে নয়াদিল্লি। এই পরিস্থিতিতে জয়শঙ্করের বাংলাদেশ সফরকে গুরুত্বপূর্ণ বলে মনে করা হচ্ছে।

হাদির 'খুনি' দুবাইয়ে

ঢাকা, ৩১ ডিসেম্বর: অবশেষে প্রকাশ্যে এলেন বাংলাদেশের ইনকিলাব মঞ্চের নেতা ওসমান হাদি খুনে প্রধান অভিযুক্ত! ভিডিওবার্তায় দাবি করলেন, তিনি ভারতে নেই। রয়েছেন দুবাইয়ে। নিজেকে ফয়সাল করিম বলে দাবি করা ওই যুবক এ-ও দাবি করলেন, তিনি হাদিকে খুন করেননি। তাঁকে ফাঁসানো হয়েছে। হাদিকে খুন করেছে জামাত।

ভিডিওবার্তায় যুবকের দাবি, ঘটনার আগে তিনি হাদির অফিসে গিয়েছিলেন ঠিকই। কিন্তু তিনি খুন করেননি। হাদির সঙ্গে তাঁর ব্যবসা সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে কথা হয়েছিল সেই দিন। যুবতের কথায়, 'আমি ফয়সাল করিম মাসুদ। হাদির খুনের ঘটনায় আমি কোনও ভাবে যুক্ত নই। এই অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা। আমি ষড়যন্ত্রের শিকার। এর জন্য আমাকে দেশ ছেড়ে দুবাই চলে আসতে হয়েছে। এখানে আসতে গিয়েও অনেক সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে আমাকে। পাঁচ বছরের ভিসা থাকা সত্ত্বেও।'

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন

নাম-পদবী

গত ০৪/০৪/২৪, S.D.E.M, শ্রীরামপুর, হুগলী, কোর্টে ৪৭৪৭ নং এফিডেভিট বলে আমি Subhash Nayek S/o. Shambhu Nayek ও Subhas Nayak S/o. S. Nayak উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২০২৫ 1st Class জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট চুঁচুড়া কোর্টে ১৩৯৩০ নং এভিডেভিট বলে আমি Sujan Patra S/o. Sukumar Patra স্বেচ্ছায় হিন্দু ধর্ম ও হিন্দু নাম পরিত্যাগ করিয়া সর্বত্র Mohammad Mahir নামে পরিচিত হলাম। আমি স্বইচ্ছায় সুস্থ মাথায় ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করিয়া মুসলিম ধর্মাবলম্বী হলাম। আমি Sujan Patra ও Mohammad Mahir একই ব্যক্তি।

নাম-পদবী

গত ২৪/০৯/২০২৫ তারিখে জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ৯৫৫২ নং এফিডেভিট বলে আমি Piu Mukherjee W/o. Kalinath Mukherjee, R/o. তারাতন, হোড়োয়া, মগরা, হুগলী-৭১২১৪৭, ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পুত্রের (Anish Mukherjee) জন্ম সার্টিফিকেটে (Regn. No. 625, dated- 11/11/2002, D.O.B. 18.10.2002) আমার সঠিক নাম Piu Mukherjee-এর পরিবর্তে Peu Mukherjee লিপিবদ্ধ হইয়াছে। আমি Piu Mukherjee ও Peu Mukherjee W/o. Kalinath Mukherjee উভয়েই সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছি।

নাম-পদবী

গত ৩১/১২/২০২৫, জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট, সদর, হুগলী, কোর্টে ১৩৯২৫ এফিডেভিট বলে আমি Soumen Chatterjee ঘোষণা করিয়াছি যে, আমার পিতা Samar, Samar Chatterjee ও Samar Kumar Chatterjee সর্বত্র একই ব্যক্তি বলিয়া পরিচিত হইয়াছেন।

নাম-পদবী

আমার প্রকৃত নাম সুবিমল কুমার পাত্র, পিতা- প্রফুল্ল পাত্র, বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গের দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলার অন্তর্গত থানা সাগরের অধীনস্থ গ্রাম ও পোঃ পুরুষোত্তমপুর -এর স্থায়ী বাসিন্দা, গত ০৫.০৩.২০১৪ তারিখে কাকদ্বীপ মহকুমা আদালতের মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণী) -এর নিকট দাখিলকৃত হলফনামা বলে নিম্নোক্ত ঘোষণা করছি যে, কিছু নথিতে আমার ডাক নাম ভুলবশত পরিমল পাত্র লিপিবদ্ধ হয়ে আছে এবং আমার পুত্র সায়ন পাত্রের জন্ম শংসাপত্রে আমার নাম সুবিমল পাত্র হিসেবে নথিভুক্ত হয়ে আছে। উক্ত সকল নাম একই ব্যক্তিকে নির্দেশ করে। সুবিমল কুমার পাত্র, সুবিমল পাত্র এবং পরিমল পাত্র এক ও অভিন্ন ব্যক্তি এবং ভবিষ্যতে সকল সরকারি ও বেসরকারি নথিতে আমি কেবলমাত্র সুবিমল কুমার পাত্র নামেই পরিচিত থাকিব।

শ্রেণীবদ্ধ বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন- মোঃ ৯৮৩১৯১৯৭৯১

CHANGE OF NAME

I, **MONIRUL SHA,** Father of BARSHA KHATUN Residing at Jhautalapara, Kazipara, Barasat, North 24 Pgs. W.B. PIN-700125 that in my daughter's Birth Certificate (No- Reg No-3439) my name was recorded as MONIRUL SAHAJI in the place of MONIRUL SHA. On dated 16/12/2025 after the affidavit by 1st Class Executive Magistrate at Barasat Court vide no-14705, MONIRUL SAHAJI (OLD NAME) and MONIRUL SHA (NEW NAME), is the same and one identical person in the eye of law.

নাম-পদবী

আমার প্রকৃত নাম ঝাড়েশ্বর বর, পিতা- সর্বেশ্বর বর, গ্রাম ও পোঃ- চেমাগুড়ি, থানা- গঙ্গাসাগর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণা, পিন-৭৪৩৩৭৩, গত ২৮.১২.২০২৫ তারিখের মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণী) আদালত, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার হলফনামা বলে ঘোষণা করছি যে, ২০০২ সালের সাগর বিধানসভা কেন্দ্রের ভোটার তালিকা এবং পুরাতন পরিচয়পত্রে আমার নাম ভুলবশত বঙ্কিমবিহারী বর পিতা- সর্বেশ্বর বর লিপিবদ্ধ হইয়াছে। ঝাড়েশ্বর বর পিতা- সর্বেশ্বর বর এবং বঙ্কিমবিহারী বর পিতা- সর্বেশ্বর বর এক ও অভিন্ন ব্যক্তি, ভবিষ্যতে সকল সরকারি ও বেসরকারি নথিতে আমি কেবলমাত্র ঝাড়েশ্বর বর নামেই পরিচিত হব।

নাম-পদবী

আমার প্রকৃত নাম কবিতা করণ, স্বামী- কাঙ্গাল করণ, গ্রাম- শিবপুর, পোঃ ধবলাট শিবপুর, থানা- গঙ্গাসাগর কোস্টাল, দক্ষিণ ২৪ পরগণার বাসিন্দা, গত ১৯.১২.২০২৫ তারিখের মাননীয় জুডিশিয়াল ম্যাজিস্ট্রেট (প্রথম শ্রেণী) আদালত, কাকদ্বীপ, দক্ষিণ ২৪ পরগণার হলফনামা বলে ঘোষণা করিতেছি যে, ২০২৫ সালের ভোটার তালিকায় ভুলবশত আমার নাম মালতী করণ ও ভোটার কার্ডে করণ কবিতা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। মালতী করণ, করণ কবিতা ও কবিতা করণ, স্বামী- কাঙ্গাল করণ এক ও অভিন্ন নারী। ভবিষ্যতে সকল সরকারি ও বেসরকারি নথিতে আমি কেবলমাত্র কবিতা করণ নামেই পরিচিত হব।

CHANGE OF NAME

I, **AFTAB UDDIN,** Father of Roshni Khatun Residing at Maliakur, Bamagachhi, Duttapukur, North 24 Pgs. W.B. PIN-743248 that in my daughter's Birth Certificate (No- Reg No-4739) my name was recorded as AFTABUDDIN MONDAL in the place of AFTAB UDDIN. On dated 20/12/2025 after the affidavit by 1st Class Judicial at Barasat Court vide no-13281, AFTABUDDIN MONDAL (OLD NAME) and AFTAB UDDIN (NEW NAME), is the same and one identical person in the eye of law.

বিজ্ঞপ্তি

আমি, সুদাম সখা দাস, পিতা- মৃত নবীন দাস, সাং ও পোঃ জঙ্গলপাড়া বাজার, থানা চণ্ডীতলা, হুগলী-৭১২৭০১, গত ইং ৩০.১২.২০২৫ তারিখে মাননীয় এক্সিকিউটিভ ম্যাজিস্ট্রেট, শ্রীরামপুর আদালত, হুগলী সমীপে ১৭৬২০ হলফনামা বলে ঘোষণা করিয়াছি যে, ক) আমার ঠাকুরমা (পিতামহের ভাতৃবধূ) সুমতি বালা দাস, স্বামী- মৃত সত্য চরণ দাস, গত ২৫.০১.১৯৯৭ তারিখে নিঃসন্তান অবস্থায় পরলোকগমন করিয়াছেন। খ) হিন্দু উত্তরাধিকার আইন অনুযায়ী ভবানী চরণ দাস ও নিতাই চরণ দাসের বৈধ ওয়ারিশগণই তাঁহার আইনগত উত্তরাধিকারী। গ) উক্ত ঘোষণাটি তাঁহার মৃত্যুর তারিখ নির্ধারণের জন্য এবং ইহা পারিবারিক নথিপত্রের ও সম্পত্তির এক ও অবিচ্ছেদ্য অংশের সরূপ হিসেবে গণ্য হইবে। উক্ত বিষয়ে কাহারও কোনো আপত্তি থাকিলে আগামী ১৫ দিনের মধ্যে নিম্নস্বাক্ষরকারী বা যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট যোগাযোগ করুন।

ইতি-সুদাম সখা দাস

বিজ্ঞপ্তি

জেলা হুগলী মোকাম চুঁচুড়াস্থিত ক্রেতা সুরক্ষা আদালত।
মিস জুডিসিয়াল এক্সিকিউশান
এ্যাপ্লিকেশন কেস নং ১০ অফ ২০২৫
সি.সি. কেস নং- ১২১ অফ ২০১৬
আর.এ. কেস নং- ১৯ অফ ২০২৩
ই.এ. ১০/২০২৫

মলয় কুমার চক্রবর্তী ....দরখাস্তকারী
- বনাম -
মেসার্স এ ডি জি, কম্ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ ....প্রতিপক্ষ

এতদ্বারা শ্রী কৌস্তভ রঞ্জন ঘোষ পিতা- দিলীপ কুমার ঘোষ, সাং দেবাঞ্জলী এ্যাপার্টমেন্ট ১ (৪৪) এন সি এম রোড, পোঃ বৈদ্যবাটী থানা শ্রীরামপুর জেলা হুগলী, পিন - ৭১২২২২ স্বয়ং ও মেসার্স এ ডি জি, কম্ ইনফ্রাস্ট্রাকচার প্রাঃ লিঃ কোম্পানীর ডিরেক্টর যাহার রেজিস্টার্ড অফিস হেমন্ত ভবন, দ্বিতীয়তল, ১২ বি বি ডি বাগ পূর্ব, থানা হেয়ার স্ট্রীট, কোলকাতা-৭০০০০১ ও শ্রী স্বপন দত্ত, পিতা - মন্টু চন্দ্র দত্ত, সাং নতুন পাড়া, বারাসাত, পোঃ ও থানা - চন্দননগর, জেলা হুগলী, পিন ৭১২১৩৬ আপনাদের জ্ঞাত করা যাইতেছে যে, দরখাস্তকারী উপরোক্ত মামলা দাখিল করিয়াছেন। অত্র বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হইবার এক মাসের মধ্যে স্বয়ং অথবা ভারপ্রাপ্ত কাহারও দ্বারা উক্ত মামলায় হাজির না হইলে উক্ত মামলা এক তরফা অন্তে আইন সম্মত আদেশ হইবে।

দরখাস্তকারীর পক্ষে
পীযূষ কান্তি ব্যানার্জী (আইনজীবী)

Sd/- Registrar
District Consumer Disputes Redressal Commission, Hooghly

আমোক্তার নামা ও ওয়ারিশ সূত্রে ক্রীত সম্পত্তির নাম পত্তনের বিষয়ে বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বার দ্বারা সর্বসাধারণের উদ্দেশ্যে জানানো যাইতেছে যে নিম্ন তপশীল বর্ণিত সম্পত্তি- জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, থানা খড়গপুর লোকাল, মৌজা পশ্চিম পাথরী, জে এল নং ১৮৬, এল আর খতিয়ান নং ১০৩, আর এস ও এল আর দাগ নং ২৩২, পরিমাণ ৩.১৬ ডেসি: শ্রেণী পশি, যাহার রায়ত মালিক ছিলেন ৺পুতুল রানী সুর, তাঁহার মৃত্যুর তাঁহার ওয়ারিশদের মধ্যে তাহার বিবাহিত কন্যা শ্রীমতি মীনা দাস স্বামী শ্রী বিবেকানন্দ দাস, সাং ভি. টি. সি. বৈদবাটি, থানা+ পোস্ট শেওড়াফুলি, জেলা হুগলি কর্তৃক আমোক্তার নিযুক্ত হন ১) শ্রী তপন কুমার সুর ও ২) শ্রী তুষার কান্তি সুর পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র সুর, সাং মায়াপুর, সুকান্তনগর, থানা খড়গপুর শহর, আমোক্তার নামা নং 82/21, তাং 27.04.2021 বুক নং IV খড়গপুর সাবরেজিস্ট্রি অফিস। অপরদিকে উক্ত মৃত পুতুল রানী সুরের এক পুত্র স্বপন কুমার সুর কর্তৃক আমোক্তার নিযুক্ত হন শ্রী তপন কুমার সুর পিতা ৺কার্তিক চন্দ্র সুর সাং মায়াপুর, সুকান্তনগর, থানা খড়গপুর শহর। আমোক্তার নামা নং 73/21 তাং 19.04.2021 বুক নং IV খড়গপুর সাব-রেজিস্ট্রি অফিস। উক্ত ২টি আমোক্তার নামা এবং স্বয়ং ওয়ারিশগণ একত্রে বিক্রয় কোবলা দলিল নং 7826/2022 তাং 12/07/2022 খড়গপুর সাব রেজিস্ট্রি অফিস দ্বারা বর্তমান ক্রেতা শ্রীমতী রীতা রানী সাঁতরা স্বামী শ্রী অশোক কুমার সাঁতরা, সাং পোঃ পিন্ডরুই, থানা পিংলা, জেলা পশ্চিম মেদিনীপুর, মহাশয়া বরাবর বিক্রয় করিয়া দেন। এক্ষণে উক্ত সম্পত্তির নাম পত্তনের বিষয়ে কাহারো কোনরূপ অভিযোগ অধিকার বা দাবি থাকিলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট অথবা খড়গপুর ১ নং বি এল এন্ড এল আর ও অফিসে আগামী ৩০ দিনের মধ্যে অভিযোগ জানাইতে পারিবেন, নতুবা আইন মোতাবেক ব্যবস্থা গৃহীত হইবে।

তাং -31.12.2025

নিবেদন ইতি-শ্রীদাম ঘোষ
অ্যাডভোকেট, জজকোর্ট পশ্চিম মেদিনীপুর

হারানো বিজ্ঞপ্তি

আমি সায়ক ব্যানার্জী, পিতা-অরুণ কুমার ব্যানার্জী। আমার Birth Certificate, ICSE দশম ও ISC দ্বাদশ শ্রেণির অ্যাডমিট কার্ড ও মার্কশিট এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতক ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রির সার্টিফিকেট ও মার্কশিট ২৬ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখে কলকাতায় হারিয়ে গেছে। পাওয়া গেলে যোগাযোগ করুন- ৭৮৯২২ ৮৯৭১৬।

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ মোহর আলী** পিতা মরহুম মোকসেদ আলী, সাকিম চক্ বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয় বিগত ইং ০৪/০৮/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00200/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **মহঃ জিয়াবুল রহমান,** পিতা মরহুম ইনামুল হক, সাকিম বড়পাড়া, চক্ বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০৪/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03930/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা চক্ বাঁশবেড়িয়া, ৫২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৪৬৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৮৫ নং দাগে শালি জমি ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি **নাগিনা খাতুন** পিতা মহঃ জিয়ারুল রহমান, সাকিম বড়পাড়া, চক্ বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **নাগিনা খাতুন** পিতা মহঃ জিয়ারুল রহমান মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**মহঃ জিয়াবুল রহমান (আমমোক্তার)**

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **সেখ মোহর আলী** পিতা মরহুম মোকসেদ আলী, সাকিম চক্ বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয় বিগত ইং ০৪/০৮/২০১৭ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত IV-00200/2017 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **মহঃ জিয়াবুল রহমান,** পিতা মরহুম ইনামুল হক, সাকিম বড়পাড়া, চক্ বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল বিগত ইং ০৪/০৫/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03930/2023 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা চক্ বাঁশবেড়িয়া, ৫২ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ৩৪৬৯ নং খতিয়ানে, আর.এস. তথা হাল এল.আর. ৪৮৫ নং দাগে শালি জমি ১ কাঠা ৮ ছটাক সম্পত্তি **নাগিনা খাতুন** পিতা মহঃ জিয়ারুল রহমান, সাকিম বড়পাড়া, চক্ বাঁশবেড়িয়া, বাঁশবেড়িয়া, মগরা, হুগলী-৭১২৫০২, মহাশয়াকে বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা **নাগিনা খাতুন** পিতা মহঃ জিয়ারুল রহমান মহাশয় তাহার উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য **বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে** আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি-**মহঃ জিয়াবুল রহমান (আমমোক্তার)**

নোটিশ

এতদ্বারা সংশ্লিষ্ট সকলের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে যে, সাগিরা বিবি তাঁর অ্যাটর্নি নাম মখলাসুর রহমান হালদার এবং হাসিবুর রহমান হালদার নিযুক্ত হয়েছেন পাওয়ার অব অ্যাটর্নি নং ১-০৫১৫১-২০২৩ সালের অনুযায়ী রেজিস্ট্রিকৃত ডিএসআর-৩, আলিপুর, বিক্রয় করা হবে শালি জমি পরিমাপ ২ ডেসিমেল, এলআর দাগ নং ২৪৩, এলআর খতিয়ান নং ৪৭৬, মৌজা জলখুরা, থানা মহেশতলা, জেএল নং ৪, দক্ষিণ ২৪ পরগনা, আমার মক্কেল বিক্রম ডিলার্স প্রা লি. এর অনুকূলে।
কারও কোনও আপত্তি থাকলে নিম্নস্বাক্ষরকারীর নিকট বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ থেকে ৫ দিনের মধ্যে লিখিতভাবে জানাতে পারেন।

প্রশান্ত হালদার, অ্যাডভোকেট
১, ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৬৯
ফোন : ৬২৯০৩২৩৮৩৭

শ্রেণিবদ্ধ বিজ্ঞাপন গ্রহণ কেন্দ্র

উত্তর ২৪ পরগনা

অ্যাড কানেক্সন
সন্তোষ কুমার সিং
হোম নং -৩, বিএল নং-১৮, মেঘনা মোড়, পোস্ট ও থানা-জগদ্দল, উত্তর ২৪ পরগনা, **ফোন- ৮৩৩৬০ ৮৮৭২১**
ইমেইল- **adconnexon@gmail.com**

এ.এন. বিজ্ঞাপন গ্রহনকেন্দ্র
সেখ আজাহার উদ্দিন, বারাসাত, জেলা- উত্তর ২৪ পরগনা, কলকাতা-৭০০১২৪, **মোঃ- ৯৭৩৩৬৫২৬৩৬**

হুগলি

মা লক্ষ্মী জেরক্স সেন্টার,
সর্বাণী চ্যাটার্জি, ঠিকানা কোর্টের ধার ওল্ড জেলা পরিষদ, চুঁচুড়া, জেলা হুগলি, পিন: ৭১২১০১, **মোঃ ৯৪৩৩১৬৮৯১৮।**

জিৎ অ্যাডভার্টাইজিং এজেন্সি,
প্রসেনজিৎ সামন্ত, ঠিকানা- দলুইগাছা, সিঙ্গুর, বন্ধন ব্যাঙ্কের পাশে, জেলা- হুগলী, পশ্চিমবঙ্গ, **মোঃ ৯৮৩১৬৯৯২৪৪**

নদিয়া

টাইপ কর্ণার,
নিরঞ্জন পাল, ঠিকানা : কালেক্টরি মোড়, এসপি বাংলোর বিপরীতে, পোঃ কৃষ্ণনগর, জেলাঃ নদিয়া, পিন: ৭৪১১০১, **মোঃ ৯৪৭৪৩৩৪৯৭৮**

রাজ টেলিকম,
অমিতাভ বিশ্বাস, ঠিকানা: করিমপুর, জেলা নদিয়া, **মোঃ** ৯৪৩৪৪২০৬৮৬/ ৯০৯৩৬৮৮৫৩০।

সুজয়া উদ্যোগ সমূহ,
শ্রীধর অঙ্গন, বাজার রোড, নবদ্বীপ, নদিয়া-৭৪১৩০২, **মোঃ ৯৩৩৩২২০৬৫৯।**

অবসর,
ডি. বালা, চাকদহ, নদিয়া। মোঃ **৭৪০৭৪৮০১০৮।**

সবিতা কমিউনিকেশন,
প্রোঃ- রুমা দেবনাথ মজুমদার, ৪/১ প্রাচীন মায়াপুর ৩য় লেন, পোস্ট ও থানা- নবদ্বীপ, জেলা- নদীয়া, পিন-৭৪১৩০২, **মো-৮১০১৩ ৭৩৫৮১**

আজকের দিনটি কেমন যাবে?

আজ ১ লা জানুয়ারি, ১৬ ই পৌষ। বৃহস্পতি বার। ত্রয়োদশী তিথি। জন্মে বৃষ রাশি, অষ্টত্তরী রবি এর মহাদশা, বিংশোত্তরী চন্দ্র র মহাদশা, মৃতে দোষ নেই।

মেষ রাশি : পারিবারিক জীবনে কিছু হতাশা সহ সতর্কতা অবলম্বন। যে বান্ধবকে বিশ্বাস করে পথে পা বাড়িয়েছিলেন, তার থেকে বিরূপ মন্তব্যে মনোকষ্ট বৃদ্ধি। শ্বশুর বাড়ির দুই সদস্য আজ উপকারে আসবে। হাসপাতাল থেকে সুস্থ হয়ে বাড়ি ফেরার কথা। ঋণ বিষয় বৃথা তর্ক বিবাদ। শিবাষ্টক মন্ত্র পাঠ করুন শুভ হবে।

বৃষ রাশি : শুভ। যদি ধৈর্য ধরতে পারেন তবে, বিবাদের পরিণতি আপনার পক্ষে আসবে। যে সন্তানকে নিয়ে বিব্রত ছিলেন আজ তার মুখ থেকে সত্যতা জানতে পারবেন। ঋণ গ্রহণে বাধা। ব্যাংক ইন্সুরেন্স সম্পর্কিত বিষয় সতর্ক থাকা শুভ। বেতন ভুক কর্মচারিদের উন্নতি কিছু যোগ তৈরী হবে। শ্রী শ্রী চন্ডীপাঠে শুভ।

মিথুন রাশি : প্রেমিক কে বিশ্বাস করে সর্বস্ব দিয়েছেন, আজ তার আজ তার মুখ থেকে ঐ শব্দগুলি শুনবেন-ভেবেছিলেন কি? হঠাৎ ভুল বোঝাবুঝি, দাম্পত্যে বিবাদ। কেমন যেন প্রেমহীন দুনিয়া। প্রেমে বিতর্ক। বিদ্যার্থীদের জন্যে দুশ্চিন্তা। যারা কর্ম প্রার্থী তাদের গুরুজনের উপদেশ অমৃত কাজে আসবে। মহাকালী জয়ন্তী মন্ত্র পাঠ।

কর্কট রাশি : পুরাতন বান্ধব দের থেকে সতর্ক থাকুন। দাম্পত্যে দুশ্চিন্তা। বিবাহ বিষয় আরো সতর্ক হওয়া উচিত ছিল। যোটক বিচার মেলেনি - দাম্পত্যে মঙ্গল দ্বারা মাঙ্গলিক। এ বিবাহে শান্তি কোথায়? সন্তানের বিদ্যালয় কিছু বিতর্ক। এক ছাত্রীর মায়ের দ্বারা বিবাদ। আদ্যাস্ত্রত পাঠ শুভ।

সিংহ রাশি : নতুন উদ্যমে আবার, জমি জমা কৃষি জমিতে তে লাভ প্রাপ্তি। ইন্টারনেটের মাধ্যমে শুভ সংবাদ প্রাপ্তি। সামান্য আয় বৃদ্ধি। অসৎ বান্ধবকে আর ছলনাময়ী নারীকে চিনে নিন। পথের সাথী করে লগ্নী করতে চলেছেন, যে ব্যক্তি মদতদাতা তার কাছে সংকল্প প্রকাশ করা উচিত নয়। শিবশক্তি মন্ত্র পাঠ।

কন্যা রাশি : বানিজ্যে শুভ। বিশেষত সাংবাদিক- লেখক মুদ্রণযন্ত্র বিষয়ক সম্পর্ক যুক্ত তাদের তাদের অর্থ প্রাপ্তি ও সৌভাগ্য যোগ। কিছু বিষয়ে মুখ না খোলাতে সম্মান প্রাপ্তি। নিশ্চুপ ও হাসি, আজ কর্মযোগে শুভ। শিবতান্ডব স্রোত্র পাঠ করুন শুভ।

তুলা রাশি : কর্ম সংকল্প গোপনে রাখা ভালো। তিনি কি আপনার মনন শক্তিকে শ্রদ্ধা করেন? তিনি কি সত্যি আপনার আপনজন? তবে বৃথা তর্ক বিবাদ কেনো? বিদ্যালয় যে সমস্যা চলছে, সন্তানের কারণে তার সমাধান করবেন আপনার প্রতিবেশী স্বজন। আদ্যাস্রোত পাঠে শান্তি।

বৃশ্চিক রাশি : আজ লগ্নিকরা অর্থ দ্বারা শুভ সৌভাগ্য যোগ। প্রতিবেশী তো সর্বদাই আপনার সঙ্গ চান। কিন্তু আপনি তাদের থেকে কেনো দূরে থাকছেন? বিবাহে মাঙ্গলিক দোষ, বিবাদ নিশ্চিত। যাকে নিয়ে স্বপ্ন দেখছেন তিনিকি সত্যি আপনার আপনজন? শনিমন্ত্র পাঠ করুন।

ধনু রাশি : কর্মে উন্নতি র সুযোগ আছে। বানিজ্যিক শুভ। বিদ্যার্থীদের একপ্রকার। উচ্চবিদ্যা না বিদেশ যাত্রা করে যারা প্রতিষ্ঠিত হতে চান-সুবর্ণ সুযোগ। আজ সৌভাগ্য প্রতিবেশীর ঈর্ষা আপনাকে আরো জেদী করে তুলবে। গণেশ সঙ্কট নাশিনী স্ত্রত্র পাঠ।

মকর রাশি : রাশি চক্র অনুসারে কর্তব্য পালন করতে হবে। সুস্থতা বৃদ্ধি হবে। ধনলাভ। পরিবারে সতর্ক থাকা শুভ। বিত্তের সঠিক লগ্নিতে বুদ্ধির প্রয়োজন। সন্তানের কথায় সায় দিলে-বিতর্ক বাড়বে। জীবন জীবিকার প্রয়োজনে অন্যের দেওয়া পরামর্শের দ্বারা লাভ প্রাপ্তি। কালিমন্ত্র জপে শান্তি।

কুম্ভ রাশি : আজ শুভ অশুভ র মধ্যে দিয়ে দিনটি কাটবে। সতর্ক থাকা ভালো। কোনো আপন জনের রূঢ় বাক্য মনে কষ্ট দেবে। অযথা বিবাদ বিতর্ক। যারা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম এ কাজ করেন তাদের সম্মান বৃদ্ধি। অলংকার দ্রব্যের বানিজ্যে ধনলাভ। গৌরী মন্ত্র পাঠে শুভ।

মীন রাশি : মানষিক চাপ থাকবে। বাড়ির পরিবেশে তৃতীয় ব্যক্তির কারণে বিতর্ক। প্রতিবেশীর দুঃখ প্রাপ্তি। মন দিয়ে ভালোবেসেও মন পেলেন কি? বৃথা ব্যায় বৃদ্ধি। দুর্গা মন্ত্র জপ করুন। বিদ্যার্থী দের সুযোগের জন্যে অপেক্ষা করতে হবে।

(শ্রীশ্রী লক্ষ্মীপুজা। আজ শ্রী রামকৃষ্ণ কল্পতরু উৎসব। কাশীপুর উদ্যান বাটি ও দক্ষিণেশ্বর কালীবাড়ি ও কাকুড়গাছি যোগদানে শ্রী রামকৃষ্ণ কল্পতরু উৎসব। বিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসু র শুভ ভুমিষ্ঠ দিবস।)

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী সঞ্জীব দাস, ২)শ্রী সঞ্জয় দাস** উভয়ের পিতা ৺সনাতন দাস, **৩)শ্রীমতী সুমিতা দালাল(দাস)** স্বামী শ্রী রবীন দালাল, **৪)শ্রীমতী সোমা নন্দী (দাস),** স্বামী শ্রী হরিমোহন নন্দী, **৫)শ্রীমতী সন্ধ্যা রানী দাস** স্বামী ৺সনাতন দাস, সকলের সাকিম দিগড়া শিবতলা, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ১৬/১২/২০১১ তারিখে, এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিস্ট্রিকৃত IV-00275/2011 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সুশান্ত কুমার মালিক** পিতা হারাধন মালিক, সাকিম ধিতাড়া, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল, তপশীল – জেলা হুগলী, থানা ভদ্রেশ্বর, মৌজা দিগড়া মল্লিকহাটী, জে.এল. নং ১৯, আর.এস. ২৬৫ নং তথা হাল এল. আর ৭৭০ ও ৮৩৩ নং খতিয়ানে, আর.এস. ৪৯৩ নং তথা হাল.এল.আর. ৫৪৬ নং দাগে বাগান জমি ১৭ শতকের মধ্যে ১৪ শতক সম্পত্তি, তন্মধ্যে দুইটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে যথাঃ - ক)বিগত ইং ১৬/১২/২০১১ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-03309/2011 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **১)শ্রী প্রভাত মাঝি** পিতা ৺ধানু মাঝি ও **২)শ্রীমতী আশা মাঝি** স্বামী শ্রী প্রভাত মাঝি, সকলের সাকিম ঘুঙ্গিরখাল দক্ষিণ, সারদাপল্লী, ভদ্রেশ্বর, হুগলী মহাশয়/মহাশয়াকে ০১ কাঠা ০৮ ছটাক ১০ বর্গফুট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এবং খ)বিগত ইং ২৯/০২/২০১২ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চন্দননগর, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00565/2012 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে, **শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী,** পিতা ৺অমর ব্যানার্জী সাকিম ১০নং কে.এল. ব্যানার্জী স্ট্রীট, ভদ্রেশ্বর, তেলিনীপাড়া, ভদ্রেশ্বর, হুগলী, মহাশয়কে ০১ কাঠা ০৬ ছটাক ০৩ বর্গফুট আমমোক্তারকৃত সম্পত্তি বিক্রয় করেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতাগণ **১)শ্রী প্রভাত মাঝি** পিতা ৺ধানু মাঝি ও **২)শ্রীমতী আশা মাঝি** স্বামী শ্রী প্রভাত মাঝি এবং **৩)শ্রী অমিতাভ ব্যানার্জী,** পিতা ৺অমর ব্যানার্জী, তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও সিঙ্গুর ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন/করিতেছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে। ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

আমমোক্তারনামা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তি

এতদ্বারা সকলকে জানানো যাইতেছে যে, **১)শ্রী বামা চরন চ্যাটার্জী, ২)শ্রী তারা চন্দ্র চ্যাটার্জী, ৩)শ্রীমত্যা জয়া মুখার্জী** স্বামী ৺ভবতোষ মুখার্জী, সকলের পিতা ৺সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী (চট্টোপাধ্যায়), সকলের সাকিম বৈকুন্ঠপুর এস.পি. মুখার্জী রোড, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, **৪)শ্রীমতী মীরা চৌধুরী** স্বামী শ্রী চিত্তরঞ্জন চৌধুরী, পিতা ৺সন্তোষ কুমার চ্যাটার্জী (চট্টোপাধ্যায়), সাকিম দেবানন্দপুর ২নং মালিক পাড়া, দেবানন্দপুর, চুঁচুড়া, হুগলী-৭১২১২৩, **৫)শ্রী দেবাশীষ ব্যানার্জী** পিতা ৺পবিত্র কুমার ব্যানার্জী, সাকিম উসুমপুর বটতলা, আগড়পাড়া, ঘোলা, উঃ ২৪পরগনা-৭০০১০৯, মহাশয়/মহাশয়াগণ বিগত ইং ০৪/০৮/২০২৩ তারিখে সম্পাদিত ও ০৭/০৮/২০২৩ তারিখে এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07429/2023 নং আমমোক্তারনামা দলিল মূলে আমার মক্কেল **শ্রী সত্য গোপাল বনিক** পিতা ৺হৃষিকেশ বনিক সাকিম বাসুদেবপুর, কাঁচ পুকুরপাড়, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩ মহাশয়কে ক্ষমতাপ্রাপ্ত আমমোক্তার নিযুক্ত করেন এবং উক্ত আমমোক্তারনামা বলে আমার মক্কেল, তপশীল- জেলা হুগলী, থানা মগরা, মৌজা ত্রিবেণী বৈকুন্ঠপুর, ৩৬ নং জে.এল ভুক্ত, হাল এল.আর. ১৪৭৪/২ নং খতিয়ানে, আর.এস. ১৪৬ তথা হাল এল.আর. ১৬২ নং দাগে শালি জমি ষোল আনায় ০.৮৭৭ একর সম্পত্তি তন্মধ্যে, এ.ডি.এস.আর., চুঁচুড়া, হুগলী, অফিসে - ১)বিগত ইং ১১/০১/২০২৪ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত I-00327/2024 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রী উত্তম কুমার মালো** পিতা সুমন্ত মালো, সাকিম নিরঞ্জন পল্লী, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়কে ০২ কাঠা বা কমবেশী ০.০৩৩ একর সম্পত্তি, ২)বিগত ইং ১৭/০৬/২০২৫ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত I-07688/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী অনিতা মন্ডল,** স্বামী শ্রী অশোক মন্ডল, সাকিম বেনীপুর, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়াকে ০২ কাঠা বা কমবেশী ০.০৩৩ একর সম্পত্তি এবং ৩)বিগত ইং ১৮/০৭/২০২৫ তারিখে রেজিষ্ট্রীকৃত I-09397/2025 নং বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে **শ্রীমতী নুপূর পাইক,** স্বামী বাপ্পা পাইক, সাকিম কোঁচাটী লক্ষ্মী কলোনী, ত্রিবেণী, মগরা, হুগলী-৭১২৫০৩, মহাশয়াকে ০২ কাঠা বা কমবেশী ০.০৩৩ একর সম্পত্তি, একুনে তিনটি পৃথক পৃথক বিক্রয় কোবালা দলিল মূলে আমমোক্তারনামা বলে সম্পত্তি বিক্রয় করিয়াছেন। এতদ্বারা সকলকে অবগত করা যাইতেছে যে, বর্তমান ক্রেতা - **১)শ্রী উত্তম কুমার মালো** পিতা সুমন্ত মালো, **২)শ্রীমতী অনিতা মন্ডল,** স্বামী শ্রী অশোক মন্ডল, এবং **৩)শ্রীমতী নুপূর পাইক,** স্বামী বাপ্পা পাইক, মহাশয়/মহাশয়াগণকে তাহাদের উক্ত খরিদা সম্পত্তি নিজ নিজ নামে নাম পত্তন করিবার জন্য বি.এল এ্যান্ড এল.আর.ও মগরা-চুঁচুড়া ব্লক অফিসে আবেদন করিয়াছেন। ইহাতে কাহারও কোন আইনানুগ আপত্তি থাকিলে বিজ্ঞপ্তি প্রচার হইবার আগামী ১ মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট অফিসে আপত্তি জানাইতে পারিবেন, অন্যথায় নিয়ম অনুসারে কার্য্য করা হইবে।
ইতি- **মীর মহঃ কলিমুদ্দিন (উকিলবাবু),**জেলা জজ আদালত চুঁচুড়া, হুগলী

ঘোষণা- এই পত্রিকায় প্রকাশিত বিজ্ঞাপনের সত্যতা সম্পর্কে এজেন্ট বা পত্রিকা কর্তৃপক্ষ কোনওভাবে দায়বদ্ধ নয়।

কলকাতার সল্টলেকে স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহর বিশেষ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন বিজেপি সাংসদ ও বিধায়করা।

কলকাতার প্রসিদ্ধ ঠনঠনিয়া কালীবাড়ি মন্দিরে দর্শন করে পুজো দিলেন অমিত শাহ।

পূর্ব রেলের নতুন সময়সূচি ২০২৬-এ যাত্রীদের দ্রুত ও স্বাচ্ছন্দ্যময় ভ্রমণের বার্তা

নিজস্ব প্রতিবেদন, শিয়ালদহ: ইস্টার্ন রেলের সদর দপ্তরে আয়োজিত উচ্চপর্যায়ের বৈঠকে, জেনারেল ম্যানেজার মিলিন্দ দেউসকার নতুন ২০২৬ সালের কার্যকরী সময়সূচি প্রকাশ করেছেন। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেনারেল ম্যানেজার শীলেন্দ্র প্রতাপ সিং, প্রিন্সিপাল চিফ অপারেশনস ম্যানেজার সৌমিত্র বিশ্বাস, প্রধান প্রকৌশলী এবং অন্যান্য সিনিয়র কর্মকর্তা।

নতুন সময়সূচি হাওড়া, শিয়ালদহ, আসানসোল ও মালদা বিভাগের ট্রেন চলাচলের বিস্তারিত তথ্য প্রদান করেছে। ১ জানুয়ারি ২০২৬ থেকে কার্যকর এই সময়সূচি ট্রেনগুলোকে নির্ধারিত সময়মতো চলাচল নিশ্চিত করতে এবং যাত্রী সেবা উন্নত করতে সহায়তা করবে। এই নির্দেশিকা ফিল্ড স্টাফদের জন্য সহজ রেফারেন্স হিসেবে ব্যবহার হবে। নতুন সময়সূচির ফলে বেশ কয়েকটি ইএমইউ লোকাল ট্রেনের সময় বৃদ্ধি ও ফ্রিকোয়েন্সি বাড়ানো হয়েছে, যা শহরতলি যাত্রীদের

যাতায়াত আরও স্বাচ্ছন্দ্যময় করবে। এছাড়া, বেশ কিছু মেইল ও এক্সপ্রেস ট্রেনের যাত্রা সময় কমানো হয়েছে, ফলে যাত্রীদের সময় বাঁচবে। পূর্ব রেল প্রশাসন আশা করছে, এই নতুন সময়সূচি ট্রেন চলাচলকে আরও নিয়মিত, নিরাপদ ও দ্রুততর করবে এবং যাত্রীদের ভ্রমণ অভিজ্ঞতাকে উন্নত করবে।

মহাকুম্ভ নেই, গঙ্গাসাগরে ব্যাপক পুণ্যার্থীর জনসমাগমের আশা জেলা প্রশাসনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, আলিপুর: উত্তরপ্রদেশে মহাকুম্ভ নেই, তাই সাগরে এবার আরও বেশি পুণ্যার্থীদের সমাগমের আশঙ্কা করছে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসন। বুধবার আলিপুর প্রশাসনিক ভবনে সাংবাদিক বৈঠকে একথা জানালেন দক্ষিণ ২৪ পরগণা জেলা সভাধিপতি নীলিমা মিস্ত্রি বিশ্বাস। এজন্য প্রায় ১৫ হাজারের বেশি পুলিশ কর্মী মোতায়েন করা হচ্ছে বলে জানালেন, ক্যানিং-সুন্দরবন পুলিশ জেলার সুপার কোটেশ্বর রাও। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসক অরবিন্দ কুমার মিনা বলেন, প্রশাসন প্রস্তুত। সরকারের সমস্ত দপ্তর সমন্বয় করে গঙ্গাসাগর মেলার কাজ শেষের পথে। এবার ঠান্ডার কারণে কুয়াশা বিপত্তি হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। তাই বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে।

আগামী ৮ জানুয়ারি থেকে আনুষ্ঠানিকভাবে শুরু হতে চলেছে ২০২৬ সালের গঙ্গাসাগর মেলা। মেলা শুরুর আগে আগামী ৫ জানুয়ারি মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় নিজে সাগরদ্বীপে এসে প্রস্তুতির চূড়ান্ত রূপরেখা খতিয়ে দেখবেন। এবছর গঙ্গাসাগর মেলায় রেকর্ড ভিড়ের সম্ভাবনা রয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে জানানো হয়েছে। পরিবহণ ব্যবস্থা, পানীয় জল সরবরাহ, অস্থায়ী শৌচালয় ও বিদ্যুৎ পরিষেবা নিশ্চিত করতে দফায় দফায় বৈঠক করছেন মন্ত্রীরা। গঙ্গাসাগর মেলার মূল আকর্ষণ মকর সংক্রান্তির পুণ্যস্নান। চলতি বছরে ১৪ জানুয়ারি, বুধবার মহালগ্নে শুরু হবে স্নানের মাহেন্দ্রক্ষণ। ওই দিন বিকেল ৩টা ১৩ মিনিটে সূর্য মকর রাশিতে প্রবেশ করার পর 'মহা পুণ্যকাল' শুরু হবে। এই পুণ্যকাল চলবে ১৫ জানুয়ারি পর্যন্ত। ফলে ১৪ ও ১৫ জানুয়ারি; এই দু'দিনই পুণ্যস্নানের জন্য বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বলে বিবেচিত হচ্ছে।

সুন্দরবনের দু'টি সেতুর সংস্কার ও মেরামতিতে সিলমোহর রাজ্যের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: সুন্দরবনের দু'টি গুরুত্বপূর্ণ সেতুর জরুরি সংস্কার ও মেরামতির পরিকল্পনায় ছাড়পত্র দিল রাজ্য সরকার। সেতুগুলির বর্তমান অবস্থান নিয়ে নিরাপত্তাজনিত উদ্বেগ তৈরি হওয়ার পরই এই সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে বলে প্রশাসনিক সূত্রে খবর। সুন্দরবন উন্নয়ন পর্ষদ সূত্রে জানা গিয়েছে, মূলত দক্ষিণ ২৪ পরগনার মথুরাপুর, ২ ব্লকের অধীনে রায়দিঘি থানা এলাকার বারাদানগর ও দক্ষিণ কঙ্কনদিঘি মৌজার সংযোগকারী স্টিল কাঠামোর কার্ট ব্রিজটির জরুরি মেরামতির কাজ হাতে নেওয়া হচ্ছে। স্থানীয়ভাবে 'দড়ি টানা খেয়া' নামে পরিচিত এই সেতুটি নাগেন্দ্রপুর ও কঙ্কনদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার মধ্যে যোগাযোগের গুরুত্বপূর্ণ মাধ্যম। দীর্ঘদিন ধরে সেতুটি বেহাল হয়ে পড়ায় সাধারণ মানুষ ও পণ্য পরিবহণে ঝুঁকি বাড়ছিল। এই প্রকল্পের জন্য প্রায় ৪১ লক্ষ ৩৭ হাজার ৭৬৪ টাকা বরাদ্দ করা হয়েছে এবং কাজ শুরু হওয়ার পর ৯০ দিনের মধ্যে তা শেষ করার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়েছে। 'প্ল্যান হেড'-এর আওতায় কাজটি নেওয়া হওয়ায় একে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে বাস্তবায়ন করা হবে।

এর পাশাপাশি রায়দিঘি উপবিভাগের মধ্যেই মণি নদীর উপর অবস্থিত রায়দিঘি সেতুরও জরুরি সংস্কারের অনুমোদন দেওয়া হয়েছে। এই সেতুটি রায়দিঘি ও কঙ্কনদিঘি গ্রাম পঞ্চায়েত এলাকার সংযোগ রক্ষা করে। এখানে ক্ষতিগ্রস্ত আরসিসি রেল পোস্ট, রেলিং ও হুইল গার্ড মেরামত করা হবে। পাশাপাশি দু'টি নষ্ট এক্সপ্যানশন জয়েন্ট নতুন করে তৈরি ও বসানোর কাজও থাকবে। এই প্রকল্পের আনুমানিক ব্যয় ধরা হয়েছে ৪ লক্ষ ৬৬ হাজার ৮১০ টাকা এবং কাজ শেষ করার সময়সীমাও ৯০ দিন।

সুন্দরবন বিষয়ক দপ্তরের এক আধিকারিক জানান, পরিবেশগত প্রতিকূলতার কারণে এই অঞ্চলের সেতুগুলির উপর নিয়মিত চাপ পড়ে। সময়মতো মেরামতি না হলে পুরো এলাকার যোগাযোগ ব্যবস্থা ব্যাহত হওয়ার আশঙ্কা থাকে। তাই আরও ক্ষয়ক্ষতি ঠেকাতেই এই জরুরি পদক্ষেপ।

দু'টি প্রকল্প মিলিয়ে মোট ব্যয় দাঁড়াচ্ছে প্রায় ৪৬ লক্ষ ৪ হাজার টাকা। কাজগুলি দু'দফার দরপত্র প্রক্রিয়ার মাধ্যমে বাস্তবায়িত হবে, যেখানে আগে কারিগরি যোগ্যতা যাচাই এবং পরে আর্থিক দর খোলা হবে। সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের সরকারি প্রকল্পে পূর্ব অভিজ্ঞতা ও আর্থিক সক্ষমতা থাকা বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। সূত্রের খবর, এই কাজের সঙ্গে যুক্ত অদক্ষ শ্রমিকদের জাতীয় গ্রামীণ কর্মসংস্থান নিশ্চয়তা প্রকল্পের জব কার্ড থাকতে হবে। রাজ্যের লক্ষ্য, জরুরি ভিত্তিতে এই সেতুগুলির মেরামতি শেষ করে সুন্দরবনের নদীঘেরা ও গ্রামীণ এলাকার মানুষের দৈনন্দিন যাতায়াত ও পণ্য পরিবহণে স্বাভাবিকতা ফিরিয়ে আনা।

একদিন আমার শহর

কলকাতা, ১ জানুয়ারি ২০২৬, ১৬ পৌষ ১৪৩২, বৃহস্পতিবার

শর্তসাপেক্ষে মালদার চাঁচলে শুভেন্দুর জনসভার অনুমতি দিল হাইকোর্ট

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: মালদার চাঁচলে বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারীর জনসভা ঘিরে টানটান পরিস্থিতি। শেষমেশ শর্তসাপেক্ষ অনুমতির পথ খুলে দিল কলকাতা হাইকোর্টের অবকাশকালীন বেঞ্চ। বিচারপতি বিশ্বরূপ চৌধুরীর নির্দেশ স্পষ্ট, ভিড়ের লাগাম টানতেই এই সীমারেখা। আদালত জানিয়ে দিল, ৯ হাজারের বেশি সমর্থক ঢুকতে পারবেন না সভাস্থলে; মাইক থাকবে সর্বোচ্চ ৭০টি; আর একটিও বেশি নয়।

জননিরাপত্তা ও শৃঙ্খলার প্রশ্নেই এই শর্ত, যুক্তি আদালতের। মামলাকারীর আইনজীবীর দাবি আরও কড়া সুরে প্রতিধ্বনিত হয়েছে আদালতে; নতুন বছরের সময় এলাকায় ভিড় স্বাভাবিকভাবেই বাড়ে, অত জনসমাগম নিয়ন্ত্রণ কার্যত অসম্ভব। সেই প্রেক্ষিতেই

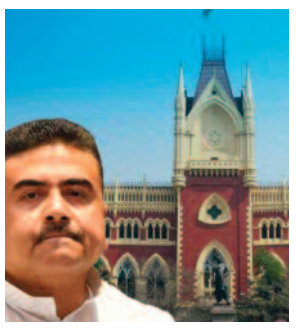

স্থানীয় এসডিপিওর রিপোর্ট আদালতে তুলে ধরে সতর্কবার্তা শোনানো হয়েছে। এই নির্দেশে স্পষ্ট ইঙ্গিত, রাজনৈতিক উত্তাপ বাড়লেও প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের রাশ আদালতের হাতে দৃঢ়। বিরোধী দলনেতার সভা হোক, কিন্তু নিয়ম ভেঙে নয়; এ বার্তাই যেন তুলে দিল আদালত। অনুমতি মিললেও নজরদারির কাঁটা থাকবে সর্বক্ষণ। শুভেন্দুর সভা ঘিরে তাই প্রশ্ন একটাই; সংকুচিত সমাবেশেই কি বাড়বে বার্তার ধার? নাকি সংখ্যার লাগামেই আটকে যাবে রাজনৈতিক প্রদর্শনের জোর? আদালতের নির্দেশ ইতিমধ্যেই স্পষ্ট করে দিয়েছে, আইনই শেষ কথা; বাকিটা এখন মাপবে মাঠের লড়াই। পাশাপাশি আগামী ২ জানুয়ারি কোচবিহারে বিজেপির সভা নিয়েও তৈরি হয় জটিলতা। তা নিয়েও এদিন কলকাতা হাইকোর্টের দ্বারস্থ বিজেপি।

ভাগ চাইতে এসেছো? সম্পত্তি নিয়ে বিবাদে ভাইয়ের হাতে খুন দাদা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পার্কস্ট্রিট: পার্কস্ট্রিটের নিস্তব্ধ সন্ধ্যা রক্তাক্ত হল পারিবারিক বিবাদের জেরে। বছর শেষে ভাইয়ের হাতে প্রাণ খোয়াতে হল দাদাকে। অভিযোগ, সম্পত্তি নিয়ে দানা বাঁধা অশান্তি শেষে শেষপর্যন্ত প্রাণ গেল দাদা নীরজ জয়সওয়ালের। অভিযুক্ত তাঁরই ভাই ধীরজ জয়সওয়াল। পুলিশের হাতে ধৃত ধীরজকে জেরা করে প্রাথমিক অনুমান; বছরের পর বছর জমে থাকা অশান্তিই পরিণত হয়েছে হত্যাকাণ্ডে।

মঙ্গলবার সন্ধ্যায় নীরজ গিয়েছিলেন পার্কস্ট্রিটের বাড়িতে। অসুস্থ ছোট ভাইয়ের খোঁজ নেওয়ার কথা জানালেও, ধীরজের মাথায় তখন অন্য আশঙ্কা। সম্পত্তির ভাগ চাইতেই এসেছে, এমন সন্দেহ ঘনীভূত হতেই শুরু হয় উত্তপ্ত বাদানুবাদ। কথা কাটাকাটি দ্রুত রণে রূপ নেয়। ধাক্কাধাক্কিতে আচমকাই

পড়ে যান নীরজ। ইটের ধারালো প্রান্তে আছড়ে লাগে মাথা। মুহূর্তে রক্তে ভিজে ওঠে উঠোন।

রাতেই তাঁকে নিয়ে যাওয়া হয় এনআরএস হাসপাতালে। দীর্ঘ চিকিৎসার পরও বাঁচানো যায়নি; রাতে মৃত্যু হয় ৫৫ বছরের নীরজের। মৃত্যু-পরবর্তী প্রথম অভিযোগ জানান নিহতের ছেলে। তাঁর কথায়, কাকা ধীরজই বাবাকে মেরেছেন সম্পত্তির লোভে।

অভিযোগের ভিত্তিতে নড়েচড়ে বসে পার্কস্ট্রিট থানার পুলিশ। ধীরজকে আটক করে জিজ্ঞাসাবাদে বসানো হয়। শেষমেশ গ্রেপ্তার। ঘটনার সত্যতা যাচাই করতে ঘটনাস্থলে পৌঁছয় ফরেন্সিক দলও। সংগ্রহ করা হয়েছে একাধিক নমুনা। দেহ পাঠানো হয়েছে ময়নাতদন্তে। তিন ভাইয়ের সংসার, তবু শান্তি নেই;সম্পত্তির ভাগাভাগি নিয়ে দীর্ঘদিনের টানাপড়েনের শেষ অধ্যায় যেন এই মৃত্যু। তদন্তকারীদের স্পষ্ট মন্তব্য, সম্পত্তি-সংক্রান্ত বিরোধই ঘটনার কেন্দ্রে; তারই জেরে ভয়ংকর পরিণতি। এখন পুলিশের নজর ময়নাতদন্তের রিপোর্টে। স্পষ্ট হবে; ধাক্কাধাক্কির আঘাতেই মৃত্যু, নাকি তার চেয়েও গভীর কোনো চক্রান্ত লুকিয়ে আছে এই পরিবারের অন্দরে।

উগ্রপন্থার ডাক ছড়ায় কারা? স্লিপার সেলে চোখ রেখে এগোচ্ছে রাজ্য পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: ঝটিকা অভিযানে নেমেছিল জাতীয় তদন্তকারী সংস্থা (এনআইএ)। জইশ-ই-মহম্মদ,ঘনিষ্ঠ নেটওয়ার্ক ভাঙতে লক্ষ্যভেদ ছিল অসম থেকে গুজরাত, পশ্চিমবঙ্গ থেকে জম্মু-কাশ্মীর পর্যন্ত বিস্তীর্ণ এলাকা। উদ্ধার হয়েছে সংগঠনের প্রচারসামগ্রী; সামনে এসেছে প্রলোভন দেখিয়ে বা মগজধোলাই করে যুবকদের উগ্র পথে টেনে নেওয়ার চেষ্টার তথ্যও। তারপর থেকেই স্বাভাবিক প্রশ্ন; এই চক্রের বিরুদ্ধে রাজ্য পুলিশের প্রস্তুতি ঠিক কোথায়? এসটিএফ-এর এক শীর্ষ আধিকারিক নাম প্রকাশে অনিচ্ছুকভাবে জানিয়েছেন, আমরা নিয়মিত আমাদের কাজ করে চলেছি। বিশেষ কিছু বলার নেই। বেশ কয়েকটি ক্ষেত্রে সাফল্য মিলেছে। নির্দিষ্ট ইনপুট পেলেই তৎক্ষণাৎ অ্যাকশনে যাই। তদন্তকারী সংস্থার অভ্যন্তরীণ সূত্রের বক্তব্য, নিষিদ্ধ জঙ্গি সংগঠনগুলির স্লিপার সেলগুলির নকশা অনেকটাই রাজ্যের বাইরে থেকে নিয়ন্ত্রিত হলেও মাঠপর্যায় কাজকর্ম চালায় স্থানীয় যোগাযোগেরাই। গোপনে বৈঠক, নতুন নিয়োগের চেষ্টা, মতাদর্শ ছড়ানো; সবই চলেছে নীরবে। এমন একাধিক গোপন বৈঠকের খবর ইতিমধ্যেই কানে পৌঁছেছে বলে ইঙ্গিত মিলেছে তদন্ত চ্যানেলে। তবে এই নিয়ে সরকারি ভাবে মুখ খোলেনি রাজ্য পুলিশ।

ভবানী ভবন সূত্রে খবর, রাজ্যে জঙ্গি কার্যকলাপ মোকাবিলায় বিশেষ টাস্ক ফোর্সই প্রধান অস্ত্র। নির্দিষ্ট ইনপুট এলে এনআইএ নিজেদের মতো অভিযান চালায়, এবং সমন্বয়ে এসটিএফও নামেন মাঠে। শুধু শারীরিক তল্লাশি নয়, নজর আছে ভার্চুয়াল দুনিয়াতেও।

তদন্তকারীদের ভাষায়, উস্কানিমূলক মন্তব্য আজ ছড়াচ্ছে সামাজিক মাধ্যমের হাত ধরেই। তাই সেখানেই আমাদের সবচেয়ে তীক্ষ্ণ নজর। কারা নেপথ্যে থেকে উত্তেজনা ছড়াচ্ছে, কারা আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতি নষ্ট করতে চাইছে; চিহ্নিত করা হচ্ছে তাদের। প্রয়োজন হলে ডেকে জিজ্ঞাসাবাদও হচ্ছে। ইতিমধ্যেই কয়েক জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে জঙ্গি-যোগের সন্দেহে, চলছে জেরা।

তবে নিরাপত্তা সংক্রান্ত বিষয় বলে প্রকাশ্যে মুখ খুলতে নারাজ কেউই। স্পষ্ট বার্তা একটাই; অভ্যন্তরীণ নিরাপত্তার প্রশ্নে সব কিছু বলা যায় না, কিন্তু কাজ থেমে নেই।

অমিত শাহকে গো ব্যাক স্লোগান কংগ্রেসের, কটাক্ষ বিরোধী শিবিরে

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: বুধবার 'গো ব্যাক'-এ নিজেদেরই ঢেকে ফেলল কংগ্রেস। কলেজ স্ট্রিটে আগুন জ্বালিয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করল রাজ্য রাজনীতিতে অপ্রাসঙ্গিক হয়ে যাওয়া প্রদেশ কংগ্রেস। কলেজ স্ট্রিটে বুধবার কংগ্রেসের বিক্ষোভ যেন প্রতিবাদের চেয়ে নিজেদের উপস্থিতি প্রমাণ করার মহড়া; এমনই চিত্র চোখে পড়ল পথচারীদের। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ শহরে থাকতেই আমরাও আছি ঘোষণা দিতে চাইল প্রদেশ কংগ্রেস। কোথাও স্লোগান, কোথাও আগুন; সব মিলিয়ে ব্যস্ত রাস্তায় দলীয় উত্তেজনা জিইয়ে রাখার চেষ্টা। অমিত শাহের কনভয় দূর থেকে দেখা যেতেই শুরু হয় চেনা স্লোগান; গো ব্যাক, গো ব্যাক। যেন অনেকদিন ধুলো জমে থাকা প্ল্যাকার্ডগুলোও হঠাৎ আবার আলো দেখল।

রাস্তায় আগুন জ্বালানো, কুশপুতলা পুড়িয়ে প্রতিবাদের অভিনয় সাজানো হলেও পুলিশের ব্যারিকেডের সামনে এসে সবটাই থেমে যায়। কনভয় নিজের গতিতেই এগিয়ে যায় ঠনঠনিয়া কালীবাড়ির দিকে, আর বিক্ষোভ থেকে যায় ব্যারিকেডের এই পাশে; ফোটোর মধ্যে, মাইকের আওয়াজে এবং খবরের শিরোনামে জায়গা পাওয়ার চেষ্টায়। অন্যদিকে অমিত শাহ শান্তভাবে পুজো সেরে দলীয় কর্মসূচিতে মন দেন। তাঁর মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রেখেই বলা যায়; কংগ্রেসের এই বিক্ষোভটুকু যেন মূলত অস্তিত্বের জানান, সমর্থনের খোঁজে হাঁটাহাঁটি বলে রাজনৈতিক মহলের কটাক্ষ।

বছরশেষে আলিপুর চিড়িয়াখানায় পর্যটকদের ঢল। ছবি: অদিতি সাহা

কল্পতরু উৎসব ও নববর্ষে ভক্তের ঢল সামলাতে কড়া ট্র্যাফিক নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুলিশ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আজ নতুন বছরের প্রথম দিনেই মানুষের ঢল নামবে দক্ষিণেশ্বর ও কাশীপুর উদ্যানবাটিতে। প্রতি বছরের মতো এবারও কল্পতরু উৎসবকে ঘিরে লক্ষ লক্ষ ভক্তের সমাগমের আভাস। সেই ভিড়ের চাপ সামাল দিতে ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণে বিশেষ প্রস্তুতি নিয়েছে কলকাতা পুলিশ। আগাম সতর্কবার্তা দিয়ে ট্রাফিক বিভাগ জানিয়েছে, ভক্তদের নিরাপদ যাত্রাই অগ্রাধিকার; ভিড় অনুযায়ী রুট বদল ও নিয়ন্ত্রণ চলবে। ভক্ত সমাগমের কথা মাথায় রেখে শহরের একাধিক গুরুত্বপূর্ণ রাস্তায় যান চলাচলে নিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আজ ভোর ৪টা থেকে রাত ১০টা পর্যন্ত বিটি রোড ও কাশীপুর রোডে পণ্যবাহী গাড়ি ঢোকায় নিষেধাজ্ঞা জারি হয়েছে। পাশাপাশি রবীন্দ্রসরণি, টেগর স্ট্রিট, বেলেঘাটা রোড, বি কে পাল অ্যাভিনিউ, বিটি রোড, দমদম ক্রসিং, কাশীপুর রোড, বিবেকানন্দ রোড, সেন্ট্রাল অ্যাভিনিউ এবং এমজি রোডে পণ্যবাহী গাড়ি চলাচল বন্ধ থাকবে বলে জানানো হয়েছে। তবে জরুরি পরিষেবা-মুখী যান রাখছে ছাড়। পুলিশের ভাষায়, এলপিজি, পেট্রোল- ডিজেল, চিকিৎসা- অক্সিজেন, দুধ, সবজি ও ফলের গাড়ি স্বাভাবিক নিয়মেই চলবে। বর্ষবরণের রাতেও নজরদারিতে থাকবে গোটা শহর। ৩১ ডিসেম্বর বিকেল ৪টা থেকে ১ জানুয়ারি ভোর ৪টা ৩০ মিনিট পর্যন্ত, আবার ১ জানুয়ারি বিকেল ৪টা থেকে ২ জানুয়ারি রাত ১২টা পর্যন্ত এজেসি বসু রোড, চৌরঙ্গী রোড, ক্যাথিড্রাল রোড, গোষ্ঠ পাল সরণি, স্ট্যানলিআরড, মেয়ো রোড, ডাফরিন রোড, এসপ্ল্যানেড চত্বর ও দ্বিতীয় হুগলি সেতু এলাকায় কড়া নজরদারি ও ট্রাফিক নিয়ন্ত্রণ বলবৎ থাকবে। কল্পতরু উৎসবের ভিড়, নববর্ষের উদ্‌যাপন; সব মিলিয়ে পুলিশের স্পষ্ট বার্তা, ভক্তির ভিড় থাকুক, বিশৃঙ্খলা নয়; শহর চলবে নিয়ম মেনে।

বর্ষবরণের রাতে পুলিশি হুঁশিয়ারি, মদ্যপান করলে উৎসব বন্ধ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: কলকাতার রাস্তায় আনন্দ ও উচ্ছ্বাসের ঢেউ বইছে, তবে শহরের আইন শৃঙ্খলা রক্ষায় কলকাতা পুলিশ সজাগ। নতুন বছরের আগমন উপলক্ষে পার্কস্ট্রিট, ভিক্টোরিয়া মেমোরিয়াল, চিড়িয়াখানা থেকে শুরু করে রেস্তোরাঁ ও চার্চ সবখানেই মানুষের ঢল। তবে এই উৎসবের মাঝেও কিছু মানুষ মদ্যপ অবস্থায় গাড়ি চালিয়ে বিপদের সুযোগ সৃষ্টি করছে।

ট্রাফিক পুলিশ জানিয়েছেন, রাতভর ৪৫৭ জনকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে এবং ১,৫৭০টি মামলা দায়ের হয়েছে। এর মধ্যে রয়েছে হেলমেটবিহীন বাইক চালানো, বেপরোয়া গতিতে গাড়ি চালানো এবং মদ্যপ অবস্থায় ড্রাইভিং।

পুলিশ শহরের গুরুত্বপূর্ণ মোড়ে স্থাপন করেছে সারপ্রাইজ চেকিং পয়েন্ট, যেখানে ব্রেথ অ্যানালাইজার ব্যবহার করে মদ্যপ চালকদের চিহ্নিত করা হচ্ছে। ক্লাব ও হোটেল

থেকে বাড়ি ফেরার পথে অনেকেই এই সতর্কতাকে চোখে আঙুল দিয়ে দেখেছেন। পুলিশের বার্তা স্পষ্ট, উৎসব হোক আনন্দঘন, তবে আইন মেনে চলা অপরিহার্য। মদ্যপান করে গাড়ি চালালে আপনার আনন্দঘন রাত লকআপে শেষ হয়ে যেতে পারে।

স্বপ্ন ভাঙা বাংলার লুঠ, বিপর্যয় ও বেকারত্বের দায় শাসকের, বিস্ফোরক শুভেন্দু অধিকারী

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: রাজ্যের অর্থনীতি ও শিল্পোন্নয়ন নিয়ে কড়া আক্রমণে নামলেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী। বুধবার তিনি অভিযোগ তুললেন, দীর্ঘ বামের শাসন থেকে শুরু করে বর্তমান তৃণমূল সরকারের আমল; দু'দলেরই লুঠ ও অব্যবস্থাপনার ফলে বাংলার ছেলে-মেয়েদের ভবিষ্যৎ অন্ধকারে ঠেলে দেওয়া হয়েছে। বিরোধী নেতার তীক্ষ্ণ অভিযোগ, বাংলার সন্তানেরা বিশ্বাসঘাতকতার শিকার। কখনও লালরাজ, কখনও তৃণমূলের আমল, চুরি, দুর্নীতি আর অব্যবস্থাপনাই হয়েছে স্থায়ী নিয়ম। তিনি পরিসংখ্যান তুলে ধরে মন্তব্য করেন, যে বাংলা একসময় দেশের সেরা তিনে ছিল, আজ সেই বাংলা নেমে এসেছে লজ্জাজনক অবস্থানে। মাথাপিছু আয়ে দেশের গড়ের নিচে ১৬ শতাংশেরও বেশি। শিল্প উধাও, কারখানার চিমনি ঠান্ডা, কাজ নেই, স্বপ্ন ভেঙে চুরমার। শুভেন্দুর কটাক্ষ, এ রাজ্যে শুধু স্লোগান আছে, উন্নয়ন নেই। যুবকদের হাতে চাকরি নয়, শুধু প্রতিশ্রুতির কাগজ ধরানো হয়েছে। তিনি স্পষ্ট বার্তা দেন, অনেক হয়েছে, এবার সত্যিকারের পরিবর্তনের সময়। বিজেপি বাংলার শিল্প ফিরিয়ে আনবে, কর্মসংস্থান তৈরি করবে, আর্থিক মর্যাদা ফেরাবে। বাংলার হারানো গৌরব আমরা ফিরিয়ে আনব।

রাজনৈতিক মহলের মতে, বিরোধী নেতার এই বক্তব্য স্পষ্টতই রাজ্যের অর্থনীতি, শিল্প ও কর্মসংস্থানের প্রশ্নে শাসকদলকে কোণঠাসা করার কৌশল। আসন্ন নির্বাচনের আগে এই তীব্র সুর যে আরও চড়বে, তার ইঙ্গিত মিলল শুভেন্দুর বাণীতে।

গঙ্গাসাগরে নিরাপত্তা তৎপরতা, ড্রপ গেটে ট্র্যাফিক লাইট, ভিড় সামলাতে নতুন ব্যারিকেড

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন গঙ্গাসাগর মেলার প্রস্তুতি ত্বরান্বিত করতে প্রশাসন নতুন পদ্ধতি হাতে নিয়েছে। ভিড় নিয়ন্ত্রণে এবার প্রতিটি ড্রপ গেটে ট্রাফিক লাইট বসানোর প্রস্তাব চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছেছে। বিশেষজ্ঞরা বলছেন, একাধিক গেটে এই ব্যবস্থার ফলে রাতের অন্ধকারেও দর্শনার্থীদের চলাচল সহজ হবে এবং পুণ্যার্থীদের আনাগোনা নির্ভরযোগ্যভাবে নিয়ন্ত্রণ করা যাবে।

বঙ্কিম হাজরা, সুন্দরবন উন্নয়নমন্ত্রী ও পুলক রায়, জনস্বাস্থ্য ও কারিগরি মন্ত্রী বৈঠকে বলেন, একসঙ্গে অনেক মানুষ যাতে এক জায়গা দিয়ে প্রবেশ করতে না পারে, সেই লক্ষ্যেই অস্থায়ী বাঁশের ব্যারিকেড গড়ে তোলা হবে। প্রশাসনিক কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলোচনা করে এমন ব্যবস্থা নেওয়া হচ্ছে যাতে হুড়োহুড়ি কমানো যায় এবং নিরাপত্তা নিশ্চিত করা যায়।

এদিকে, মেলায় আগতদের অপ্রয়োজনীয় ঘোরাফেরা নিয়ন্ত্রণ করতে সরকারের পক্ষ থেকে বিশেষ নির্দেশনা জারি করা হয়েছে। কিন্তু কপিল মুনির মূল আশ্রমে পৌঁছনোর সময়ে বারংবার ভিড় হয়, যা এই নতুন পদ্ধতি কিছুটা কমাতে সক্ষম হবে। প্রশাসনের উচ্চপদস্থরা জানিয়েছেন, অভিড় নিয়ন্ত্রণ ও দর্শনার্থীর নিরাপত্তা আমাদের সর্বোচ্চ অগ্রাধিকার। নতুন ট্রাফিক লাইট ও ব্যারিকেড এই মেলার ভিড় নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা।

কেন্দুয়া গার্লস স্কুলে এসআইআর শুনানির ভিড়।

বছরের শেষ দিনই শীতলতম

নিজস্ব প্রতিবেদন: চলতি মরশুমের সমস্ত নজির ছাপিয়ে গেল বছরের শেষ দিনের ঠান্ডা। বুধবার ভোরে কলকাতায় এক ধাক্কায় পারদ নেমে গেল ১১ ডিগ্রিতে! এখনও পর্যন্ত শহরে এটাই এই মরশুমের শীতলতম দিন। এর আগে ২০১৮ সালে, সাত বছর আগে ডিসেম্বরে কলকাতার সর্বনিম্ন তাপমাত্রা নেমেছিল ১০.৬ ডিগ্রিতে। তার আগে ২০১২ সালের ডিসেম্বরে ১০ ডিগ্রির ঘরে নেমেছিল পারদ। অর্থাৎ, গত ১১ বছরে ডিসেম্বরের এটিই দ্বিতীয় শীতলতম দিন।

এর আগে সবচেয়ে কম তাপমাত্রা হয়েছিল মঙ্গলবার। তবে বুধবার তার চেয়েও অনেকটা পারদপতন হয়েছে। গত কয়েক দিনে জাঁকিয়ে শীত পড়েছে শহরে। অনেকেই মনে করতে পারছেন না, শেষ কবে এমন হাড় কাঁপানো ঠান্ডা পড়েছিল। গত বছরের সঙ্গেও চলতি মরশুমের শীতের তুলনা টানা যাচ্ছে না। হাওয়া অফিস জানাচ্ছে, উত্তুরে হাওয়ার পথে এই মুহূর্তে কোনও বাধা নেই। ফলে রাজ্য জুড়ে অবাধে তা প্রবেশ করছে। তার প্রভাবেই শীত বাড়ছে। উত্তরবঙ্গে কুয়াশার পরিস্থিতি আরও ভয়াবহ।

কোচবিহার, জলপাইগুড়ির মতো জায়গায় বিকেলের দিকে কুয়াশার কারণে দৃশ্যমানতা প্রায় শূন্যে নেমে যাচ্ছে। দার্জিলিং, কালিম্পং, আলিপুরদুয়ার, জলপাইগুড়ি, দক্ষিণ দিনাজপুর, কোচবিহার, মালদহ, উত্তর দিনাজপুর, মুর্শিদাবাদ এবং নদিয়ায় বুধবার সকালে ঘন কুয়াশার সতর্কতা জারি করা হয়।

হাওয়া অফিসের পূর্বাভাস বলছে, দক্ষিণবঙ্গে তাপমাত্রা বাড়তে পারে। বুধবারের পর থেকেই পারদ চড়তে পারে দুই থেকে তিন ডিগ্রি। তবে হাড় কাঁপানো ঠান্ডার হাত থেকে তাতে কতটা রেহাই মিলবে, স্পষ্ট নয়। উত্তরবঙ্গে, বিশেষত পাহাড়ি ও উপ হিমালয়ের এলাকাগুলোতে শীত আরও তীব্র। এখানে দিনের সর্বোচ্চ তাপমাত্রা তুলনায় কম, আর রাতে কুয়াশা ও শীতের কম্পন সকালের দৃশ্য ভিন্ন করে দেয়, পাহাড়ি অঞ্চলে নিম্ন প্রধানত ১০ ডিগ্রি সেলসিয়াসের নিচে বা কাছাকাছি থাকতে পারে।

নৈহাটির রাজেন্দ্রপুরে ফাঁকা বাড়ি পেয়ে অবাধে লুঠ চালাল দুষ্কৃতীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, ব্যারাকপুর: ফাঁকা বাড়ি পেয়ে এক গৃহস্থের বাড়িতে অবাধে লুঠ চালাল দুষ্কৃতীরা। শিবদাসপুর থানার নৈহাটির রাজেন্দ্রপুর মৎস্য বাজার এলাকার ঘটনা। অভিযোগ, বুধবার সকালের দিকে বাড়ির পেছনের জানলার রড ও কাঁচ ভেঙে দুষ্কৃতীরা ঘরের ভেতরে ঢুকে লুঠ চালিয়েছে। লুঠ চালিয়ে ঘরের ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি লাগিয়ে দুষ্কৃতীরা চম্পট দিয়েছে। দিনের আলোয় চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত বাসিন্দারা। ঘটনার তদন্তে শিবদাসপুর থানার পুলিশ। গৃহকর্তা পেশায় মাছ ব্যবসায়ী পুলক দেবনাথ জানান, বুধবার সকালে সপরিবারে তারা পাশেই শ্বশুরবাড়িতে গিয়েছিলেন। একঘণ্টা বাদে ফিরে বাড়িতে ফিরে এসে তাঁরা দেখেন দরজা ভেতর থেকে বন্ধ। যদিও বাড়ির পেছন দিকে আগাছার জঙ্গলে ঘেরা। সন্দেহবশত, তাঁর স্ত্রী বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে দেখেন জানলার রড ও কাঁচ ভাঙা। গৃহকর্তার দাবি, নগদ লক্ষাধিক টাকা-সহ দুটি সোনার চেন, একজোড়া কানের এবং চারটে আংটি তাঁদের খোয়া গিয়েছে। গৃহকর্ত্রী কল্যাণী দেবনাথ জানান, দরজার তালা ঝুলিয়ে এদিন সকাল ১০-৩০ মিনিট থেকে ১১-৩০ মিনিট পর্যন্ত তাঁরা পাশেই বাপের বাড়িতে গিয়েছিলেন। এক ঘণ্টা বাদে বাড়িতে ফিরে তাঁরা দেখেন ভেতর থেকে দরজায় ছিটকিনি দেওয়া। অনেক ধাক্কাধাক্কি করার পরও দরজা খোলা সম্ভব হয়নি। তখন তিনি বাড়ির পেছন দিকে গিয়ে দেখেন জানলার রড ভাঙা। খোদ দিনের বেলায় দুঃসাহসিক চুরির ঘটনায় আতঙ্কিত দেবনাথ দম্পতি।

রাজ্যের একাধিক আবাসনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরির প্রস্তুতি শুরু কমিশনের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কলকাতা: আসন্ন ২০২৬ সালের বিধানসভা নির্বাচনে রাজ্যের একাধিক আবাসনে ভোটগ্রহণ কেন্দ্র তৈরির প্রস্তুতি শুরু করল নির্বাচন কমিশন। প্রাথমিক তালিকা অনুযায়ী, রাজ্যে শতাধিক আবাসনের মধ্যেই বুথ তৈরির সম্ভাবনা তৈরি হয়েছে বলে নির্বাচন কমিশন সূত্রে খবর। মঙ্গলবার এই সংক্রান্ত বিষয় নিয়ে রাজ্যের আট জন জেলা নির্বাচনী আধিকারিকের সঙ্গে বৈঠক করেন ডেপুটি নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ ভারতী। বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন রাজ্যের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিক দপ্তরের আধিকারিকরাও। কমিশন সূত্রে জানানো হয়েছে, আবাসনের মধ্যে যে বুথগুলি তৈরি হবে, সেগুলি আকার ও পরিকাঠামোর দিক থেকে অন্যান্য সাধারণ বুথের মতোই হবে। নির্বাচন কমিশনের প্রাথমিক হিসেব অনুযায়ী, এখন পর্যন্ত পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে অন্তত শতাধিক আবাসনে বুথ বসানোর পরিকল্পনা করা হচ্ছে। তবে আগামী এক সপ্তাহের মধ্যেই আবাসনের মধ্যে মোট কতগুলি বুথ তৈরি হবে, তার চূড়ান্ত সংখ্যা নির্ধারিত হয়ে যাবে বলে জানানো হয়েছে।

এ বিষয়ে নির্বাচন কমিশন স্পষ্ট করেছে, রাজনৈতিক দলগুলির আপত্তি থাকতেই পারে। কিন্তু যেখানে ভোটারদের সুবিধার কথা মাথায় রেখে বুথ তৈরি করা প্রয়োজন, সেখানে কমিশনের সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হবে। কমিশন সূত্রের মতে, ভোটারদের যাতায়াতের অসুবিধা কমানো এবং অংশগ্রহণ বাড়াতেই এই উদ্যোগ।

সম্পাদকীয়

মোদী সরকারের কড়া দাওয়াইয়ে গরিব মানুষের পকেট কাটা এবার বন্ধ হবে

আগুপিছু না দেখে মুমূর্ষু রোগীকে পেলে ধরে ভরে দেওয়া হচ্ছে ভেন্টিলেশনে। আর তারপর কয়েকদিন যেতে না যেতেই রোগীর পরিবারের হাতে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে আকাশছোঁয়া বিল। আর সেই বিল দিতেই ঘটিবাটি বিক্রি করতে হচ্ছে নিম্ন মধ্যবিত্ত থেকে গরিব মানুষকে। বেসরকারি স্বাস্থ্য ব্যবস্থায় দেশজুড়ে এখন হাল। এর থেকে সাধারণ মানুষকে মুক্তি দিতে এবার বড়সড় পদক্ষেপ করল কেন্দ্রের মোদি সরকার। এর ফলে হাফ ছেড়ে বাঁচবেন সাধারণ মানুষ। সম্প্রতি এক নির্দেশিকায় বলা হয়েছে, এবার থেকে প্রতিটি হাসপাতালে ভেন্টিলেশনে একই রেট চালু করতে হবে। সেই সঙ্গে রোগীকে ভেন্টিলেশনে ঢোকানোর আগে তার খরচ বিস্তারিত ভাবে রোগীর পরিবারকে জানাতে বাধ্য থাকবে সংশ্লিষ্ট হাসপাতাল। ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিসের তরফে জারি করা ভেন্টিলেটর সংক্রান্ত এই নির্দেশিকা তৈরির আগে একটি কমিটি তৈরি হয়েছিল। কমিটির মাথায় ছিলেন অতিরিক্ত ডিজিএইচএস ডা. সুজাতা চৌধুরী। সমস্ত বিষয়ে খতিয়ে দেখে কমিটি তৈরি করেছে এই নির্দেশিকা। একবার দেখে নেওয়া যাক, কী আছে নির্দেশে? সেখানে বলা হয়েছে, প্রবীণদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। পাল্লা দিয়ে বাড়ছে আইসিইউর চাহিদা। এমতাবস্থায় ভেন্টিলেটর ব্যবহারে নৈতিকতা, স্বচ্ছতা আনতে চায় ডিরেক্টর জেনারেল অফ হেলথ সার্ভিস। দেখা যাচ্ছে, ভেন্টিলেটর নিয়ে রোগীর পরিবারের নানা অভিযোগ থাকে। মূলত, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ না বলেই ভেন্টিলেশনে দিয়ে দিয়েছে। এটা সবচেয়ে বেশি। নির্দেশে বলা হয়েছে, কেন রোগীর ভেন্টিলেশন প্রয়োজন তা রোগীর পরিবারকে স্পষ্ট জানাতে হবে। নিতে হবে লিখিত সম্মতি। আলাদা করে রোগীর পরিবারকে জানাতে হবে ইনভেসিভ ও নন-ইনভেসিভের খরচও। সবমিলিয়ে ভেন্টিলেটরকে হাতিয়ার করে আম জনতার দেদার পকেট কাটা বন্ধ করা হবে। দেশের গরিব মানুষকে চিকিৎসা পরিষেবা দিতে বদ্ধপরিকর মোদি সরকারের এই পদক্ষেপকে স্বাগত জানাচ্ছে সবমহলই।

শব্দছক ৩০

রবি দাস

১	২		■	৩	■	৪	■
■		■	৫		৬		৭
৮				■		■	
■		■	৯		■	১০	■
১১	■	১২		■	১৩		১৪
১৫			■	১৬		■	
	■	১৭			■	১৮	
■	১৯		■	২০			■

পাশাপাশি: ১. অন্য ৫. সম্মানহানি ৮. রসের ভাজা মিষ্টি ৯. রুধির ১২. নিজস্বতা ১৩. তানপুরা ১৫. বিবাদ ১৬. ওজনদার ১৭. হাড়বিনা ঝলসানো মাংস ১৮. মৃত ১৯. হাতি ২০. জলজাহাজ চালক

ওপর-নিচ: ২. পুষ্প-চন্দনের সুগন্ধ ৩. রাজা ৪. ক্ষীণদৃষ্টিসম্পন্না ৫. অমর হবার কৌশল ৬. পুষ্পহার ৭. বৃক্ষ ১০. শঙ্খ ১১. শিবপুজার ফুল ১২. কাজে সাহায্যকারী ১৩. নৌকা ১৪. রাগভাবসম্বলিত ১৬. মনন ১৮. ন্যায্য অধিকার

সমাধান ২৯ — পাশাপাশি: ১. অনন্ত ৩. অভিধান ৫. মুলতুবি ৬. বক্র উক্তি ৮. শতশত ১০. দেশবন্দনা ১২. কালীসাধক ১৫. বড় কাকা ১৭. মধুকর১৯. সদাশয় ২১. মহাদর্প ৩৩. নমস্য

ওপর-নিচ : ১. অর্ণব ২. দোল ৩. অবিনাশ ৪. নবজাত ৫. মুক্তিছন্দ ৭. ক্রমশ ৯. তমসা ১১. বলাকা ১৩. লীলাময় ১৪. ধনুক ১৫. বদনাম ১৬. কালসর্প ১৮. রহস্য ২০. শখ

আজকের দিন

- **১৯০১** — অস্ট্রেলিয়ার কমনওয়েলথ প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **১৯১২** — চীন প্রজাতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়।
- **১৯৫৯** — ফিদেল কাস্ত্রোর বিপ্লব কিউবায় বাতিস্তাকে উৎখাত করে।
- **১৯৯৫** — বিশ্ব বাণিজ্য সংস্থা (WTO) কার্যক্রম শুরু করে।

জন্মদিন

- **১৮৯৪** *পদার্থবিজ্ঞানী সত্যেন্দ্রনাথ বসুর জন্মদিন।*
- **১৯৫১** *চলচ্চিত্রাভিনেতা নানা পাটেকারের জন্মদিন।*
- **১৯৭১** *রাজনীতিবিদ জ্যোতিরাদিত্য সিন্ধিয়ার জন্মদিন।*

সত্যেন্দ্রনাথ বসু

সকলের জীবনে ‘হ্যাপি নিউ ইয়ার’ আসে না !

স্বপনকুমার মণ্ডল

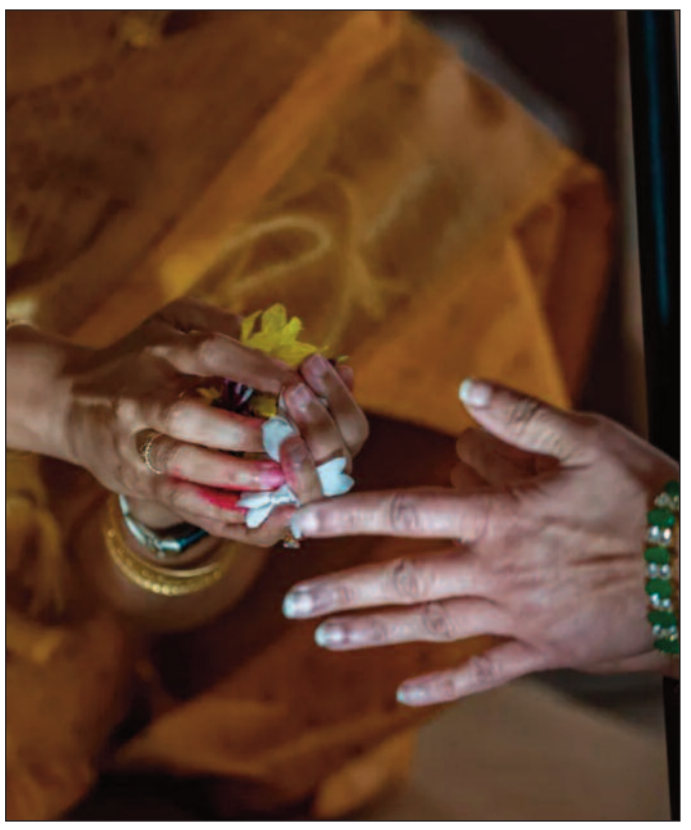

বহুমুখী ক্ষুধায় তাড়িত জীবনে চৈতন্যে মোড় ফেরার ব্রত অজান্তেই ভোগে মত্ত পৃথিবীতে সক্রিয় হতে পারে না। ভোগ জীবনকে শুধু স্বার্থপরতায় বশীভূত রাখে না,চেতনাকেও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। তাতে চৈতন্যের জাগরণ ব্যাহত হয়, সাধনার পথও রুদ্ধ হয়ে যায়। এজন্য সেই মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতেই দিনের পরে দিন চলে যায়,মাসের পরে মাস, বছরের পর বছর। কখনও যদি বছরের মাঝে বা শেষে চৈতন্যোদয় হয়,তখনও তা নতুন বছরে শুরু করার ভাবনা গড়িয়ে চলে। হ্যাপি’র বিজ্ঞাপনী মোড়কে নিউ ইয়ার আসে যায়, সুকুমার রায়ের খুড়োর কলে নতুন জীবনের দূরত্ব বজায় থাকে। সময় এগিয়ে চলে, নববর্ষ প্রাচীনত্ব লাভ করে ইতিহাসে আশ্রয় নেয়। সেখানে আনহ্যাপির প্রাচুর্য, অশুভের আধিক্য।

অভ্যাসে আনন্দ বেশিক্ষণ থাকে না। পেতে না-পেতেই তার উষ্ণতা শীতল হয়ে পড়ে। অচিরেই তা শুকনো ফুলের মতো মন থেকে ঝরে যায় । এজন্য অভ্যাসে একঘেয়েমি আসে,জীবনকেও ভারী করে তোলে। তখনই নতুন কিছু পাওয়ার জন্য মন আনচান করে । সেই নতুনের পরশে তার উতলা অস্থিরতা আজীবন সচল সরব। অজানা খনির পরশ মনির খোঁজে তার অবিরত অবারিত পথচলা। এই নতুনের অভিসারেই থাকে নতুন জীবনের হাতছানি । সেখানে শুধু নতুন কিছু পাওয়াই যথেষ্ট নয়,নতুন করে পাওয়াও জরুরি মনে হয় । চির নতুনের পূজারি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর তো হারিয়েও নতুনের সন্ধানের কথা বলেছেন। তাঁর সেই অমোঘ উচ্চারণ, ‘তোমায় নতুন করেই পাব বলে হারাই ক্ষণে ক্ষণে’। এজন্য পথচলাতেই আনন্দ । সেখানে পুরনো হওয়ার অবকাশ থাকে না,অভ্যাসের একঘেয়েমি আসে না। সেই চলার মধ্যেই জীবনকে নতুন করে পাওয়ার উত্তেজনা জেগে ওঠে, নতুনের আবাহনে নতুন জীবনের হাতছানি আন্তরিকতা লাভ করে । নব নব রূপে তার আমন্ত্রণ, নিত্য নব ভাবে তার আয়োজন । সেখানে সময়কে নতুন করে পাওয়ার চেতনায় আপনাতেই শুভ সূচনাবোধে মুদ্রাদোষকেই বরণ করে চলার বাতিক ভর করে, অনিশ্চয়তাকেই সুনিশ্চিত ভাবার আড়ম্বর স্ববাকমূর্তি নিবিড় হয়ে ওঠে । নিউ ইয়ার হয়ে যায় হ্যাপি নিউ ইয়ার, নববর্ষও শুভ নববর্ষ । অথচ সেখানে কেউ হ্যাপি-আনহ্যাপির হিসেব করে না, শুভ-অশুভের বিচারে যায় না। মনের প্রত্যাশাকে রঙিন করে তোলে মাত্র। আর তাতেই প্রাপ্তি ও প্রত্যাশার ফাঁকে অভ্যাসের জীবন কখন যে এগিয়ে চলে আরেকটি নতুন বছরের দিকে,তা বোঝার উপায় থাকে না। বরং নতুন করে জীবন শুরু করার প্রত্যাশায় নতুন বছরের অভ্যাসে অবসাদ নিবিড় হয়ে আসতেই সেই বছরের মাঝেই আগামী নতুন বছরের হাতছানি জেগে ওঠে । সেক্ষেত্রে নতুন করে নিজেকে বিস্তারের সূচনাতেই হ্যাপি নিউ ইয়ারের বা শুভ নববর্ষের আয়োজন আন্তরিক হয়ে ওঠে । ‘হ্যাপি’র মুদ্রাদোষে নিউ ইয়ারের ঘটা অজান্তেই নিঃস্ব হয়ে পড়ে, বার্থডের মুদ্রাদোষেও একাকার মনে হয় । সেখানে নিউ ইয়ারকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে মানিয়ে নেওয়া যায়, মেনে নেওয়াও চলে,মনে নেওয়া দুরূহ।

আসলে জীবনের অস্তিত্বেই অতৃপ্তির সীমাহীন বিস্তার, চাহিদার অনন্ত আকাশ। জীবন যত এগিয়ে চলে, তত তার অতৃপ্তি বেড়ে যায়, ততই তার অচেনা-অজানার নিত্যনতুনের প্রতি দুর্বার আকর্ষণ জেগে ওঠে। নিজেকে ছাড়িয়ে যাওয়ার সদিচ্ছা যত তীব্র হয়,ততই মনের চলনে নতুনের বিস্তার হাতছানি দিয়ে চলে। সেখানে জীবনে মোড় ফেরার মধ্যেই নতুনের অভিনব রূপে কেউ সাফল্য খোঁজে, কেউ নতুন জীবন মনে করে । ক্যালেন্ডারের দিন শেষ হয়ে যায়, তবুও বেশির ভাগ ক্ষেত্রেই সেই জীবনের মোড় ফেরানো সম্ভব হয় না। নিউ ইয়ারের হ্যাপি’র আনন্দ ঝাড়বাতির আলোর মতোই নিভে যায়, জীবনের বাড়িঘরকে আলোকিত করতে পারে না। সেক্ষেত্রে অভাবই স্বভাবি মনকে শুধু নিয়ন্ত্রণ করে না, ভুলিয়ে রাখতেও তার জুড়ি নেই । ২৫ ডিসেম্বর বড়দিনে সান্তাক্লজের উপহার প্রদান থেকে ১জানুয়ারি কল্পতরুর মনোবাঞ্ছা পূরণের মধ্যেও সেই একই চেতনার বিস্তার । আধুনিক ভোগী জীবনে সবকিছুকে বস্তুনিষ্ঠ ভাবে দেখতে গিয়ে কেরিয়ারসর্বস্ব জীবনে শুধুই মাইনে, বেতন, উপরি পাওনা, উপরি আয়, বোনাস, ঘুষ, বাড়তি আয়, উপহার প্রভৃতির মধ্যে লাভ-লোকসানের হিসেবে বিপর্যস্ত মানুষই রূপকথাকে আঁকড়ে আনন্দ পেতে চায়,কল্পনার লাগাম টেনেও স্বপ্ন দেখে । আসলে ভোগ্য বস্তু বা তার উপকরণে কিংবা আনন্দের সামগ্রীতে আনন্দ মেলে না,তা একান্তই মনের বিষয়াশয়। সেই মনেই রূপকথার বসতি ।

বিজ্ঞানের আগ্রাসী অগ্রগতিতে আধুনিক ভোগীবিশ্বে অভ্যাসের মুদ্রাদোষে পীড়িত জীবন, মনও তার কেনা গোলামের মতো দাসত্ব করে। সেখানে প্রেম-ভালবাসা, আদর-স্নেহ, শ্রদ্ধা-সম্মান সবই প্রায় দুর্লভ । অনেক ক্ষেত্রেই তা যান্ত্রিক ও কৃত্রিম এবং লোকদেখানো প্রদর্শনী । সেসবই পণ্যায়িত বিশ্বে বিপণনের কাজেও সামিল হয়েছে। সেক্ষেত্রে ঘুষ রঙ বদলে উপহার হয়ে ওঠে, বাড়তি ইনকামে তা আভিজাত্য লাভ করে। অনিচ্ছায় দিলেও অনুদানকে দান মনে করতে হয় । শান্তি কেনার জন্য যে মস্তানি ট্যাক্স বা টাকা দেওয়া হয়,তাও চাঁদা নাম ধারণ করে। তাতে কারও মনে আন্তরিক উপহারে শৈশবের বিস্ময়কর আনন্দ জাগে না, দানের সৌরভ ছড়িয়ে পড়ে না, প্রতিবেশীর সম্পর্কে উষ্ণতাও অধরা মাধুরী মনে হয় । সেখানে ক্যালেন্ডারের পাতায় ছকবন্দি দিনগুলো রাতে মিলিয়ে যায়,অন্যমনে আঁধার কেটে আলোর পথে রূপকথা জেগে থাকে । নতুন ভোর বা সোনালি সকালের হাতছানিতে বছরটি যখন পুরনো হয়ে ঝরে পড়ে,সেই রূপকথাই তখন নতুন জীবনের স্বপ্ন ফেরি করে। সান্তাক্লজের শিশুদের উপহারে অবিশ্বাস জাগে না, রোমাঞ্চিত করে রূপকথায়। শ্রীরামকৃষ্ণের কল্পতরু রূপ কল্পনাকে উপেক্ষা করেই সগৌরবে ঐশ্বরিক অনুভূতি সঞ্চার করে। ভোগী মানুষের ক্ষুধা তৃষ্ণা যত বাস্তবমুখী হয়,ততই প্রশান্তির অভাব তীব্র হয়ে ওঠে । বৈধ পথে অর্জনের চেয়ে অবৈধ ভাবে উপার্জনে অর্থের প্রাচুর্য যত বাড়তে থাকে,ততই আনন্দের অভাব ঘটে,শান্তি বিঘ্নিত হয় । অভ্যাসের জীবনে তখন একদিকে ভালবাসার সামান্য উপহারে রূপকথার বরপ্রাপ্তির আনন্দ বয়ে আনে, অন্যদিকে আগ্রাসী ক্ষুধার ইচ্ছে পূরণে কল্পবৃক্ষের ফলের প্রত্যাশা জেগে ওঠে। সেখানে ভোগের লালসায় লোকের আত্মজ্ঞান হারিয়ে যায় । ভোগবিলাসে জীবনের সার্থকতা খুঁজতে গিয়ে লোকের চৈতন্যের আনন্দই নিঃস্ব হয়ে পড়ে। কাশীপুরের উদ্যানবাটীতে(১৮৮৬-র ১জানুয়ারি) শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংস সেই চৈতন্যের জাগরণকেই তাঁর আশীর্বাণীতে মূর্ত করে তুলেছেন, ‘তোমাদের চৈতন্য হোক’। সেই আত্মসচেতনতার মধ্যেই প্রকৃত আনন্দের হাতছানি নিবিড় হয়ে ওঠে । আর তাতেই মেলে ‘হ্যাপি’ হওয়ার চাবিকাঠি । সেই চাবিকাঠির প্রত্যাশায় নিউ ইয়ারকে হ্যাপি নিউ ইয়ার বলে বিভূষিত করার মধ্যেই আমাদের সাধ ও স্বপ্ন নতুন করে রাঙিয়ে নেওয়ার অবকাশ পায়। অথচ তা অজান্তেই মুদ্রাদোষের শিকার হয়ে ওঠে ।

বহুমুখী ক্ষুধায় তাড়িত জীবনে চৈতন্যে মোড় ফেরার ব্রত অজান্তেই ভোগে মত্ত পৃথিবীতে সক্রিয় হতে পারে না। ভোগ জীবনকে শুধু স্বার্থপরতায় বশীভূত রাখে না, চেতনাকেও মোহাচ্ছন্ন করে তোলে। তাতে চৈতন্যের জাগরণ ব্যাহত হয়, সাধনার পথও রুদ্ধ হয়ে যায় । এজন্য সেই মোহাচ্ছন্নতা কাটিয়ে উঠতেই দিনের পরে দিন চলে যায়,মাসের পরে মাস,বছরের পর বছর। কখনও যদি বছরের মাঝে বা শেষে চৈতন্যোদয় হয়,তখনও তা নতুন বছরে শুরু করার ভাবনা গড়িয়ে চলে। হ্যাপি’র বিজ্ঞাপনী মোড়কে নিউ ইয়ার আসে যায়, সুকুমার রায়ের খুড়োর কলে নতুন জীবনের দূরত্ব বজায় থাকে। সময় এগিয়ে চলে, নববর্ষ প্রাচীনত্ব লাভ করে ইতিহাসে আশ্রয় নেয় । সেখানে আনহ্যাপির প্রাচুর্য, অশুভের আধিক্য । সভ্যতাগর্বী আধুনিকতা ইচ্ছেমতো নিজেকে আলোর রোশনাইয়ে রাঙাতে পারে, ভোগবিলাসে মত্ত করতে পারে, কিন্তু মানুষের মন ও মননবিশ্বের নতুন জীবনের চাবিকাঠিটি এখনও আবিষ্কার করতে পারেনি। বিশ্বায়নের যুগে ঘরে-বাইরের দূরত্ব মুছে ফেলায় সকলেই আজ বিশ্ববাসী। সেক্ষেত্রে নিজের ঘরই সেখানে পর হয়ে উঠেছে । বিশ্ববাসী হয়ে সকলেই কমবেশি আজ মানসিকভাবে উদ্বাস্তু হয়ে উঠেছে । সেখানে মনের ঘরে নিঃসঙ্গ, একাকী জীবন আরও আত্মসংকটে। এজন্য হোটেলে গিয়েও লোকে মায়ের হাতে রান্না খোঁজে বা ঘরোয়া রান্নার বিজ্ঞাপন দেখে। বর্ষবরণে ঘর থেকে বাইরে এসে আনন্দযাপনের নামে হৈহুল্লোর উন্মাদনার মধ্যে হ্যাপি হ্যাপি ভাবের বিজ্ঞাপন অচিরেই সরে যায়, অতৃপ্ত অসুখী সেই উদ্বাস্তু জীবন জেগে ওঠে।

লেখক: প্রফেসর, বাংলা বিভাগ, সিধো-কানহো-বীরসা বিশ্ববিদ্যালয়

তোমাদের চৈতন্য হউক আশা, প্রার্থনা আর মানবপ্রেমে মোড়া কাশীপুর উদ্যানবাটীর ঐতিহ্যপূর্ণ কল্পতরু উৎসব

অদিতি কর্মকার

বাংলার ধর্মীয় ও সাংস্কৃতিক জীবনে জানুয়ারি মাস এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। এই সময়েই পালিত হয় উদ্যানবাটী ও কল্পতরু উৎসব;যা শুধু একটি ধর্মীয় অনুষ্ঠান নয়, বরং বিশ্বাস, মানবিকতা ও সমন্বয়ের এক গভীর ঐতিহ্য। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের স্মৃতি, ভাবধারা ও দর্শনকে কেন্দ্র করে এই উৎসব আজও অসংখ্য মানুষের জীবনে আলোর দিশা দেখায়।

উদ্যানবাটী, দক্ষিণেশ্বর মন্দির সংলগ্ন সেই পবিত্র স্থান, যেখানে একসময় বসবাস করতেন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব। এই উদ্যানবাটীই কল্পতরু উৎসবের প্রধান কেন্দ্র। প্রতি বছর পয়লা জানুয়ারি এখানে ভিড় জমান হাজার হাজার ভক্ত, সাধক, সন্ন্যাসী ও সাধারণ মানুষ। তাদের বিশ্বাস;এই দিনটি বিশেষ আশীর্বাদের দিন, যেদিন শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব কল্পতরুর মতো সকলের মনোবাসনা পূরণ করেছিলেন।

কল্পতরু উৎসবের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট গভীর ও তাৎপর্যপূর্ণ। ১৮৮৬ সালের ১ জানুয়ারি, অসুস্থ শরীরে উদ্যানবাটীতে অবস্থানকালে শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেব তাঁর শিষ্য ও ভক্তদের প্রতি এক অভূতপূর্ব করুণা প্রকাশ করেন। সে দিন তিনি জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে সকলকে আশীর্বাদ করেন। তাঁর সেই মানবিক ও উদার আচরণই কল্পতরু দিবস হিসেবে পরিচিতি পায়। ভক্তদের বিশ্বাস, এই দিন আত্মশুদ্ধি ও আত্মোন্নতির পথে অগ্রসর হওয়ার এক বিরল সুযোগ এনে দেয়।

উদ্যানবাটী উৎসবের দিন ভোর থেকেই এলাকায় ভক্তদের ঢল নামে। শঙ্খধ্বনি, কীর্তন, ভজন আর গীতার সুরে মুখরিত হয়ে ওঠে চারপাশ। কেউ ধ্যানমগ্ন, কেউ প্রার্থনায় নিমগ্ন। শান্ত পরিবেশের মধ্যেই অনুভূত হয় এক গভীর আধ্যাত্মিক আবেশ। ভক্তরা শ্রীরামকৃষ্ণের ছবিতে ফুল অর্পণ করেন, প্রদীপ জ্বালান এবং তাঁর বাণী পাঠ করেন। এই উৎসবের অন্যতম আকর্ষণ হলো সারাদিনব্যাপী ধর্মীয় আলোচনা ও ভাবসংগীত। বিভিন্ন আশ্রম ও মঠের সন্ন্যাসীরা শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন ও দর্শন নিয়ে বক্তব্য রাখেন। তাঁর মূল শিক্ষা;‘যত মত, তত পথ’; আজকের সমাজে আরও প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। ধর্মীয় সহনশীলতা, মানবপ্রেম ও আত্মোপলব্ধির কথা বারবার উঠে আসে আলোচনায়।

কল্পতরু উৎসবের একটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হলো সামাজিক সম্প্রীতি। এখানে কেবল কোনও একটি সম্প্রদায়ের মানুষ নয়, বিভিন্ন ধর্ম ও মতের মানুষ সমবেত হন। কেউ আসেন বিশ্বাস থেকে, কেউ আসেন কৌতূহল থেকে, আবার কেউ আসেন মানসিক শান্তির খোঁজে। এই মিলনমেলাই উৎসবের প্রকৃত সৌন্দর্য। উদ্যানবাটীর পরিবেশে সেই দিন কোনও বিভেদ থাকে না;থাকে শুধু মানুষে মানুষে সংযোগ।উৎসব উপলক্ষে স্বেচ্ছাসেবকদের ভূমিকা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। ভিড় সামলানো, প্রসাদ বিতরণ, পানীয় জল ও চিকিৎসা পরিষেবা;সবকিছুই সুশৃঙ্খলভাবে পরিচালিত হয়। বহু তরুণ স্বেচ্ছাসেবক স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই কাজে যুক্ত হন। এটি কেবল ধর্মীয় কর্তব্য নয়, বরং মানবসেবার এক বাস্তব রূপ। শ্রীরামকৃষ্ণের দর্শনের সঙ্গে এই সেবাভাবনাই সবচেয়ে বেশি সামঞ্জস্যপূর্ণ।

প্রসাদের ব্যবস্থাও এই উৎসবের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। সাধারণ, নিরামিষ ও পবিত্র খাবার;যা ভক্তরা পরম তৃপ্তি নিয়ে গ্রহণ করেন। প্রসাদ গ্রহণের মধ্যেও ভক্তরা এক ধরনের সাম্যবোধ অনুভব করেন। ধনী-দরিদ্র, পরিচিত-অপরিচিত;সবাই একই সারিতে বসে প্রসাদ গ্রহণ করেন। এখানেই কল্পতরু উৎসবের সামাজিক তাৎপর্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

আধুনিক সময়ে দাঁড়িয়ে উদ্যানবাটী ও কল্পতরু উৎসব নতুন মাত্রাও পেয়েছে। প্রযুক্তির সাহায্যে এই উৎসব এখন বিশ্বব্যাপী পৌঁছে যায়। অনলাইন সম্প্রচার, সামাজিক মাধ্যমে ছবি ও ভিডিওর মাধ্যমে বহু মানুষ দূর থেকেও এই উৎসবে অংশ নেন। তবে প্রযুক্তির ছোঁয়া এলেও উৎসবের মূল সুর;আধ্যাত্মিকতা ও মানবিকতা;অটুট থাকে।

সমসাময়িক সমাজে যখন হিংসা, বিভেদ ও অসহিষ্ণুতার ঘটনা বাড়ছে, তখন উদ্যানবাটী ও কল্পতরু উৎসব এক বিকল্প মূল্যবোধের কথা বলে। শ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জীবন আমাদের শেখায়;ধর্ম মানে কেবল আচার নয়, বরং মানুষের প্রতি ভালোবাসা। এই উৎসব সেই শিক্ষাকেই নতুন করে স্মরণ করিয়ে দেয়।

উদ্যানবাটীর শান্ত পরিবেশে দাঁড়িয়ে অনেক ভক্তই বলেন, কল্পতরু উৎসব তাদের জীবনে নতুন করে ভাবতে শেখায়। কেউ জীবনের ক্লান্তি ঝেড়ে ফেলে নতুন শক্তি নিয়ে ফেরেন, কেউ মানসিক শান্তি খুঁজে পান। এই অর্থে কল্পতরু কোনও অলৌকিক বৃক্ষ নয়, বরং আত্মবিশ্বাস ও মানবিকতার প্রতীক।

উদ্যানবাটী ও কল্পতরু উৎসব তাই শুধুই একটি ধর্মীয় আচার নয়। এটি এক সাংস্কৃতিক উত্তরাধিকার, যা প্রজন্মের পর প্রজন্ম ধরে মানুষকে মানবিক ও সহনশীল হতে শেখায়। উৎসবের দিন শেষ হয়ে গেলেও তার রেশ থেকে যায় মানুষের মনে। শ্রীরামকৃষ্ণের বাণী যেন নীরবে বলে; মানুষের মধ্যেই ঈশ্বর, আর মানুষকে ভালোবাসাই প্রকৃত সাধনা। এই উপলব্ধিই উদ্যানবাটী ও কল্পতরু উৎসবের সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি।

চর্চাসর ৩৭

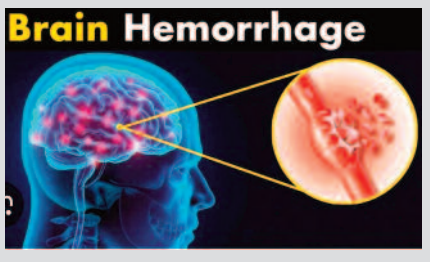

গ্রিক haima কথার মানে রক্ত, আর rhēgnunai মানে ফেটে যাওয়া। দুয়ে মিলে হল haimorrhagia। ল্যাটিন আর ইংরেজিতে এল y। সপ্তদশ শতকের শেষে বানানটা বদলে হল hemorrhage।

— কলমবীর

লেখা পাঠান

সময়োপযোগী উত্তর সম্পাদকীয় লেখা পাঠান। যে কোনও বিষয়ে আপনার মতামত বা অভিযোগ জানিয়ে পাঠান চিঠিপত্র। অবশ্যই Unicode-এ টাইপ করে পাঠাতে হবে।

email : dailyekdin1@gmail.com

মিলল না প্রশাসনিক অনুমতি

বিদবিহার পঞ্চায়েত ও মেলা কমিটির উদ্যোগে শুরু অস্থায়ী সেতু নির্মাণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: প্রতিবছরের মত এবছরও মকর সংক্রান্তি উপলক্ষ্যে বীরভূমের জয়দেবে শুরু হবে কেন্দুলী মেলা। বহু প্রাচীন কাল থেকে এই মেলায় লক্ষ লক্ষ পুণ্যার্থীর ভিড় জমান। এ বছরও বীরভূম জেলার অজয় নদের তীরে বসবে মেলা। সেই মেলায় পশ্চিম বর্ধমান জেলার থেকেও বহু পুণ্যার্থী ভিড় জমাবেন। এতদিন অজয় নদের ওপর দিয়ে অস্থায়ী সেতু দিয়েই মকর স্নান সেরে মেলায় যেতেন পুণ্যার্থীরা। প্রতিবছর বর্ষার সময় অজয় নদের জলে সেতু ভেসে যেত তাই অস্থায়ী সেতু। ফের সেই সেতু টেন্ডার ডেকে বীরভূম জেলা প্রশাসন নির্মাণ করার উদ্যোগ নিত। বারবার বালি মাটি দিয়ে তৈরি অস্থায়ী সেতু অজয় নদের জলের তোড়ে ভেসে যাওয়ার জন্য সমস্যায় পড়তে হত দুই জেলার মানুষদের। যার কারণে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় উদ্যোগ নিয়ে দুই জেলার মানুষের সুবিধার জন্য স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ করে দিয়েছেন। সেই ব্রিজ দিয়ে যাতায়াত শুরু হয়ে গিয়েছে। চলছে বাস লরি সহ বহু যানবাহন। স্থায়ী ব্রিজ নির্মাণ হওয়ার ফলে দুর্গাপুর শহর থেকে অল্প সময়ের মধ্যে বীরভূম জেলায় পৌঁছে যাচ্ছেন যাত্রীরা। তবে মকর স্নান সেরে পশ্চিম বর্ধমান জেলার মানুষদের জয়দেবের কেন্দুলী মেলায় পৌঁছতে প্রায় তিন থেকে চার কিলোমিটার রাস্তা অতিক্রম করে পৌঁছতে হবে। যার কারণেই অস্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবী জানান পশ্চিম বর্ধমান জেলার কাঁকসা ব্লকের বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের অন্তর্গত শিবপুর এলাকার বাসিন্দারা। তারা জানান, স্থায়ী সেতু দিয়ে মেলায় পৌঁছতে গেলে দীর্ঘ পথ অতিক্রম করতে হবে। তার জায়গায় প্রশাসন যদি অস্থায়ী সেতু নির্মাণ করে দেয়। তাহলে পুর্ণার্থীরা মকর স্নান সেরে সহজেই মেলায় পৌঁছতে পারবেন। অস্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবি নিয়ে আন্দোলনে নামে স্থানীয় বাসিন্দারা। এরপরেই প্রশাসনের পক্ষ থেকে একটি দল অজয় নদের উপর ভেসে যাওয়া অস্থায়ী সেতু পরিদর্শন করেন। পরে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের জন্য কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সভা কক্ষে প্রশাসনিক আধিকারিকদের নিয়ে বৈঠক করেন রাজ্যের পঞ্চায়েত ও গ্রাম উন্নয়ন দপ্তরের মন্ত্রী প্রদীপ মজুমদার। প্রশাসনিক জট কাটাতে বৈঠক করা হলেও এই বিষয়ে কোনো রকম সমাধান সূত্র বের হয়নি। অন্যদিকে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের দাবিতে রাস্তা অবরোধ করে আন্দোলনে নামে বিজেপি কর্মী সমর্থকরা। অন্যদিকে বীরভূম জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকেও অস্থায়ী ব্রিক নির্মাণের বিষয়ে কোনো রকম উদ্যোগ না নেওয়ায়। শেষমেষ স্থানীয়রাই উদ্যোগ নিয়ে বালি মাটি দিয়ে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করে। বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েতের সদস্য স্বপন সূত্রধর জানিয়েছেন, রাজ্য সরকার সব সময় মানুষের পাশে রয়েছে, তারই উদাহরণ অস্থায়ী সেতু নির্মাণ কাজ শুরু হওয়া। তার কথায় প্রশাসনের উদ্যোগেই অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হয়েছে। যদিও কাঁকসা ব্লকের তৃণমূলের ব্লক সভাপতি তথা কাঁকসা পঞ্চায়েত সমিতির সদস্য নব কুমার সামন্ত জানিয়েছেন, প্রশাসনিকভাবে কোনরকম অনুমতি পাওয়া যায়নি। যার জন্য কোনও টেন্ডার করা হয়নি। যেহেতু এলাকার মানুষের একটা আবেগ রয়েছে মেলোকে ঘিরে। তাই স্থানীয় মানুষরা এবং যারা মেলা কমিটির সদস্যরা রয়েছেন তারাই উদ্যোগ নিয়ে অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু করেছেন পুণ্যার্থীদের সুবিধার জন্য এবং তাদের সাহায্য করছে বিদবিহার গ্রাম পঞ্চায়েত। অস্থায়ী সেতু যেভাবেই নির্মাণ হোক না কেন। সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হতেই খুশি এলাকার মানুষ। তাঁরা জানিয়েছেন, মেলার জন্য অস্থায়ী সেতুটি তাদের খুব প্রয়োজন ছিল। বহু মানুষ আছেন যারা অজয় নদে স্নান সেরে অস্থায়ী সেতু দিয়ে জয়দেবের কেন্দুলী মেলায় যান। স্থায়ী সেতু দিয়ে তাদের যেতে গেলে যে সময় খরচ হতো তার থেকেও কম সময়ে তারা মেলায় প্রবেশ করতে পারবেন। ফলে হয়রানি অনেকটাই কমবে। তবে আগামী বছর পুনরায় সেই অস্থায়ী সেতু নির্মাণ হবে কিনা সেই বিষয় নিয়ে প্রশাসনিকভাবে কোনও উত্তর পাওয়া যায় নি। তবে এদিন অস্থায়ী সেতু নির্মাণের কাজ শুরু হতেই ঘটনাস্থলে যান গলসির বিধায়ক নেপাল ঘড়ুই ও কাঁকসা পঞ্চায়েতের বন ও ভূমি কর্মাধ্যক্ষ পিরু খান। তাঁরা এদিন অস্থায়ী সেতু নির্মাণ কাজ খতিয়ে দেখেন।

মুখ্যমন্ত্রীর মঞ্চে জায়গা না পেয়ে ক্ষোভ উগরে দিলেন তৃণমূলের এসটি সেলের জেলা সভাপতি

নিজস্ব প্রতিবেদন, বাঁকুড়া: জেলায় মুখ্যমন্ত্রীর দলীয় সভা। সেই সভায় তৃণমূলের বিভিন্ন শাখা সংগঠনের নেতৃত্বে ঠাঁই পেলেও জায়গা পেলেন না দলের এসটি সেলের বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলা সভাপতি অমিয় কিস্কু। আর তারপরই এই বঞ্চনা নিয়ে সামাজিকমাধ্যমে রীতিমতো ক্ষোভ প্রকাশ করে আয়োজক দলের নেতৃত্বের প্রতি নিজের ক্ষোভ উগরে দিলেন তিনি। এই ঘটনায় রীতিমতো অস্বস্তিতে পড়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃনমূলের জেলা নেতারা। কটাক্ষ করার এমন সুযোগ হাতছাড়া করেনি বিজেপি।

গতকাল বাঁকুড়ার বড়জোড়ায় দলীয় জনসভা করেন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়। সেই সভার আয়োজক ছিল তৃণমূলের বাঁকুড়া, বিষ্ণুপুর ও পূর্ব বর্ধমান সাংগঠনিক জেলা নেতৃত্ব। মঞ্চে ওই তিন জেলার দলীয় নেতা, মন্ত্রী, সাংসদ ও বিধায়কদের পাশাপাশি জায়গা পেয়েছিলেন যুব, মহিলা, সংখ্যালঘু-সহ বিভিন্ন শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতিরা। কিন্তু মঞ্চে ঠাঁই হয়নি বিষ্ণুপুর সাংগঠনিক জেলার এসটি সেলের সভাপতি অমিয় কিস্কুর। ঘটনায় রীতিমতো ক্ষুব্ধ ওই তৃণমূল নেতা সামাজিক মাধ্যমে নিজের ক্ষোভ উগরে দিয়েছেন। তাঁর দাবি, এসটি সেলের মতো গুরুত্বপূর্ণ শাখা সংগঠনের জেলা সভাপতি যদি মঞ্চে জায়গা না পান তাহলে ওই শাখা সংগঠনের ব্লক ও অঞ্চল স্তরের নেতৃত্বে কোনও জায়গাই আর থাকে না। ফলে আদিবাসী ভোট তৃণমূলের বিরুদ্ধে চলে যাবে। পরে ওই জেলা সভাপতি সভার আয়োজক দলীয় নেতৃত্বের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দিয়ে বলেন, দলীয় নেতৃত্বের পদ দিলে সেই পদের মর্যাদা রক্ষার দায়িত্বও দলীয় নেতৃত্বের উপর বর্তায়। বিষয়টি নিয়ে অস্বস্তিতে পড়ে মুখে কুলুপ এঁটেছে তৃণমূলের জেলা নেতৃত্ব।

বিজেপির কটাক্ষ, 'এসটি সেলের ওই সভাপতি ঠিকমতো কাটমানি দিতে পারেননি। তাই তাঁকে মঞ্চে জায়গা না দিয়ে বালি চোর, কয়লা চোরদের মঞ্চে জায়গা দেওয়া হয়েছে।'

জলে ডুবে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিবেদন, আউশগ্রাম: আউশগ্রাম থানার বড় গ্রামের খিমারি মণ্ডল নামে এক বৃদ্ধা মঙ্গলবার সকাল থেকে নিখোঁজ ছিলেন। মৃতার ছেলে জানিয়েছে, সকালবেলায় একটা ব্যাগ নিয়ে বাড়ি থেকে চলে যায়। তারপর খোঁজাখুঁজি করেও মায়ের কোন খোঁজ পাওয়া যাচ্ছিল না। বুধবার সকালে মালপাড়ার পুকুরের কাছে একটি ব্যাগ দেখতে পায় গ্রামবাসীরা। পরে খবর দেওয়া হয় পুলিশকে। খোঁজাখুঁজি করতেই উদ্ধার হয় দেহ। নিখোঁজ হওয়ার পর থেকেই গোলারার বাসিন্দা শেখ আনন্দ নামে এক ব্যক্তি কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে উদ্ধার কাজে হাত লাগায়। দেহ উদ্ধারের পর থেকে সারাক্ষণ পরিবারের পাশেই ছিলেন তিনি। জানা গিয়েছে, একজন মুসলিম হয়েও বিভিন্ন সময় গ্রামের মানুষের উপকারে আসে আনন্দ। আনন্দ জানান, 'আমার কাছে ধর্মের উর্দ্ধে মানুষ। মানুষ বিপদে পড়লে তার পাশে না দাঁড়াতে পারলে, সে ধর্মের কী দাম?'

SBI — স্ট্রেসড অ্যাসেটস ম্যানেজমেন্ট ব্রাঞ্চ I, কলকাতা
"নাগাল্যান্ড হাউস", ৯ম তল, ১১ এবং ১৩ শেক্সপীয়র সরণি, কলকাতা - ৭০০০৭১
ফোন : ০৩৩-২২৮০৩০৯৮, ফ্যাক্স : ০৩৩-২২৮১০৬২২, ইমেল : sbi.04151@sbi.co.in

ই-নিলাম নোটিশ

অনুমোদিত অফিসারের বিস্তারিত : নাম : আশুতোষ ঠাকুর, ইমেল : clo1.04151@sbi.co.in, মোবাইল : ৯০০৪৯৩৬৫০৪

পরিশিষ্ট - IV-A
স্থাবর সম্পদ বিক্রির জন্য বিক্রয় নোটিশ
২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিনকস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইন তৎসহ পঠিত ২০০২ সালের সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলসের রুল ৮(৬) এবং রুল ৯(১) সংস্থান অধীনে স্থাবর সম্পদ বিক্রয় নিমিত্ত ই-নিলাম বিক্রয় নোটিশ

ই-নিলামের তারিখ এবং সময় : তারিখ : ১৯.০১.২০২৬
সময় : ৩০০ মিনিট সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টে পর্যন্ত ১০ মিনিটের অসীমায়িত সম্প্রসারণ প্রতিটি ডাকের জন্য সহ

এতদ্বারা জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, সুরক্ষিত পাওনাদারের কাছে বন্ধক দেওয়া/চার্জ করা নিম্নোক্ত স্থাবর সম্পত্তি, যার স্বত্ব দখল স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়ার অনুমোদিত কর্মকর্তা, সুরক্ষিত পাওনাদার কর্তৃক গৃহীত হয়েছে, **"যেখানে যেমন আছে", "যেখানে যা আছে" এবং "যেমন অবস্থায় আছে"**ভিত্তিতে **১৯.০১.২০২৬** তারিখে সকাল ১১টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত **https://baanknet.com** ওয়েবসাইটের মাধ্যমে বিক্রি করা হবে ৩০.০৯.২০২৫ তারিখে **৯৯,৯১,৬৮,৭০৯.২৭ টাকা** (নিরানব্বই কোটি একানব্বই লক্ষ আটষট্টি হাজার সাতশ নয় টাকা এবং সাতাশ পয়সা) এবং পরবর্তী সুদ এবং **মেসার্স এনএপি কনস্ট্রাকশনস প্রাইভেট লিমিটেড** (ঋণগ্রহীতা) এবং (১) মোহন্ত কুমার মন্ডল (২) শ্রীমতী মিতা ঘোষ স্বামী প্রয়াত নির্মাল্য ঘোষ, (৩) শ্রী গৌতম ঘোষ পিতা প্রয়াত নির্মাল্য ঘোষ, (৪) শ্রী দেবদত্ত ঘোষ পিতা প্রয়াত নির্মাল্য ঘোষ, (৫) শ্রী প্রণব কুমার ঘোষ, (৬) শ্রী পবিত্র কুমার ঘোষ, (৭) শ্রী প্রদীপ কুমার, (৮) শ্রী প্রবীর কুমার ঘোষ, (৯) শ্রী অনুপম রায়, (১০) শ্রী পলাশ কুন্ডু, (১১) শ্রী. সুব্রত সেন (ব্যক্তিগত জামিনদাতাগণ) কাছ থেকে।
সংরক্ষিত মূল্য, বায়না জমা (ইএমডি), জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ (যদি কিছু থাকে) বিস্তারিত :

ক্রম	সম্পত্তি/সম্পদসমূহের বিস্তারিত	১. সংরক্ষিত মূল্য ২. ইএমডি ৩. ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১	ফ্ল্যাট নং -৩, ২য়তল, এবং ১ গ্যারাজ , ৬/৪ ফার্ন রোড, কলকাতা, পরিমাপ ১৬৫০.০০ বর্গফুট (সম্পত্তি আইডি : SBIN041510000001) সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০৯.০১.২০২৬, বিকেল ৩.৪৫ টা থেকে বিকেল ৪.৪৫ টা পর্যন্ত।	১. ৮৫,০০,০০০.০০ টাকা ২. ৮,৫০,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫,০০০.০০ টাকা
১	জমি ৩ কাঠা ৮ ছটাক এবং তদস্থিত দোতলা ভবন , ৩১ মেন রোড, কায়স্থ পাড়া, কসবা, কলকাতা, এরিয়া ৩০৬১.১৩ বর্গফুট। (সম্পত্তি আইডি : SBIN041510000005)। সম্পত্তি পর্যবেক্ষণের তারিখ এবং সময় : ০৯.০১.২০২৬, বিকেল ২.৩০ টা থেকে বিকেল ৩.৩০ পর্যন্ত।	১. ৯১,০০,০০০.০০ টাকা ২. ৯,১০,০০০.০০ টাকা ৩. ২৫,০০০.০০ টাকা

সম্পত্তি অনুস্থানের জন্য

https://sbi.co.in web/sbi-in-the-news/auction- notices/sarfaesi-and-others	ই-নিলামের ওয়েবসাইট ইউআরএল https://baanknet.com	সম্পত্তির অবস্থান SBIN0415110000001	সম্পত্তির অবস্থান SBIN041510000005

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে স্টেট ব্যাংক অফ ইন্ডিয়া, সিকিউরড ক্রেডিটরের ওয়েবসাইটে প্রদত্ত লিঙ্কটি দেখুন, যেমন https://sbi.co.in/web/sbi-in-the-news/auction-notices/sarfaesi-and-others এবং https://baanknet.com

তারিখ : ০১.০১.২০২৬, স্থান : কলকাতা — স্বা/- অনুমোদিত অফিসার, স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া

ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্র
জোনাল অফিস কলকাতা
ম্যাকলিওড হাউস, ৩, এন.এস. রোড, কলকাতা - ৭০০০০১
ইমেল : dzmkolkata@mahabank.co.in
legal_cal@mahabank.co.in, recovery_cal@mahabank.co.in

স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি (পরিশিষ্ট - IV-A)

সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এর অধীনে স্থাবর সম্পত্তি বিক্রয়ের জন্য নিলাম বিক্রয় বিজ্ঞপ্তি, যা সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ এর বিধি ৮ (৬) এর শর্তাবলী সহ পঠিত।
এতদ্বারা সাধারণভাবে জনসাধারণকে এবং বিশেষ করে ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছে বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হচ্ছে যে, ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের কাছে বন্ধক/চার্জ করা নীচে বর্ণিত স্থাবর সম্পত্তি, যার দখল ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের অনুমোদিত কর্মকর্তা দ্বারা নেওয়া হয়েছে, পুনরুদ্ধারের জন্য **'যেমন আছে যেখানে আছে', 'যেমন আছে যা আছে' এবং 'যা আছে তাই আছে' ভিত্তিতে ২২.০১.২০২৬ তারিখে বিক্রি করা হবে।** সারণীতে উল্লিখিত ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের কাছ থেকে ব্যাংক অফ মহারাষ্ট্রের কাছে বকেয়া বকেয়া পরিমাণ। ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদারদের বিবরণ, প্রদেয় পরিমাণ, স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ এবং এতে জানা দায়, দখলের ধরণ, সংরক্ষিত মূল্য এবং বায়না জমাও নিম্নরূপ দেওয়া হল :

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতা এবং জামিনদাতার নাম	বকেয়া পরিমাণ	জ্ঞাত দায়বদ্ধতা সহ স্থাবর সম্পত্তির সংক্ষিপ্ত বিবরণ	ক) দখলের ধরন খ) সংরক্ষিত মূল্য গ) বায়না জমা ঘ) ডাক বৃদ্ধির পরিমাণ
১.	**শ্রীমতি পেমকিত সিয়াও,** স্বামী প্রয়াত সিয়াও ইউ চাই, ১৯ বি ত্রিয়েট্টা বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, **শ্রী সোওয়াং শী ইউ ওরফে স্টিভেন সিয়াও,** পিতা প্রয়াত সিয়াও ইউ চাই, ১৯ বি ত্রিয়েট্টা বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩, (সল্ট লেক শাখা, **শাখা ম্যানেজার :** শ্রী বরাহমিহির রাউত, **মো : ৮০৯৩৩৯০৪২৩)**	**১,১৭,৭৪,০৪৫ টাকা** (এক কোটি সতের লাখ চুয়াত্তর হাজার পঁয়তাল্লিশ টাকা) প্রযোজ্য হারে কেবলমাত্র অধার্য পরবর্তী সুদ সহ	ফ্ল্যাট নং টি১/১/বি, কার্পেট এরিয়া ৫৭০ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৬১৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ৯৪৫ বর্গফুট টাইপ বি, দোতলায় টাওয়ার ১ অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪৪ মঠেশ্বরতলা রোড, থানা ট্যাংরা (বর্তমানে প্রগতি ময়দান), কলকাতা - ৭০০০৪৬, চৌহদ্দি : উত্তরে প্রেমিসেস নং ১২৯ এবং প্রেমিসেস নং ১৩০ মঠেশ্বরতলা রোড। পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১২৯ এবং মহেশ্বরতলা রোড। পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১২৯ এবং মঠেশ্বরতলা রোড। দক্ষিণে : মঠেশ্বরতলা রোড। **দায়বদ্ধতা জ্ঞাত নয়।**	**ক) কার্যকরী খ) সংরক্ষিত মূল্য : ৫৬,৭২,০০০ টাকা (ছাপান্ন লাখ বাহাত্তর হাজার টাকা) গ) ইএমডি : ৫,৬৭,২০০ টাকা (পাঁচ লাখ সাতষট্টি হাজার দুশো টাকা) ঘ) ডাক বৃদ্ধি : ১৫,০০০ টাকা**
			ফ্ল্যাট নং টি১/১/সি কার্পেট এরিয়া ৭৫২ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া ৮৫৭ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া ১১৯৪ বর্গফুট দোতলায় টাওয়ার ১, অবস্থিত পুরসভা প্রেমিসেস নং ৪৪ মঠেশ্বরতলা রোড, থানা ট্যাংরা (বর্তমানে প্রগতি ময়দান), কলকাতা - ৭০০০৪৬ এবং চৌহদ্দি : উত্তরে : প্রেমিসেস নং ১২৯ এবং প্রেমিসেস নং ১৩০ মঠেশ্বরতলা রোড। পূর্বে : প্রেমিসেস নং ১২৯ এবং মঠেশ্বরতলা রোড। পশ্চিমে : প্রেমিসেস নং ১২৯ এবং মঠেশ্বরতলা রোড। দক্ষিণে : মঠেশ্বরতলা রোড। দায়বদ্ধতা জ্ঞাত নয়।	**ক) কার্যকরী খ) সংরক্ষিত মূল্য : ৭০,৮০,০০০ টাকা (সত্তর লাখ আশি হাজার টাকা) গ) ইএমডি : ৭,০৮,৩০০ টাকা (সাত লাখ আট হাজার তিনশ টাকা) ঘ) ডাক বৃদ্ধি : ১০,০০০ টাকা**
২.	**মেসার্স ওয়েস্টার্ন ট্রেডার্স,** ২১৬/৩এ, এ জে সি বোস রোড, কলকাতা - ৭০০০১৭ (ঋণগ্রহীতা এবং বন্ধকদাতা) **এবং আরও অফিস ঠিকানা :** ১৯ বি, ত্রিরেট্টি বাজার স্ট্রিট, কলকাতা - ৭০০০৭৩। **শ্রীমতি পেমকিত সিয়াও,** স্বামী প্রয়াত সিয়াও ইউ চাই, ১৯ বি, ত্রিরেট্টি বাজার স্ট্রিট, কলকাতা -৭০০০৭৩। (অংশীদার এবং জামিনদাতা) **শ্রী সোয়াং শী ওরফে স্টিভেন সিয়াও,** পিতা প্রয়াত সিয়াও ইউ চাই, ১৯ বি ত্রিরেট্টি বাজার স্ট্রিট, কলকাতা- ৭০০০৭৩। (অংশীদার এবং জামিনদাতা) (সল্টলেক শাখা) **শাখা ম্যানেজার :** শ্রী বরাহমিহির রাউত। **মো : ৮০৯৩৩৯০৪২৩**	**৭,০৪,৪৯,৩৫৩ টাকা** (সাত কোটি চার লাখ উনপঞ্চাশ হাজার তিনশ তিপান্ন টাকা) প্রযোজ্য হারে কেবলমাত্র অধার্য পরবর্তী সুদ সহ সংশ্লিষ্ট তারিখ থেকে	সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ আনুমানিক ৩৫ কাঠা অর্থাৎ ২৫২০০ বর্গফুট কমবেশি আধা বাণিজ্যিক নির্মাণ সম্পত্তি মেসার্স ওয়েস্টার্ন ট্রেডার্স স্বত্বা : শ্রীমতি পেমকিত সিয়াও স্বামী প্রয়াত সিয়াও ইউ চাই অবস্থিত মৌজা : পূর্ব ইছাপুর, পো - কদম্বগাছি , থানা বারাসত, বর্তমানে দত্তপুকুর, কলকাতা পিন - ৭০০১২৫, আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৩১ (অংশ), জেএল নং ১১১, এলআর খতিয়ান নং ৮২৮, ৮৪৯ আরএস খতিয়ান নং ২৮, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। চৌহদ্দি : উত্তরে : মহ আবুল হাসেম এর পুকুর। দক্ষিণে : ৬০ ফুট চওড়া টাকি রোড। পূর্বে র মালিকের জমি আরএস এবং এলআর দাগ নং ৩৩১ (অংশ)। পশ্চিমে : আবুল হোসেনের। **দায়বদ্ধতা জ্ঞাত নয়।**	**ক) কার্যকরী খ) সংরক্ষিত মূল্য : ৪,৫৫,৪৩,০০০ টাকা (চার কোটি পঞ্চান্ন লাখ তেতাল্লিশ হাজার টাকা) গ) ইএমডি : ৪৫,৫৫,০০০ টাকা (পঁয়তাল্লিশ লাখ পঞ্চান্ন হাজার টাকা) ঘ) ডাক বৃদ্ধি : ১৫,০০০ টাকা**
			জমি এবং তদস্থিত দুই স্টোরেজ ভবন পরিমাপ ১৪৪০০ বর্গফুট -মেসার্স ওয়েস্টার্ন ট্রেডার্স স্বত্বা : শ্রীমতি পেমকিত সিয়াও স্বামী প্রয়াত সিওয়াও ইউ চাই অবস্থিত মৌজা : পূর্ব ইছাপুর , পো কদম্বগাছি, থানা বারাসত বর্তমানে দত্তপুকুর, কলকাতা পিন :৭০০১২৫, আরএস এবং দাগ নং ৩৩১ (অংশ), তৌজি নং ১৪৬ খতিয়ান নং ৭১০, জেএল নং ১১১, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, কদম্বগাছি গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন। চৌহদ্দি : উত্তরে : মহ আবুল হাসানের পুকুর। দক্ষিণে : মহ আবুল হাসেম এর জমি এবং টাকি রোড। পূর্বে : মহ আবুল হাসেম এর জমি। পশ্চিমে : এ বি এস মেরিনা প্রোজেক্টস প্রা লি এর জমি। দায়বদ্ধতা জ্ঞাত নয়।	**ক) কার্যকরী খ) সংরক্ষিত মূল্য : ৩,৩৫,৮০,০০০ টাকা (তিন কোটি পঁয়ত্রিশ লাখ আশি হাজার টাকা) গ) ইএমডি : ৩৩,৫৮,০০০ টাকা (তেত্রিশ লাখ আটান্ন হাজার টাকা) ঘ) ডাক বৃদ্ধি : ১৫,০০০ টাকা**
৩.	**মেসার্স আয়ান গারমেন্টস স্বত্বা : পারভিন বানো,** ৫২, আফতাবুদ্দিন মুন্সি লেন, পূর্ব পশ্চিম নার্সিং হোম, হাওড়া -৭১১১০১। **(শাখা ম্যানেজার :** শ্রী বৈথা রাজেশ কুমার **মো : ৯১৭৫৫২৩১১৬)**	**১২,০৫,২২৯ টাকা** (বারো লাখ পাঁচ হাজার দুশো উনত্রিশ টাকা) অধার্য পরবর্তী সুদ সহ	এক দোকান একতলায় এরিয়া ১০৩ বর্গফুট, হোল্ডিং নং ১৭, নীলমণি মল্লিক লেন, ওয়ার্ড নং ১৯, হাওড়া পৌর নিগম অধীন। থানা এবং জেলা : হাওড়া, বিক্রয় দলিল নং ০৫০১০৩২৯৭/২০১৭, চৌহদ্দি : উত্তরে : মধুসূদন দাসের সম্পত্তি। পূর্বে : মধুসূদন দাসের দোকান ঘর। পশ্চিমে : ৪ চওড়া সাধারণ চলার পথ। দক্ষিণে : ১৭ নীলমণি মল্লিক লেন। **দায়বদ্ধতা জ্ঞাত নয়।**	**ক) কার্যকরী খ) সংরক্ষিত মূল্য : ৪,৯০,০০০ টাকা (চার লাখ নব্বই হাজার টাকা) গ) ইএমডি : ৪৯,০০০ টাকা (উনপঞ্চাশ হাজার টাকা) ঘ) ডাক বৃদ্ধি : ১০,০০০ টাকা**

বিক্রয়ের বিস্তারিত শর্তাবলীর জন্য, অনুগ্রহ করে ব্যাংকের ওয়েবসাইট এবং পোর্টালে (https://baanknet.com) প্রদত্ত "https://www.bankofmaharashtra.in/AssetsforSale" লিঙ্কটি দেখুন।

তারিখ : ৩১.১২.২০২৫
স্থান : কলকাতা
স্বা/-
এজিএম, ডিজেডএম কলকাতা এবং অনুমোদিত অফিসার

বিজ্ঞাপনের জন্য যোগাযোগ করুন-9331059060

ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া — Bank of India BOI
সরিষা শাখা
সরিষা হাট, গ্রাম এবং পো - সরিষা, থানা - ডায়মন্ডহারবার
পব - ৭৪৩৩৬৮ ইমেল : Sarisha.Howrah@bankofindia.co.in

পরিশিষ্ট এ
(ঋণগ্রহীতা(গণ) এর প্রতি যারা তাদের সম্পত্তি/সম্পদের দ্বারা জামিন প্রদান করেছেন। সংশ্লিষ্ট এই নোটিশের একটি কপি জামিনদাতা(গণ) এর দ্বারা অনুমোদিত হতে হবে যারা তাদের সম্পত্তি/সম্পদ দ্বারা জামিন প্রদান করেননি।)

ক্যুরিয়ার/রেজিস্টার্ড ডাক এ/ডি দ্বারা প্রেরিত

প্রতি,
সোমনাথ মন্ডল,
গ্রাম আশাপুর পো মহেশ্বরা থানা রামনগর পব ৭৪৩৩৬৮
(ঋণগ্রহীতা -বন্ধকদাতা)
মহাশয়,

২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

১. আপনার অনুরোধে, ব্যাংক আপনাকে মোট **২৭৪৭০০০.০০ টাকা** পর্যন্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধা প্রদান করেছে। এই নোটিশের তারিখে আমাদের দ্বারা প্রদত্ত বিভিন্ন ঋণ সুবিধা এবং এর অধীনে বকেয়া পাওনার বিবরণ আমরা এখানে দিচ্ছি :

সুবিধার ধরন	মঞ্জুরিকৃত সীমা	বকেয়া
ক) হাউসিং লোন	১৯,০২,০০০.০০/-	১৯,১৫,৯৯৮.০০ টাকা-ইউসিআই
খ) ক্যাশ ক্রেডিট	৪,৭০,০০০.০০ /-	৪,৭৪,০০১.০০ টাকা-ইউসিআই
গ) টার্ম লোন	৩,৭৫,০০০.০০ /-	৮৮,৭৪৫.০০ টাকা - ইউসিআই

২. উক্ত ঋণ সুবিধা ব্যাঙ্ক কর্তৃক প্রদত্ত হয়েছে নিম্নোক্ত সম্পদ/জামিন অধীনে (ব্যাঙ্কের নিকট দায়বদ্ধ সম্পত্তি/সম্পদের বিবরণ) : -
ক) বন্ধকদত্ত সম্পত্তি সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ২ শতক বাস্তু জমি এবং তদস্থিত ভবন শেড এবং নির্মাণ অবস্থিত আরএস এবং এলআর দাগ নং ৪২৮, এলআর খতিয়ান নং ১৫৭, বর্তমান এলআর খতিয়ান নং ৯১০, মৌজা : আশাপুর, জেএল নং ৩৫, তৌজি নং ৩৭, মাথুর গ্রাম পঞ্চায়েত অধীন,থানা রামনগর, এডিএসআরও -ডায়মন্ড হারবার, জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, পশ্চিমবঙ্গ ৭৪৩৩৬৮, সম্পত্তি সোমনাথ মন্ডলের নামে। (হাউসিং লোন এ/সি ৪১২৮৭৫১১০০০০০৬১ এর জন্য), **খ)** তৈরি বস্ত্র মজুত ঠিকানা গ্রাম আশাপুর, পো মহেশ্বরা, থানা রামনগর, পিন ৭৪৩৩৬৮ (ক্যাশ ক্রেডিট এ/সি ৪১২৮৩০১১০০০০১৫৪ এর জন্য) এবং ব্যবসায়িক টার্ম লোন (৪১২৮৭৩৪১০০০০০৯৬)
৩. আপনাদের উক্ত ঋণসুবিধাদির ক্ষেত্রে ব্যাঙ্কের নিকট বকেয়া ঋণখেলাপির কারণে সংশ্লিষ্ট অ্যাকাউন্ট **নন-পারফর্মিং অ্যাসেট হিসেবে ২১.০৮.২০২৪** তারিখ থেকে গণ্য করা হয়েছে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্কের নির্দেশাবলি/নিয়মাবলি অধীনে।
৪. উপরে উল্লিখিত কারণগুলির জন্য, আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত আইনের ধারা ১৩(২) এর অধীনে নোটিশ দিচ্ছি এবং ২১.০৮.২০২৪ তারিখ থেকে কার্যকরভাবে ব্যাংককে **২৪৭৮৭৪৪.০০ টাকা + ইউসিআই (নোটিশের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক পাওনা) প্রদান করে আপনার দায় সম্পূর্ণরূপে পরিত্যাগ করার জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, যা মাসিক অবশিষ্টাংশ এবং ব্যাংক কর্তৃক গৃহীত সমস্ত খরচ, চার্জ ব্যয়ের সাথে মিলিত হবে, যতক্ষণ না এই নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে** আপনার দ্বারা পরিশোধ করা হয়। অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে, আমরা খরচ এবং পরিণতি সম্পর্কে সম্পূর্ণ ঝুঁকি নেব।
৫. আমরা আপনাকে উপরে উল্লিখিত সময়ের মধ্যে ব্যাংকের কাছে সমস্ত পাওনা, প্রযোজ্য সুদ, পরিশোধ এবং সুরক্ষিত সম্পদ মুক্ত পর্যন্ত ব্যাংক কর্তৃক প্রদত্ত সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় পরিশোধ করে আপনার দায়বদ্ধতা পালনের জন্য আহ্বান জানাচ্ছি, তবে দয়া করে মনে রাখ বেন যে সারফেসি আইনের ধারা ১৩(৮) অনুসারে, সুরক্ষিত সম্পদ খালাসের অধিকার কেবলমাত্র পাবলিক নিলামের বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের তারিখ পর্যন্ত অথবা লিজ, অ্যাসাইনমেন্ট বা বিক্রয়ের মাধ্যমে হস্তান্তরের জন্য পাবলিক বা প্রাইভেট চুক্তি থেকে কোটেশন বা টেন্ডার আহ্বানের তারিখ পর্যন্ত আপনার কাছে উপলব্ধ থাকবে।
৬. উপরে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের মাধ্যমে আদায়কৃত অর্থ, প্রথমত, আমাদের দ্বারা করা সমস্ত খরচ, চার্জ এবং ব্যয় এবং/বা আনুষঙ্গিক যেকোন খরচ পরিশোধের জন্য প্রযোজ্য হবে, এবং দ্বিতীয়ত, এই নোটিশের তারিখ থেকে প্রকৃত আদায়ের তারিখ পর্যন্ত চুক্তিভিত্তিক সুদ সহ উপরে উল্লিখিত ব্যাংকের পাওনা পরিশোধের জন্য প্রযোজ্য হবে এবং ব্যাংকের সম্পূর্ণ পাওনা (ঋণগ্রহীতা বা জামিনদাতা হিসেবে ব্যাংকের কাছে আপনার অন্যান্য পাওনা সহ) সম্পূর্ণরূপে আদায় হওয়ার পরে অবশিষ্ট অর্থ, যদি থাকে, আপনাকে পরিশোধ করা হবে।
৭. সুরক্ষিত সম্পদের বিরুদ্ধে উল্লিখিত ক্ষমতা প্রয়োগের সময় আদায়কৃত আয় থেকে যদি উল্লিখিত পাওনা সম্পূর্ণরূপে আদায় না হয়, তাহলে আমরা আপনার এবং আপনার অন্যান্য সম্পদের বিরুদ্ধে ঋণ পুনরুদ্ধার ট্রাইব্যুনাল/আদালত সমীপে মামলা করার অধিকার সংরক্ষণ করি যাতে আপনার কাছ থেকে আনুষঙ্গিক সমস্ত খরচ ইত্যাদি সহ বাকি পরিমাণ আদায় করা যায়।
৮. অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে, উপরোক্ত আইনের উপ-ধারা (১৩) অনুসারে, এই নোটিশ প্রাপ্তির পর, আপনাকে বিক্রয়, লিজ, লাইসেন্স, উপহার, বন্ধক বা অন্য কোনও উপায়ে উল্লিখিত সুরক্ষিত সম্পদ হস্তান্তর বা তার উপর কোনও দায়বদ্ধতা তৈরি করতে নিষেধ করা হয়েছে।
৯. নিম্নস্বাক্ষরকারী এই নোটিশ জারি করার এবং উপরোক্ত আইনের ধারা ১৩ এর অধীনে ক্ষমতা প্রয়োগ করার জন্য ব্যাংকের একজন যথাযথভাবে অনুমোদিত কর্মকর্তা।
১০. উল্লেখ করার প্রয়োজন নেই যে এই নোটিশটি আপনাকে সম্বোধন করা হয়েছে ব্যাংকের কাছে উপলব্ধ অন্য কোনও প্রতিকারের প্রতি কোনও ক্ষতি না করে।

আপনাদের বিশ্বস্ত,
স্থান : সরিষা
তারিখ : ১০.১১.২০২৫
স্বা/- চিফ ম্যানেজার / অনুমোদিত অফিসার
ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া, কলকাতা জোন

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড
CIN : L92419WB1989PLC046487
রেজি. অফিস: "ঝিল মিল", সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা- ৭০০ ১০৬
ফোন: (০৩৩) ৬৫২১ ৫৫১৮/০৪
ই-মেল: niccopark@niccoparks.com ওয়েবসাইট: www.niccoparks.com

ফিজিকাল শেয়ারের স্থানান্তর অনুরোধ পুনরায় তালিকাভুক্ত করার জন্য বিশেষ ব্যবস্থা

সকল শেয়ারহোল্ডারদের অবগত করা হচ্ছে যে, ২ জুলাই, ২০২৫ তারিখের সেবি সার্কুলার নং SEBI/HO/MIRSD/MIRSD-POD/P/CIR/2025/97 অনুসারে, কোম্পানি ১ এপ্রিল, ২০১৯ এর আগে জমা দেওয়া কিন্তু ডকুমেন্টেশন, প্রক্রিয়া বা অন্য কোনও কারণে প্রত্যাখ্যাত বা ফেরত দেওয়া ভৌত শেয়ারের ট্রান্সফার ডিড পুনরায় নথিভুক্তির জন্য এককালীন বিশেষ ব্যবস্থা করা হয়েছে।
এই বিশেষ ব্যবস্থা ৭ জুলাই, ২০২৫ থেকে ৬ জানুয়ারী, ২০২৬ পর্যন্ত ছয় মাসের জন্য খোলা থাকবে।
অনুগ্রহ করে মনে রাখবেন যে এই ব্যবস্থা চলাকালীন, সমস্ত পুনঃ নথিভুক্ত শেয়ারসমূহ শুধুমাত্র ডিম্যাটেরিয়ালাইজড (ডিম্যাট) আকারে ইস্যু করা হবে।
যোগ্য শেয়ারহোল্ডাররা নির্ধারিত সময়ের মধ্যে প্রয়োজনীয় নথিপত্র সহ তাদের স্থানান্তরের অনুরোধ কোম্পানি বা এর রেজিস্ট্রার এবং শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ) এর কাছে জমা দিতে পারেন।
পুনরায় তালিকাভুক্তির করার জন্য প্রক্রিয়া সম্পর্কিত যেকোনো প্রশ্ন বা সহায়তার জন্য, অনুগ্রহ করে যোগাযোগ করুন :

শ্রী রাহুল মিত্র, নোডাল অফিসার, কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্লায়েন্স অফিসার, নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লি., 'ঝিল মিল', সেক্টর ৪, সল্টলেক সিটি, কলকাতা - ৭০০১০৬, ফোন : ০৩৩ ৬৫২১ ৫৫১৮/৫৫০৪, ইমেল : rahul@niccoparks.com	আর অ্যান্ড ডি ইনফোটেক প্রা. লি., রেজিস্ট্রার অ্যান্ড শেয়ার ট্রান্সফার এজেন্ট (আরটিএ), ১৫/সি, নরেশ মিত্র সরণি (পূর্বতন বেলতলা রোড), কলকাতা - ৭০০ ০২৬, ফোন : ০৩৩ ২৪১৯ ২৬৪১/২৬৪২, ইমেল : info@rdinfotech.net

নিক্কো পার্কস অ্যান্ড রিসর্টস লিমিটেড -এর পক্ষে
স্বা/-
স্থান : কলকাতা — **রাহুল মিত্র**
তারিখ : ৩১.১২.২০২৫ — **কোম্পানি সেক্রেটারি এবং কমপ্ল্যায়েন্স অফিসার**

IndusInd Bank
রিজিওনাল অফিস : সাবিত্রী টাওয়ার, ৩এ, আপার উড স্ট্রিট কলকাতা ৭০০০১৭

পরিশিষ্ট-৪
দখল বিজ্ঞপ্তি (রুল-৮(১) দেখুন)
(স্থাবর সম্পত্তির জন্য)

যেহেতু,
নিম্নস্বাক্ষরকারী ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. এর অনুমোদিত অফিসার স্বরূপ সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফাইন্যান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অফ সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট অ্যাক্ট, ২০০২ এবং সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২-এর রুল ৩ এর সঙ্গে পঠিত ১৩ (১২) এর অধীনে প্রদত্ত ক্ষমতা প্রয়োগের অধীনে **১৩.০৬.২০২৩** তারিখে একটি দাবি বিজ্ঞপ্তি জারি করে **ঋণগ্রহীতা - মেসার্স জুপিটার ট্রেডিং কোম্পানি, শ্রী কৃষ্ণ আগরওয়াল (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) শ্রী সত্য নারায়ণ আগরওয়াল (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) শ্রী অমিত আগরওয়াল (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) শ্রী দীপক কুমার আগরওয়াল (দীপক আগরওয়াল) (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) শ্রীমতী জ্যোতি আগরওয়াল (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) এবং শ্রীমতী প্রীতি আগরওয়াল (জামিনদাতা/বন্ধকদাতা) নোটিশে উল্লিখিত বকেয়া পরিমাণ ৫৬,১৩,০২৫.৩৫ টাকা (ছাপান্ন লাখ তেরো হাজার পঁচিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা)** ৩১ মে, ২০২৩ অনুযায়ী অতিরিক্ত সুদ এবং ১৩-০৬-২০২৩ তারিখের নোটিশে সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধার বিপরীতে উল্লিখিত সুদ এবং ১৮.৭৫ শতাংশ বার্ষিক (সরল হারে) জরিমানা সুদ এবং খরচ, চার্জ এবং ব্যয় ইত্যাদি উল্লেখিত নোটিশের তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে জমা দিতে হবে।
ঋণগ্রহীতা টাকার অঙ্ক ফেরত দিতে ব্যর্থ হওয়ায়, এতদ্দ্বারা ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে বিজ্ঞপ্তি প্রদান করা হচ্ছে যে, নিম্নস্বাক্ষরকারী এখানে নীচে বর্ণিত সম্পত্তির দখল নিয়েছেন সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট (এনফোর্সমেন্ট) রুলস, ২০০২ অ্যাক্টের রুল ৮ এর সঙ্গে পঠিত সেকশন ১৩ এর সাব-সেকশন (৪) অধীনে তাঁর (পুং/স্ত্রী) উপর অর্পিত ক্ষমতাবলে **৩০ ডিসেম্বর ২০২৫** তারিখে।
বিশেষভাবে ঋণগ্রহীতা এবং সাধারণভাবে জনগণকে এতদ্দ্বারা সতর্ক করা হচ্ছে যে, তাঁরা যেন এই সম্পত্তি নিয়ে কোনওরকম লেনদেন না করেন এবং এই সম্পত্তি নিয়ে যেকোনও প্রকার লেনদেনে ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লি. উল্লিখিত **৫৬,১৩,০২৫.৩৫ টাকা (ছাপান্ন লাখ তেরো হাজার পঁচিশ টাকা এবং পঁয়ত্রিশ পয়সা)** ৩১ মে, ২০২৩ অনুযায়ী অতিরিক্ত সুদ এবং ১৩-০৬-২০২৩ তারিখের নোটিশে সংশ্লিষ্ট ঋণ সুবিধার বিপরীতে উল্লিখিত সুদ এবং ১৮.৭৫ শতাংশ বার্ষিক (সরল হারে) জরিমানা সুদ এবং খরচ, চার্জ এবং ব্যয় ইত্যাদি সহ।
ঋণগ্রহীতার দৃষ্টি আকর্ষণ করা হচ্ছে উক্ত অ্যাক্টের সেকশন ১৩-র সাব-সেকশন (৮) -এর বন্দোবস্তে, সুরক্ষিত পরিসম্পতের দায়মুক্ত হওয়ার প্রাপ্তব্য সময়ের ব্যাপারেও।

স্থাবর সম্পত্তির বিবরণ
সংশ্লিষ্ট সকল অংশ বসবাসের ফ্ল্যাট ৫মতলে নং ৪ডি, পরিমাপ আনুমানিক ১৯৩৩ বর্গফুট এবং এক কার পার্কিং স্পেস বেসমেন্টে অবস্থিত প্রেমিসেস নং ৩৬সি, নাম ওম টাওয়ার্স, অবস্থিত বারাকপুর ট্রাঙ্ক রোড (বি টি রোড), রবীন্দ্র ভারতী বিশ্ববিদ্যালয়ের বিপরীতে, ওয়ার্ড নং ০১, থানা এবং পো কাশীপুর, জেলা উত্তর ২৪ পরগনা, পিন -৭০০০০২, সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ।
বিস্তারিত এবং আরও নির্দিষ্টভাবে দলিল নং ১৫২০ -২০০৬ সালের সম্পাদিত ২২.১১.২০০৬ তারিখে সম্পত্তি শ্রী সত্য নারায়ণ আগরওয়াল, শ্রী কৃষ্ণ আগরওয়াল, শ্রী অমিত আগরওয়াল, শ্রী দীপক কুমার আগরওয়াল, শ্রীমতি জয়তী আগরওয়াল এবং শ্রীমতি প্রীতি আগরওয়াল এর নামে।

তারিখ- ৩০.১২.২০২৫ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান- উত্তর ২৪ পরগনা — **ইন্ডাসইন্ড ব্যাঙ্ক লিঃ**

SBI — এসবিআই, এইচএলসি বেহালা (১৭৮৯৯)
২৩এ/৪৪এক্স, ৪র্থ তল, জীবনতারা বিল্ডিং, ডি এইচ রোড
কলকাতা - ৭০০০৫৩ ইমেল - sbi.17899@sbi.co.in

২০০২ সালের সারফেসি আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশ

এতদ্বারা নিম্নোক্ত ঋণগ্রহীতাগণের অবগতির জন্য বিজ্ঞাপিত হচ্ছে ব্যাঙ্ক থেকে গৃহীত ঋণ সুবিধার মূল এবং সুদ আদায়দানে ব্যর্থ হওয়ায় তাঁর ঋণ অ্যাকাউন্ট নন পারফর্মিং অ্যাসেটস (এনপিএ) শ্রেণিভুক্ত হয়েছে। উক্ত নোটিশ ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অফ ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস এন্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩(২) ধারা অধীনে ইস্যু করা হয়েছে এবং সর্বশেষ জ্ঞাত ঠিকানায় প্রেরণ করা হয়েছিল, কিন্তু তা অবণ্টিত অবস্থায় ফিরে এসেছে ফলে এই নোটিশ মারফত অবগত করা হচ্ছে।

ক্রম নং	ঋণগ্রহীতাগণ/জামিনদাতাগণের নাম এবং ঠিকানা এবং শাখার নাম এবং এ/সি নং	স্বত্ব দলিল দ্বারা বন্ধকদত্ত সম্পত্তির বিস্তারিত	নোটিশের তারিখ এনপিএ তারিখ	বকেয়া পরিমাণ
১.	**শ্রী বিবেক গোয়েল** পিতা আত্মা রাম গোয়েল **শ্রী আত্মারাম গোয়েল** পিতা রাঙ্গ লাল গোয়েল, **শ্রীমতি কবিতা গোয়েল** স্বামী বিবেক গোয়েল, **সকলের নিবাস :** ফ্ল্যাট নং ১০ ডি, ১১তম তল, থানা প্লাজো, ৩৫ পন্ডিতিয়া রোড, শরৎ বোস রোড, কলকাতা -৭০০০২৯। **সকলের আরও ঠিকানা :** অরবিট ব্লিস, ১৪০এ, ব্লক -জি, নিউ আলিপুর, সার্কাস এভিনিউ, কলকাতা- ৭০০০৫৩। **শ্রী বিবেক গোয়েল** পিতা আত্মা রাম গোয়েল **শ্রীমতি কবিতা গোয়েল** স্বামী বিবেক গোয়ল **উভয়ের ঠিকানা :** নরেশ রেডিও কর্পোরেশন, ১, ম্যাডান স্ট্রিট, চাঁদনি চক, কলকাতা -৭০০০৭২। **শ্রী আত্মারাম গোয়েল** পিতা রঙ্গলাল গোয়েল, **শ্রীমতি রাজু দেবী গোয়েল** স্বামী আত্মারাম গোয়েল, **উভয়ের ঠিকানা :** ই-৮৪, অশোক বিহার, ফেজ -১, ৪র্থতল, দিল্লি -১১০০৫২। **উভয়ের আরও ঠিকানা :** চৌধুরী ফার্ম, সুরজগড়, জেনি রোড, নাথ জি কা কুয়া, পো এবং থানা : সুরজগড়, রাজস্থান -৩৩৩০২৯। **শ্রী বিবেক গোয়েল** পিতা আত্মারাম গোয়েল, নেটওয়ার্ক ইলেক্ট্রো ডিভাইসেস প্রা লি., বি ০১২ আঁটপ হিল ওয়ার হাউসিং কমপ্লেক্স, ওয়াদালা, মুম্বই -৪০০০৩৭। **শ্রী আত্মারাম গোয়েল,** প্রযত্নে অশোক কুমার কেডিয়া, ২/১/২এ, ফ্ল্যা. নং এ৭০৪, যশোধন সোসাইটি, কোন ধাওয়া, বুদ্রক রোড, পুনে - পিন - ৪১১০০২। **এ/সি নং ৪১৩৫০৯৬১১৫২ (এইচবিএল) ৪৩১৬৮০৯৪২২৮(এইতবিএল টপ আপ)। শাখা : এসবিআই আরএসিপিসি বেহালা।**	**তপশিল সি (অংশ ১)** নথিভুক্ত বুক নং ১, ভল্যুম নং ১৯০২-২০২০, পৃষ্ঠা ১৮৮৮৯৬ থেকে ১৮৮৯৪৯, দলিল নং ১৯০২০৪০১১-২০২০ সালের অতিরিক্ত রেজিস্ট্রার অব অ্যাসিওরেন্স -২, এআরএ -২ এর অফিস, কলকাতা পশ্চিমবঙ্গ। **(অংশ -২) প্রথম তপশিল উল্লেখ্য (উক্ত জমি/প্রেমিসেস)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ জমির পরিমাপ **৬৩ কাঠা ১৪ ছটাক ১৯ বর্গফুট বা ৪২৭৪.৩২ বর্গ মিটার** এবং তদস্থিত বহুতল ভবন এবং নির্মাণ পুরসভা প্রেমিসেস নং ৩৫, পন্ডিতিয়া রোড (পূর্বতন নং ৩৫/১কে, ৩৫/১এল, ৩৫/১এইচ, ৩৫/এ, ৩৫ এবং ৩৫/বি, পন্ডিতিয়া রোড), কলকাতা -৭০০০২৯, ওয়ার্ড নং ৮৫, বরো নং ৮, সাব রেজিস্ট্রি আলিপুর, থানা পূর্বতন বালিগঞ্জ, (বর্তমানে থানা লেক), জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনা, **চৌহদ্দি : উত্তরে :** পন্ডিতিয়া রোড। **দক্ষিণে :** অশ্বিনী দত্ত রোড। **পূর্বে :** পন্ডিতিয়া রোড। **পশ্চিমে :** অংশত প্রেমিসেস নং ৩৫/১এ, পন্ডিতিয়া রোড এবং অংশত পন্ডিতিয়া রোড। **দ্বিতীয় তপশিল উল্লেখ্য অংশ ১ (উক্ত ফ্ল্যাট/ইউনিট)** সংশ্লিষ্ট সকল অংশ ফ্ল্যাট নং ১০ডি, ১১তম তল নিউ ভবন পরিচিত প্লাজো, প্রেমিসেস (উল্লিখিত প্রথম তপশিলে লিখিত মতে), পরিমাপ ১২৯৩ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া (সমপরিমাপ ১৫৫৩ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) (কমবেশি) এক পৃথক কক্ষ নং ৪, ১১তম তলে নব নির্মিত ভবনে পরিচিত প্লাজো হিসেবে, প্রেমিসেস পরিমাপ ৭৫ বর্গফুট বিল্ট আপ এরিয়া। (সমপরিমাপ ৯০ বর্গফুট সুপার বিল্ট আপ এরিয়া) এবং অবিভক্ত সম্পত্তির যথাযথ ভাগ অংশ সুবিধা এবং পরিষেবা ভোগ দখলের অধিকার সহ নির্দিষ্টভাবে তৃতীয় তপশিলে উল্লিখিত মতে উক্ত প্রেমিসেসে (প্রথম তপশিলে লিখিত মতে) সংশ্লিষ্ট ইউনিটের জন্য।	১৩(২) ধারা অধীনে নোটিশের তারিখ ২২.১২.২০২৫ এনপিএ তারিখ ১৮.১২.২০২৫	এ/সি নং ৪১৩৫০৯৬১১৫২ **(এইচবিএল)** ৪৩১৬৮০৯৪২২৮ **(এইচবিএল টপ আপ)** **২,৩১,১১,০৯৪ টাকা** (দুই কোটি একত্রিশ লাখ এগার হাজার চুরানব্বই টাকা) **২২.১২.২০২৫** অনুযায়ী। আপনারা চুক্তি মোতাবেক হারে উক্ত পরিমাণের জন্য পরবর্তী সুদ, তাৎক্ষণিক ব্যয়, মূল্য, চার্জ ইত্যাদি দিতে দায়বদ্ধ।

নোটিশের বিকল্প পরিষেবা হিসেবে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হয়েছে। উক্ত ঋণগ্রহীতাগণ সংশ্লিষ্ট বকেয়া পরিমাণ নোটিশ পাওয়ার তারিখ থেকে ৬০ দিনের মধ্যে আদায়দানের জন্য নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, ব্যর্থ হলে সংশ্লিষ্ট ২০০২ সালের সিকিউরিটাইজেশন অ্যান্ড রিকনস্ট্রাকশন অব ফিনান্সিয়াল অ্যাসেটস অ্যান্ড এনফোর্সমেন্ট অব সিকিউরিটি ইন্টারেস্ট আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৪) অধীনে এই নোটিশের ৬০ দিনের পরবর্তীতে ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

ঋণগ্রহীতার অবগতির জন্য জানানো হচ্ছে যে উক্ত আইনের ১৩ ধারার উপধারা (৮) সংস্থান অধীনে নির্ধারিত সময়ের মধ্যে বকেয়া পরিমাণ আদায় দিয়ে জামিনদত্ত সম্পত্তি উদ্ধার করতে পারেন

তারিখ : ০১.০১.২০২৬ — **অনুমোদিত অফিসার**
স্থান - কলকাতা — **স্টেট ব্যাঙ্ক অফ ইন্ডিয়া**

ঠাকুরবাড়িতে অভিষেকের পুজো দেওয়ার ঘোষণা ঘিরে বাকযুদ্ধ শান্তনু-মমতাবালা গোষ্ঠীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ঠাকুরনগর: ঠাকুর বাড়ির মন্দিরে অভিষেককে ঢুকতে দেবো না হুঁশিয়ারি শান্তনু ঠাকুরের। আটকানোর চেষ্টা করলে রক্ত গঙ্গা বইবে, পাল্টা হুঁশিয়ারি মমতাবালা ঠাকুরের অনুগামীদের। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে আসার ঘোষণা পর হুঁশিয়ারি দিয়ে কেন্দ্রীয় প্রতিমন্ত্রী তথা মতুয়া ধর্মগুরু শান্তনু ঠাকুর বলেছিলেন, 'ঠাকুর বাড়িতে যে কেউ আসতে পারে কিন্তু পুলিশ ফোর্স নিয়ে আসলে প্রতিবাদ হবে। অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে ঠাকুরবাড়িতে পুজো দিতে দেব না। আগে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় ক্ষমা চাইবেন তারপর আসবেন। হাজার হাজার মতুয়া জমায়েত হবে, ধিক্কার মিছিল চলতে থাকবে।' পাল্টা শান্তনু ঠাকুরকে হুঁশিয়ারি দিয়ে মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সাধারণ সম্পাদক সুখেশ চৌধুরী বলেন, 'অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আটকানোর চেষ্টা হলে, ঠাকুরবাড়িতে রক্ত গঙ্গা বইবে। মমতা ঠাকুরের অল ইন্ডিয়া মতুয়া মহাসংঘের সময় আসুক আমরাও বুঝিয়ে দেব কার শরীরের কত রক্ত।' এদিন সুকেশ চৌধুরী আরও বলেন, 'ঠাকুরবাড়ির সম্পত্তি মতুয়াদের নামে দেবত্ব করে দিয়ে গেছে বড়মা। এটা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়। এখানে কে আসবেন না আসবেন সেটা ঠিক করবে মতুয়ারা। শান্তনু ঠাকুর অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়কে আসতে বাধা দিলে ঠাকুরবাড়িতে রক্তগঙ্গা বইবে। এই নোংরা রাজনীতি মেনে নেওয়া যাবে না। এই রাজনীতির ফলে সব জায়গায় মতুয়াদের নাম খারাপ হচ্ছে। এই ধরনের রাজনীতি বন্ধ হোক। রাজনীতি মুক্ত ঠাকুরবাড়ি হোক। ঠাকুর বাড়ির যারা সদস্য আছেন তাঁরা ঠাকুর বংশের। ভগবানের আসনে বসুন, মতুয়ারা পুজো করবে'। অন্যদিকে ঠাকুরবাড়ির সদস্য তথা মমতাবালা ঠাকুরের কন্যা বাগদার বিধায়ক মধুপর্ণা ঠাকুর বলেন, 'বাড়িতে যে কেউ আসতে পারে। এই বাড়িতে আসার একটা পাখিপক্ষীর পর্যন্ত স্বাধীনতা আছে। তাহলে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় কেন আসতে পারবেন না? তিনি আসলে আমরা ধন্য হব। শান্তনু ঠাকুর যেন বাধা না দেন।' এই বিষয়ে শান্তনু ঠাকুর বলেন, 'ঠাকুর বাড়িতে যে কেউ আসতে পারেন। কিন্তু পুলিশ দিয়ে ঘিরে রেখে ঠাকুরবাড়ির রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। ঠাকুরবাড়িতে নাকা চেকিং করা যাবে না। এই বাড়িতে একজন মন্ত্রী থাকেন। তাঁর রাস্তা বন্ধ করা যাবে না। এরকম পরিস্থিতি হলে প্রতিবাদ হবে। একজন সাংসদ আসছেন কয়েকজন পুলিশ নিয়ে আসতেই পারে।' অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ঠাকুরবাড়িতে আসার দিন যতই এগোচ্ছে ততই ঠাকুর বাড়িতে রাজনৈতিক উত্তাপ ক্রমাগত বাড়ছে।

এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানিতে প্রতিবন্ধী ভোটারকে ডাক

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: ২৭ ডিসেম্বর থেকে শুরু হয়েছে এসআইআর প্রক্রিয়ার শুনানি পর্ব। নো ম্যাপিং, মিস ম্যাচ, ২০০২ সালের তালিকায় বাবা-মায়ের নাম নেই এমন ভোটারদের এই পর্বে ডাকা হচ্ছে শুনানির জন্য। শুনানিতে ডাকা হচ্ছে অসুস্থ বয়স্ক এমনকি প্রতিবন্ধী ভোটারদেরও। কমিশনের এই কাজ অমানবিক বলে অভিযোগে সরব হয়েছে তৃণমূল-সহ বিজেপি বিরোধী অন্যান্য রাজনৈতিক দলগুলো। বুধবার দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক কার্যালয়ে দেখা গেল এরকমই দৃশ্য। এদিন পাড়ার এক ব্যক্তির সহযোগিতায় শুনানি কেন্দ্রে হাজির হন গোগলা অঞ্চলের নিউপিট বনগ্রামের বাসিন্দা প্রকাশ ভুঁইয়া। তিনি প্রতিবন্ধী, জন্ম অন্ধ। তিনি বলেন, '২০০২ সালের ভোটার তালিকায় বাবা-মায়ের নাম আছে, আমিও দীর্ঘদিন ধরে ভোট দিচ্ছি তা সত্ত্বেও আমাকে ডাকা হয়েছে শুনানির জন্য। নথি হিসাবে তিনি সাথে নিয়ে এসেছেন প্রতিবন্ধী শংসাপত্র। বালিজুরি গ্রাম থেকে শুনানি কেন্দ্রে এসে কমিশনের বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দেন বছর বাহাত্তরের ভারতী চ্যাটার্জি, গঙ্গাধর চ্যাটার্জিরাও। তাঁরা বলেন, বার্ধক্যজনিত কারণে শরীর অসুস্থ। হাঁটাচলা করতেও অসুবিধা হয়। আমাদের জন্ম পড়াশোনা বড় হওয়া সব এখানেই। আমরা এইখানকার তাই ন্যায্য ভোটার হওয়া সত্ত্বেও আমাদের মত বৃদ্ধদের শুনানিতে ডাকা হচ্ছে।' বিষয়টি নিয়ে সরব হয়েছে তৃণমূল নেতৃত্ব। এদিন ব্লক অফিস কার্যালয়ের বাইরে প্রতিবন্ধী প্রকাশ ভুঁইয়া, দিলীপ বনওয়ালদের শুনানিতে সহযোগিতা করার পাশাপাশি তাদের ফুলের মালা পরিয়ে সম্বর্ধনা দেয় তৃণমূল। তৃণমূল নেতা গৌতম ঘোষ বলেন, 'শুনানির নামে যোগ্য ভোটারদের হয়রানি করছে কমিশন। আমরা এর তীব্র নিন্দা জানাচ্ছি।'

বালুরঘাট পুরসভার চেয়ারম্যানের পদত্যাগ

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: আসন্ন পুরভোটের আগে বড়সড় রদবদল বালুরঘাট পুরসভায়। অভ্যন্তরীণ রাজনৈতিক অস্থিরতার পর অবশেষে পদত্যাগ করলেন পুর চেয়ারম্যান অশোক মিত্র। বুধবার সন্ধ্যায় তিনি বালুরঘাটের মহকুমা শাসক সুব্রত বর্মনের কাছে নিজের পদত্যাগপত্র জমা দেন। মূলত দলের শীর্ষ নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েছেন বলে জানা গেছে।

উল্লেখ্য, বেশ কিছুদিন ধরেই বালুরঘাট পুরসভার অভ্যন্তরে আদি-নব্য দ্বন্দ্ব ও মতবিরোধ চরম আকার ধারণ করেছিল। পুরসভার ২৫ জন কাউন্সিলরের মধ্যে ১৪ জন বর্তমান চেয়ারম্যান অশোক মিত্রের বিরুদ্ধে অনাস্থা প্রস্তাব জমা দিয়েছিলেন। এই অনাস্থা প্রস্তাবকে কেন্দ্র করে জেলায় তৃণমূলের অন্দরে অস্বস্তি বাড়ছিল। শেষ পর্যন্ত পরিস্থিতি সামাল দিতে রাজ্য নেতৃত্ব হস্তক্ষেপ করে এবং অশোক মিত্রকে পদত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়। এদিন পদত্যাগপত্র জমা দেওয়ার সময় অশোক মিত্রের সঙ্গে ছিলেন জেলা তৃণমূল সভাপতি সুভাষ ভাওয়াল পুরসভার অন্যান্য কাউন্সিলররা। সংবাদমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে জেলা সভাপতি জানান, 'দলীয় শৃঙ্খলা রক্ষা এবং রাজ্য নেতৃত্বের নির্দেশ মেনেই অশোকবাবু পদত্যাগ করেছেন। তবে তিনি দলের একনিষ্ঠ কর্মী হিসেবে সংগঠনের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করবেন।' অশোক মিত্র নিজেও দলের প্রতি আনুগত্য প্রকাশ করে বলেন, 'আমি দলের অনুগত সৈনিক। নেতৃত্বের নির্দেশ শিরোধার্য করে ইস্তফা দিয়েছি এবং আগামী দিনেও দলের হয়েই কাজ করে যাবো।' মহকুমা শাসক সুব্রত বর্মন পদত্যাগপত্র প্রাপ্তির বিষয়টি নিশ্চিত করে জানিয়েছেন, 'আইনানুযায়ী পরবর্তী পদক্ষেপ নেওয়া হবে।' তিনি আরও স্পষ্ট করেন যে, যেহেতু চেয়ারম্যান নিজেই পদ থেকে সরে দাঁড়িয়েছেন, তাই আইনত অনাস্থা প্রস্তাবের ওপর ভোটাভুটির আর কোনও প্রয়োজন রইল না।

বিডিওর উদ্যোগে অসুস্থ মহিলার শুনানি হল টোটোতে

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: আউশগ্রামের সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকের অফিসে খোলা হয়েছে এসআইআর শুনানি কেন্দ্র। বুধবার শুনানির পঞ্চম দিনে শুনানিতে আসেন এক অসুস্থ মহিলা। টোটো তেই শুয়ে ছিলেন তিনি। খবর পেয়ে নিজের চেম্বার থেকে বেরিয়ে টোটোর কাছে আসেন আউশগ্রাম এক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিমান কর। খবর নেন শারীরিক পরিস্থিতির। পরে তিনি নিজের উদ্যোগে অসুস্থ মহিলার শুনানি প্রক্রিয়া শেষ করার নির্দেশ দেন। কিছুক্ষণের মধ্যেই শুনানি প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয় অসুস্থ মহিলার। রাজ্যের বিভিন্ন প্রান্তে যখন এস আই আর এর শুনানি প্রক্রিয়া নিয়ে বিস্তর অভিযোগ শোনা যাচ্ছে। সেখানে আউশগ্রাম ১ সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিকদের এহেন মানবিক রূপ এক দৃষ্টান্ত স্থাপন করল বলে মনে করছেন শুনানি কেন্দ্রে আসা মানুষেরা। আউশগ্রাম এক সমষ্টি উন্নয়ন আধিকারিক বিমান কর জানান, 'অসুস্থ বা বয়স্ক বৃদ্ধ বৃদ্ধাদের জন্য নির্দেশ মতো বাড়ি গিয়েই হবে শুনানি প্রক্রিয়া। শুনতে পেলাম অসুস্থ এক মহিলা টোটোতে শুয়ে অপেক্ষা করছে শুনানির জন্য। যতে শুনানি প্রক্রিয়া টোটো তে সম্পন্ন করা যায় তার ব্যবস্থা করেছি মাত্র।'

বিজেপির এসআইআর সহায়তা ক্যাম্পে আগুন

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: বিজেপির এসআইআর সহায়তা ক্যাম্পে আগুন লাগার ঘটনায় ছড়ালো উত্তেজনা। অভিযোগ তৃণমূলের বিরুদ্ধে। অভিযোগ অস্বীকার শাসক দলের। ঘটনার সূত্রে জানা যায়, দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লক কার্যালয়ে চলছে এসআইআর-এর শুনানি প্রক্রিয়া। শুনানিতে ডাকা ভোটারদের সহায়তা করতে বিডিও অফিসের বাইরে ক্যাম্প করেছে তৃণমূল ও বিজেপি। মঙ্গলবার গভীর রাতে কেউ বা কারা বিজেপির ক্যাম্পে আগুন লাগিয়ে দেয়। আগুনে পুড়ে ভস্মীভূত হয় ক্যাম্পটি। তৃণমূলের লোকজনেরাই ক্যাম্পে আগুন লাগিয়েছে বলে অভিযোগ বিজেপির। বুধবার দুর্গাপুর ফরিদপুর থানায় অভিযোগ দায়ের করেন বিজেপি নেতা বেনুধর মণ্ডল। তৃণমূল নেতা গৌতম ঘোষ ও তাঁর লোকজনেরা ক্যাম্পে আগুন লাগিয়েছে বলে অভিযোগপত্রে উল্লেখ রয়েছে। বিজেপির উত্থানে ভয় পাচ্ছে তৃণমূল। সেই কারণেই ক্যাম্পে আগুন লাগানো হয়েছে বলে জানান বিজেপি নেতা জিতেন চ্যাটার্জি। অন্যদিকে অভিযোগ অস্বীকার করা হয়েছে শাসকদলের পক্ষ থেকে। অভিযুক্ত গৌতম ঘোষ বলেন, 'রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করা হয়েছে বলে শুনেছি। বিজেপির ক্যাম্প ফাঁকা ছিল। শুনানিতে আসা ভোটাররা সহায়তা পেতে প্রতিদিন তৃণমূল ক্যাম্পে ভিড় জমাচ্ছে। তাই ক্যাম্প করে বিড়ম্বনায় পড়েছিল বিজেপি। লজ্জার হাত থেকে বাঁচতে তারা নিজেরাই ক্যাম্পে আগুন লাগিয়েছে।'

কাঁকসা বিডিও অফিস ঘেরাও আশা কর্মীদের

নিজস্ব প্রতিবেদন, কাঁকসা: বকেয়া টাকার দাবি সহ নূন্যতম বেতন ১৫ হাজার টাকার দাবি-সহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধার দাবিতে গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে রাজ্য জুড়ে কর্ম বিরতির ডাক দেন আশা কর্মীরা। সেই কর্মবিরতি বুধবার ৯ দিনে পড়েছে। বুধবার সেই সমস্ত দাবি নিয়ে প্রায় ১৫০ জন আশা কর্মী কাঁকসার বিডিও অফিস ঘেরাও করে বিক্ষোভ দেখান। এদিন কাঁকসার মিনি বাজারের কাছ থেকে প্ল্যাকার্ড পোস্টার নিয়ে মিছিল করে এসে কাঁকসার বিডিও অফিসের গেটের সামনে বিক্ষোভে বসেন তাঁরা। আশা কর্মীদের বিক্ষোভের জেরে বিডিও অফিস চত্বরে উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। খবর পেয়ে ঘটনাস্থলে পৌঁছায় কাঁকসা থানার পুলিশ। পুলিশ পরিস্থিতির সামাল দিয়ে বিক্ষোভকারীদের উঠিয়ে দিলে, সেখান থেকে উঠে ফের বিক্ষোভকারীরা কাঁকসার মিনি বাজারের কাছে পানাগড় মোড় গ্রাম রাজ্য সড়ক অবরোধ করেন। রাস্তা অবরোধের জেরে রাজ্য সড়কে বেশ কিছুক্ষণের জন্য যান চলাচল ব্যাহত হয়। পরে কাঁকসা থানার পুলিশ পৌঁছে বিক্ষোভকারীদের সরিয়ে রাজ্য সড়কে যান চলাচল স্বাভাবিক করে।

পাণ্ডবেশ্বরের রাস্তায় আন্দোলনে আশা কর্মীরা

নিজস্ব প্রতিবেদন, পাণ্ডবেশ্বর: বুধবার দুপুরে বিভিন্ন দাবিকে সামনে রেখে বিক্ষোভ আন্দোলনের নামলেন পাণ্ডবেশ্বর ব্লকের শতাধিক আশা কর্মীরা স্থায়ীকরণ, মাসিক ১৫ হাজার টাকা বেতন, ইএসআই ও পিএফ-এর দাবিতে এই আন্দোলন। দাবি না মানা হলে আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার হুঁশিয়ারি দেন আশা কর্মীরা কর্মীরা। হাতে প্ল্যাকার্ড নিয়ে বিক্ষোভ আন্দোলনে সামিল হন শতাধিক আশা কর্মী কর্মী। এই দিন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়ন এআইইউটিইউসি অনুমোদিত শাখা সংগঠনের পক্ষ থেকে এই আন্দোলন করা হয় আন্দোলনে উপস্থিত ছিলেন পশ্চিমবঙ্গ আশা কর্মী ইউনিয়নের রাজ্যের সহ-সভাপতি ঊষা আচার্য। তিনি জানান, 'গত ২৩ ডিসেম্বর থেকে কর্মবিরতি চলছে অনির্দিষ্টকালের জন্য বিভিন্ন সরকারি দপ্তরে বিভিন্নভাবে জানানো হয়েছে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়েছে, কাজের কাজ কিছুই হয়নি। আগামী ৭ জানুয়ারি স্বাস্থ্য ভবন অভিযান আছে। মুখ্যমন্ত্রী বৈঠক করে আমাদের দাবি মেনে নেন, তাহলে এই কর্মবিরতি আন্দোলন তুলে নেব। না-হলে বৃহত্তর আন্দোলনে যাব।'

আবদুল আলিম মোল্লাকে ফের হেপাজতের আবেদন

নিজস্ব প্রতিবেদন, বসিরহাট: আব্দুল আলিম মোল্লাকে সিবিআই জিজ্ঞাসাবাদের আবেদন। আবেদন বসিরহাট আদালতে সিবিআই-এর পক্ষ থেকে। সন্দেশখালির ভোলা ঘোষকে ট্রাক চাপা দিয়ে খুন করার চক্রান্তের অন্যতম অভিযুক্ত এই আব্দুল আলিম মোল্লা। পুলিশি হেপাজত শেষে বুধবার আবার তাকে বসিরহাট মহাকুমা আদালতে তোলা হয়। এদিন সিবিআই-এর পক্ষ থেকে আব্দুল আলিম মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদের আর্জি জানানো হয় আদালতের কাছে। এই আব্দুল আলিম মোল্লা সিবিআই-এর চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে বেড়াচ্ছিল এতদিন। ২০২৪ সালের ৫ জানুয়ারি শেখ শাহজাহানের বাড়িতে ইডি এর উপর যে হামলা হয়েছিল সেই হামলার অন্যতম অভিযুক্ত ছিল এই আব্দুল আলিম মোল্লা। সিবিআই বহুবার তাঁর বাড়িতে গিয়েছে এবং তাঁর বাড়িতে নোটিসও দিয়ে এসেছে, তাঁকে সিবিআই দপ্তরে হাজিরা দেওয়ার জন্য। কিন্তু তিনি এতদিন সিবিআই-এর চোখে ধুলো দিয়ে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ভোলা ঘোষকে খুন করার চেষ্টার অভিযোগে তাঁকে ন্যাজাট থানার পুলিশ গত ২১ ডিসেম্বর রাতে গ্রেপ্তার করে। এবং ২২ ডিসেম্বর তাঁকে বসিরহাট মহকুমা আদালতে তোলা হয়। আদালতে তোলার পর ১০ দিনের পুলিশি হেপাজত নিয়েছিল পুলিশ। পুলিশ হেপাজত শেষে এদিন তাঁকে আদালতে তোলা হলে সিবিআই-এর তরফে আব্দুল আলীম মোল্লাকে জিজ্ঞাসাবাদের জন্য ফের হেপাজতে নেওয়ার আবেদন জানানো হয়েছে। আদালত সিবিআই-এর আবেদন মঞ্জুর করেছে।

ভাতারে হুমায়ুন কবীর

নিজস্ব প্রতিবেদন, ভাতার: হুগলি যাওয়ার পথে হঠাৎ ভরতপুরের বিধায়ক হুমায়ুন কবীর বর্ধমানের ভাতারে আলিনগরে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেখানে চায়ের আড্ডা দিতে দেখা যায় তাঁকে। আর তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে হাজারও মানুষের ভিড় জমে যায় চায়ের দোকানে। এদিন বাদশাহী রাস্তা ধরে বর্ধমানের দিকে যাওয়ার সময় রাজ্যের আলোচ্য মুখ হুমায়ুন কবির দাঁড়িয়ে পড়েন ভাতারে। হঠাৎ করে তার বেশ কয়েকটি গাড়ি আলিনগর চৌমাথায় দাঁড়িয়ে পড়ে। এলাকার মানুষ প্রথমে কিছু বুঝতে পারিনি। আলিনগর চৌমাথায় ডালু শেকের চায়ের দোকানে তিনি চা খাওয়ার জন্য প্রবেশ করতেই। খবর ছড়িয়ে পড়ে এলাকায়। খবর ছড়াতেই চতুর্দিক থেকে হাজারো মানুষ তাকে দেখতে ভিড় জমায় চায়ের দোকানে। তিনি জানান, 'জনসংযোগ করতে আমি ভালবাসি তাই একটু জনসংযোগ করলাম ভাতারের আলিনগরে।' চায়ের দোকানদার ডালু জানান, 'এর আগে অনেক সেলেব্রেটি মানুষ আমার দোকানে চা খেয়েছে। কিন্তু হুমায়ুন ভাই দাঁড়াতেই এত মানুষের ভিড় হয়ে যাবে আমার দোকানে আমি সেটা কোনও দিন ভাবতেও পারিনি।'

আরামবাগে আশা কর্মীদের মিছিল

নিজস্ব প্রতিবেদন, আরামবাগ: বেশ কয়েক দফা দাবির ভিত্তিতে লাগাতার কর্ম বিরতির পথে আশা কর্মীরা। সেই ২৩ ডিসেম্বর থেকে আজ পর্যন্ত কর্ম বিরতি রেখে কখনও মিছিল, কখনও সিডিপিও ঘেরাও, কখনও এসডিও বা

বিডিও-এর কাছে বিক্ষোভ দেখিয়ে দাবি আদায়ের চেষ্টায় আন্দোলন করছেন। বুধবারও তার ব্যতিক্রম হয়নি। এদিন শ'য়ে শ'য়ে আশা কর্মীরা সদলবলে হাতে প্ল্যাকার্ড, পোস্টার নিয়ে আরামবাগ শহরে মিছিল বের করেন। মিছিল শেষে তাঁরা আরামবাগ বাস স্ট্যান্ড সংলগ্ন এলাকায় আরামবাগ-কলকাতা রাজ্য সড়কে পথ অবরোধে বসে পড়েন। বন্ধ হয়ে যায় যান চলাচল। আশা কর্মী ইউনিয়নের জেলা সম্পাদিকা মিলি ভট্টাচার্য বলেন, 'যে ভাবে আমাদের দিয়ে কাজ করানো হচ্ছে তাতে আমাদের সম্মানজনক ভাতা নেই। অথচ সরকারের কোনও হেলদোল নেই। আমাদের ন্যুনতম ১৫ হাজার টাকা ভাতা দিতে হবে, মৃত্যুকালীন ৫ লক্ষ টাকা দিতে হবে। আমাদের দাবি না মানা পর্যন্ত এই আন্দোলন চলবে। আর কর্মবিরতিও চলবে।' পরে অবশ্য পুলিশি আশ্বাসে অবরোধ তুলে নেন তাঁরা।

সাহিত্যপ্রেমীদের বর্ষবরণ

নিজস্ব প্রতিবেদন, পূর্ব বর্ধমান: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের বর্ধমান শাখা বর্ধমান সাহিত্য পরিষদের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হয়ে গেল ২০২৬ ইংরেজি নববর্ষ বরণ উৎসব ঘটা করে। প্রথমে সম্পাদক কাশী নাথ গাঙ্গুলী নতুন বর্ষকে স্বাগত জানিয়ে সবার শুভ কামনা করেন, পুরানো বছরের স্মৃতিচারনা করেন সুন্দরভাবে, সভাপতি ছিলেন অনুষ্ঠানের অধ্যাপক সুজিৎ চট্টপাধ্যায়, প্রচন্ড শীতের মধ্যে সাহিত্য প্রেমীদের উপস্থিতি যথেষ্ট থাকে, আলোচনা, গান, কবিতা পাঠের মধ্যে দিয়ে অনুষ্ঠান জমে ওঠে, আলোচনাতে অংশ নেন সাহিত্য গবেষক বিদ্যাভূষণ সেনগুপ্ত, সাহিত্য প্রেমী দেবনাথ মুখার্জি, মেহেবুব হাসান, স্বরূপ মুখার্জি, আইনজীবী উদয় শঙ্কর কোনার, সৌরেন ঘোষ, সমাপ্তিকা মণ্ডল, নিতাই মুখার্জি, শিক্ষক মানব সরকার, সংগীতে অংশগ্রহণ করেন চন্দনা সরকার, করবি ঘোষ, আনোয়ার আলি-সহ অনেকে। কবিতা পাঠে অংশ নেন লক্ষ্মণ দাস ঠাকুরা, তাপস ভূষণ সেনগুপ্ত, মিতা মণ্ডল-সহ প্রমুখ।

পুলিশের ম্যারাথন দৌড়

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের পক্ষ থেকে অনুষ্ঠিত হল ম্যারাথন দৌড়। 'রান ফর অ্যাওয়ারনেস অ্যান্ড রোড সেফটি'-র জন্য ম্যারাথন দৌড়ের আয়োজন করা হয়। বুধবার সকলে দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার বালুরঘাট স্টেডিয়াম চত্বরে সবুজ পতাকা নাড়িয়ে ও এয়ারগান ফাটিয়ে এই ম্যারাথন দৌড়ের শুভ সূচনা করেন দক্ষিণ দিনাজপুর জেলার জেলাশাসক বালা সুব্রামানিয়ান টি ও জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল। এছাড়াও ম্যারাথন দৌড় উপলক্ষে উপস্থিত ছিলেন মালদা রেঞ্জের আইজি দীপনারায়ণ গোস্বামী, অতিরিক্ত জেলা পুলিশ সুপার কার্তিক চন্দ্র মণ্ডল-সহ অন্যান্য পুলিশ ও জেলা প্রশাসনের আধিকারিকরা। শুধুমাত্র পুরুষ নয়, মহিলারাও এই দৌড়ে অংশ নেন। কেনিয়ার পাশাপাশি ভিন রাজ্য-সহ সব মিলিয়ে প্রায় ২৫০০ পুরুষ ও মহিলা এই ম্যারাথন দৌড়ে অংশ নেয়। বালুরঘাট স্টেডিয়াম থেকে শুরু হয় এই ম্যারাথন দৌড়। প্রায় ১০ কিলোমিটার ম্যারাথন দৌড় শেষে জেলা পুলিশের তরফে বিজয়ীদের পুরস্কার প্রদান করা হয়। তাদের হাতে পুরস্কার তুলে দেওয়া হয় দক্ষিণ দিনাজপুর জেলা পুলিশের তরফে। পুরুষ ও মহিলা উভয় বিভাগেই প্রথম তিনজনকে যথাক্রমে ২৫ হাজার, ১৫ হাজার ও ১০ হাজার টাকা পুরস্কার হিসেবে দেওয়া হয়। এ বিষয়ে জেলা পুলিশ সুপার চিন্ময় মিত্তাল জানান, 'সেফ ড্রাইভ, সেভ লাইফ কর্মসূচির অংশ হিসেবে আমরা এই ম্যারাথন দৌড় প্রতিযোগিতার আয়োজন করেছি। সুষ্ঠুভাবে ম্যারাথন দৌড় সম্পন্ন করবার জন্য বিভিন্ন পয়েন্টে প্রচুর পুলিশ তদারকির জন্য রয়েছে, জলের ব্যবস্থা করা হয়েছে এবং

জিতেন্দ্র তিওয়ারির পালটা তৃণমূলের সভা

নিজস্ব প্রতিবেদন, লাউদোহা: মঙ্গলবার বিজেপি নেতা জিতেন্দ্র তিওয়ারি দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের লস্কর বান্ধ এলাকায় একটি সভার আয়োজন করেন। সেই সভা থেকে এলাকার বেশ কিছু গরীব দুঃস্থ মানুষকে কম্বল বিতরণ করা হয়। পাশাপাশি শাসকদলের বিরুদ্ধে একরাশ ক্ষোভ উগরে দেন তিনি।

জিতেন্দ্র তেওয়ারি সভা করে যাওয়ার ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই একই স্থানে প্রতিবাদ সভা তৃণমূল কংগ্রেসের। দুর্গাপুর ফরিদপুর ব্লকের গোগলা অঞ্চলের অঞ্চল সভাপতি গৌতম ঘোষ ও তার আরও অন্যান্য নেতৃত্বে মিলে এই দিনের এই প্রতিবাদ সভাটি করে লস্কর বাঁধ এলাকায়। গৌতম বাবু জিতেন্দ্র তিওয়ারিকে চ্যালেঞ্জ করে বলেন, 'এলাকায় কোথায় কোথায় কি উন্নয়ন হয়েছে, তিনি আমাদের কাছে আসুক। এলাকা পরিদর্শন করুক, তাহলেই বুঝতে পারবেন যে এলাকায় উন্নয়ন হয়েছে কিনা। ফাঁকা মাঠে শুধু বুলি আওরালে হয় না।'

কারখানার দূষণের প্রতিবাদে বিক্ষোভ

নিজস্ব প্রতিবেদন, জামুড়িয়া: বুধবার জামুরিয়া শিল্প এলাকার ইকরায় অবস্থিত মহিষাবুড়ি গ্রামের বাসিন্দারা শ্যাম সেল কারখানার সামনে কারখানা থেকে নির্গত দূষণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানান। তাঁরা বলেন, কারখানাটি তৈরির পর থেকে দূষণের মাত্রা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছে,মানুষ তীব্র সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে। তারা বারবার কারখানা কর্তৃপক্ষকে দূষণ নিয়ন্ত্রণের জন্য অনুরোধ করেছেন, কিন্তু তারা তা শুনছেন না। এবং দূষণ ক্রমাগত বৃদ্ধি পাচ্ছে, যার ফলে বিভিন্ন সমস্যা ও অসুস্থতা দেখা দিচ্ছে। কোম্পানি তাঁদের অনুরোধে কর্ণপাত না করলে, অবশেষে তারা প্রতিবাদ করেন। বিক্ষোভকারী স্থানীয়রা স্পষ্টভাবে বলেন, তারা কারখানার বিরুদ্ধে নন, কিন্তু কারখানা থেকে নির্গত দূষণ তাদের এমন সমস্যার সৃষ্টি করছে যা তারা আর সহ্য করতে পারছেন না। কারখানা কর্তৃপক্ষ প্রভাবশালী ব্যক্তিদের ঘুষ দিয়ে সবাইকে চুপ করিয়ে দেয়। যার ফলে তাদের সমস্যা সমাধান হয় না। এই বিষয়ে কারখানা কর্তৃপক্ষের কোন প্রতিক্রিয়া পাওয়া যায়নি।

সারের কালোবাজারি রুখতে প্রশাসনের আশ্বাস, কাটছে জট

নিজস্ব প্রতিবেদন, বালুরঘাট: রাসায়নিক সারের কালোবাজারি রুখতে এবং নির্ধারিত মূল্যে (এমআরপি) সার বিক্রির দাবিতে দক্ষিণ দিনাজপুরে কৃষকদের চলমান আন্দোলনে অবশেষে জট কাটতে শুরু করেছে। বুধবার জেলা প্রশাসনের সঙ্গে কৃষক নেতাদের এক দীর্ঘ বৈঠকের পর প্রশাসনের পক্ষ থেকে একাধিক ইতিবাচক আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। তবে এই আশ্বাসে এখনই পূর্ণ আস্থা না রেখে আন্দোলনকারীরা জানিয়েছেন, বাস্তব পরিস্থিতি পর্যবেক্ষণের পরেই তাঁরা ধর্না প্রত্যাহারের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নেবেন। জানা গিয়েছে, বুধবার বালুরঘাটের জেলা পরিষদ ভবনে এক উচ্চপর্যায়ের বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এতে উপস্থিত ছিলেন অতিরিক্ত জেলা শাসক নবীন কুমার চন্দ্র, জেলা কৃষি আধিকারিক পার্থ মুখার্জি এবং অন্যান্য ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা। বৈঠকে কৃষক পক্ষ থেকে সারের অতিরিক্ত দাম এবং ধান চাষ সংক্রান্ত সমস্যার বিশদ খতিয়ান তুলে ধরা হয়। আলোচনা শেষে প্রশাসন আগামী সপ্তাহ থেকেই কঠোরভাবে এমআরপি-তে সার বিক্রি নিশ্চিত করার প্রতিশ্রুতি দেয়। উল্লেখ্য, আন্দোলনকারী কৃষক সমিতির অভিযোগ ছিল, জেলার খুচরা বাজারগুলোতে দীর্ঘদিন ধরে সরকার নির্ধারিত দামের চেয়ে অনেক বেশি দামে সার বিক্রি হচ্ছে। সারের সাথে কৃষকদের অনিচ্ছা সত্ত্বেও অন্য অপ্রয়োজনীয় পণ্য কিনতে বাধ্য করা হচ্ছে। 'ধলতা' বা ওজন সংক্রান্ত কারচুপির কারণে ধান বিক্রির সময় কৃষকরা ব্যাপক আর্থিক ক্ষতির মুখে পড়ছেন। এই দাবিগুলোকে সামনে রেখে মঙ্গলবার থেকে জেলা শাসকের দপ্তরের সামনে অনির্দিষ্টকালের ধরনায় বসেন কৃষকরা। বৈঠকের পর দক্ষিণ দিনাজপুর কৃষক সমিতির জেলা সম্পাদক সঞ্জিত কুমার মণ্ডল বলেন, 'আমরা আট দফা দাবি পেশ করেছি। প্রশাসন জানিয়েছে, আগামী সপ্তাহ থেকে এমআরপি-তে সার বিক্রি নিশ্চিত করতে গণবিজ্ঞপ্তি জারি হবে এবং সহায়কমূল্যে ধান সংগ্রহের পদক্ষেপ নেওয়া হবে। তবে এই আশ্বাস বাস্তবে কতটা কার্যকর হয়, তা আমরা আগে দেখব। তারপরেই আন্দোলন প্রত্যাহারের বিষয়ে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।' অন্যদিকে, প্রশাসনের পক্ষ থেকে জানানো হয়েছে, সারের কালোবাজারি রুখতে নজরদারি বাড়ানো হবে। কোনও ডিলার বা বিক্রেতা এমআরপি-র বেশি দাম নিলে তাদের বিরুদ্ধে কড়া ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

সমুদ্রগড়ে ঠান্ডার বলি ১

নিজস্ব প্রতিবেদন, সমুদ্রগড়: বছরের শেষ দিনে কনকনে ঠান্ডায় অসুস্থ হয়ে পড়ে থাকা এক বৃদ্ধের মৃত্যু হল। সমুদ্রগড় স্টেশনের উপরেই থাকতেন অজ্ঞাত পরিচয়ের ওই বৃদ্ধ। গত কয়েকদিন ধরে পড়েছে হাড় হিম করা ঠান্ডা। গত কয়েক দিন ধরেই সমুদ্রগড় স্টেশনের উপরে থাকা ওই বৃদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়েছিলেন। বুধবার ভোরে তাকে নিস্তেজ অবস্থায় পরে থাকতে দেখেন এলাকাবাসীরা। স্টেশনের উপরে পরে থাকতে দেখে খবর দেওয়া হয় কালনা জিআরপি ও আরপিএফ-কে। পরে পুলিশ ও স্থানীয় বাসিন্দারা তাকে উদ্ধার করে কালনা হাসপাতালে নিয়ে গেলে চিকিৎসকরা তাকে মৃত বলে ঘোষণা করে। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে প্রথমে তিনি এই এলাকায় পাঁপড় বিক্রি করতেন। পরবর্তী সময় শরীর অসুস্থ থাকার কারণে ভিক্ষাবৃত্তি করেই তার জীবন চলতো। প্রচণ্ড শীতের মধ্যে তার মৃত্যু হয়েছে বলে অনুমান স্থানীয়দের। তবে মৃত্যুর সঠিক কারণ জানতে দেহ ময়নাতদন্তের জন্য মর্গে পাঠায় পুলিশ।

ইন্দোরের পুরসভার পানীয় জলে বিষক্রিয়ায় মৃত অন্তত ৭

হাসপাতালে চিকিৎসাধীন শতাধিক

ইন্দোর, ৩১ ডিসেম্বর: পুরসভার সরবরাহ করা পানীয় জলে বিষক্রিয়ায় কমপক্ষে ৭ জনের মৃত্যুর খবর পাওয়া গিয়েছে। গত কয়েক দিনে একের পর এক মৃত্যুর ঘটনা ঘটেছে। অভিযোগ, দূষিত পানীয় জল খেয়েই মৃত্যু হয়েছে তাঁদের। হাসপাতালে ভর্তি রয়েছেন ওই শহরের শতাধিক বাসিন্দা। স্থানীয় বাসিন্দারা বলছেন, গত কয়েক দিনে অন্তত আট জনের মৃত্যু হয়েছে। যদিও প্রশাসন তিন জনের মৃত্যুর কথাই স্বীকার করেছে। তবে শহরের মেয়রের কথায় স্পষ্ট, অন্তত সাত জন প্রাণ হারিয়েছেন এই 'বিষাক্ত' জল পান করে।

পেট খারাপ, ঘন ঘন বমি। শরীর ক্রমশ ভাঙতে ভাঙতে শেষে মৃত্যু। পর পর এই ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে জনস্বাস্থ্য নিয়ে প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছে। অস্বস্তির মধ্যে পড়েছে মধ্যপ্রদেশের বিজেপি সরকারও। অভিযোগ খতিয়ে দেখতে তিন সদস্যের একটি কমিটি গঠন করেছে তারা। অস্বস্তির মাঝেই নিলম্বিত করা হয়েছে কয়েক জন সরকারি আধিকারিককে। এক জনকে বরখাস্তও করা হয়েছে।

কী ভাবে এই দূষণ ছড়িয়েছে, তা এখনও সরকারি ভাবে প্রকাশ করা হয়নি। তবে ইনদোরের পুরকমিশনার দিলীপ কুমার যাদব ইতিমধ্যে একটি প্রাথমিক রিপোর্ট জমা দিয়েছেন। জানা যাচ্ছে, ওই রিপোর্টে তিনি জানিয়েছেন, ভগীরথপুরায় পুরসভার দেওয়া পানীয় জলের মূল পাইপলাইনে ছিদ্র ধরা পড়েছে। সেটির উপরে একটি শৌচাগার তৈরি করা হয়েছিল। অনুমান করা হচ্ছে, সেখান থেকেই পানীয় জলে দূষণ ছড়িয়েছে। ইনদোরের ভগীরথপুরা এলাকার কাউন্সিলর কমল বঘেলা জানিয়েছেন, গত ২৫ ডিসেম্বর থেকে এলাকাবাসীরা অভিযোগ জানাচ্ছিলেন। পুরসভার সরবরাহ করা পানীয় জলে তাঁরা এক ধরনের গন্ধ পাচ্ছিলেন বলে জানান তিনি। বঘেলা বলেন, 'ওই জল পান করার পরেই সম্ভবত অসুস্থ হয়ে পড়েছেন অনেকে। জল কী ভাবে দূষিত হল তা ল্যাবরেটরিতে নমুনা পরীক্ষার পরেই বোঝা যাবে। অন্য দিকে এলাকাবাসীদের দাবি, জলের মধ্যে অদ্ভুত গন্ধ আসছে, তা বার বার বলার পরেও পুর কর্তৃপক্ষ কোনও পদক্ষেপই করেননি।

রাজস্থানে গাড়ি থেকে উদ্ধার বিপুল বিস্ফোরক

উদ্ধার ২০০ টি কার্তুজও

জয়পুর, ৩১ ডিসেম্বর: বর্ষবরণের প্রাক্কালে রাজস্থানের টঙ্ক থেকে বিপুল পরিমাণ বিস্ফোরক উদ্ধার হওয়ায় চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গাড়িতে অন্তত ১৫০ কেজি বিস্ফোরক মজুত ছিল বলে অনুমান পুলিশের। গাড়ি আটকে তল্লাশি করার সময়ই চোখ কপালে ওঠে পুলিশের। গাড়ির ডিকি খুলতেই দেখা গেল থরে থরে সাজানো বিস্ফোরক! ঘটনায় ইতিমধ্যেই দু'জনকে গ্রেপ্তার করেছে পুলিশ।

শুধু অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট নয়, ২০০টি কার্তুজ এবং প্রায় ১,১০০ মিটারের ছ'বান্ডিল সেফটি ফিউজ তারও উদ্ধার করেছে পুলিশ। তাদের অনুমান, কোনও হামলার ছক কষা হয়েছিল। তবে কোথায়, কী ভাবে এই হামলার পরিকল্পনা ছিল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। এর নেপথ্যে আর কারা জড়িয়ে, তা জানার চেষ্টা করছে পুলিশ। সংবাদসংস্থা পিটিআই সূত্রে খবর, ধৃতেরা হলেন সুরেন্দ্র পাটোয়া এবং সুরেন্দ্র মোচি। দু'জনেই রাজস্থানের বুন্দি জেলার বাসিন্দা। ডিএসপি মৃত্যুঞ্জয় মিশ্র পিটিআই-কে জানিয়েছেন, গোপন সূত্রে খবর পেয়ে বারোনি থানা এলাকায় একটি গাড়িকে আটক করা হয়। সেই গাড়ির মধ্যে ছিল ইউরিয়া সারের বস্তা। তবে সেটা শুধু লোক দেখানোই। বস্তার মধ্যে ছিল প্রায় ১৫০ কিলোগ্রাম অ্যামোনিয়াম নাইট্রেট!

মৃত্যুঞ্জয় জানান, ধৃতদের জেরা করে অজানা সব প্রশ্নের উত্তর খোঁজার চেষ্টা চলছে। এত বিস্ফোরক কী উদ্দেশ্যে বুন্দি থেকে টঙ্কে নিয়ে যাওয়া হচ্ছিল, তা খতিয়ে দেখা হচ্ছে। তদন্তকারীদের অনুমান, এই চক্রের নেপথ্যে আরও অনেকে জড়িত রয়েছেন। তাঁদের সম্পর্কে জানার প্রয়োজন রয়েছে।

ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে মাওবাদীদের অস্ত্র কারখানার হদিশ

রায়পুর, ৩১ ডিসেম্বর: বর্ষশেষে বানচাল নিরাপত্তারক্ষীদের উপর হামলার ছক। ছত্তিশগড়ের জঙ্গলে হদিশ পাওয়া গিয়েছে মাওবাদীদের গোপন অস্ত্র কারখানার। নিরাপত্তারক্ষীদের অভিযানে সেখান থেকে উদ্ধার হয়েছে বিভিন্ন ধরনের রাইফেল, বন্দুক এবং পিস্তল। জানা যাচ্ছে, এখান থেকেই ছত্তিশগড়-সহ বিভিন্ন রাজ্যে মাওবাদীদের হাতে চলে যেত অস্ত্র।

মঙ্গলবার গোপন সূত্রে খবর পেয়ে সুকমা জেলার গোন্ডপল্লি গ্রাম সংলগ্ন জঙ্গলে মাওদমন অভিযানে নামে পুলিশ এবং সিআরপিএফ। চিরুনি তল্লাশির পর জঙ্গলের ভিতর হদিশ পাওয়া যায় ওই অস্ত্র কারখানাটির। উদ্ধার হয়েছে একটি ইনসাস রাইফেল, একটি সিঙ্গল ব্যারেল রাইফেল, একটি এসএলআর রাইফেল, একটি বোল্ট অ্যাকশন রাইফেল এবং আরও বেশ কয়েকটি আগ্নেয়াস্ত্র। সূত্রের খবর, যে বিরাট পরিসরে এই অস্ত্র ও বিস্ফোরক তৈরির ঘাঁটি তৈরি করেছিল মাওবাদীরা, তা চমকে দেওয়ার মতোই। তদন্তকারীদের অনুমান করা হচ্ছে, নিরাপত্তাবাহিনীর উপর ফের বড়সড় হামলা চালানোর প্রস্তুতি চলছিল এখান থেকেই। তবে এর আগেও সুকমায় বেশ কয়েকটি অস্ত্র ভাণ্ডারের সন্ধান পেয়েছে নিরাপত্তাকর্মীরা। সেগুলি গুঁড়িয়েও দেওয়া হয়েছে।

ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি

দাবি প্রতিষ্ঠায় পুরস্কৃত ট্রাম্পের ভারতীয় বংশোদ্ভূত উপদেষ্টা

ওয়াশিংটন, ৩১ ডিসেম্বর: ভারত-পাকিস্তানের সংঘর্ষবিরতির নেপথ্যে ছিলেন তিনিই। তাঁর প্রচেষ্টাতেই দুই নয়াদিল্লি এবং ইসলামাবাদ আলোচনার টেবিলে বসে সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছে বলে দাবি। মার্কিন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্পের ভারতীয় বংশোদ্ভূত সেই উপদেষ্টা রঞ্জিত সিং গিল ওরফে রিকিকে পুরস্কৃত করল আমেরিকা।

চলতি সপ্তাহেই রিকির হাতে জাতীয় নিরাপত্তা পরিষদের 'ডিস্টিংগুইশড অ্যাকশন অ্যাওয়ার্ড' তুলে দেন মার্কিন বিদেশ সচিব মার্কো রুবিও। যদিও ভারত প্রথম থেকেই দাবি করে এসেছে, ভারত এবং পাকিস্তানের মধ্যে সংঘর্ষবিরতির জন্য তৃতীয় কোনও ব্যক্তি দায়ী নয়। দুই দেশ নিজেরা আলোচনা করে সংঘর্ষবিরতির সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। চলতি বছরেই লোকসভায় অপারেশন সিঁদুর নিয়ে আলোচনায় এ কথা জানিয়েছেন স্বয়ং প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীও।সিঁদুর অভিযানের পর থেকেই মার্কিন প্রেসিডেন্ট লাগাতার দাবি করতে থাকেন, ভারত-পাক সংঘর্ষবিরতি তাঁর কারণেই সম্ভব হয়েছে। যদিও ভারত এই দাবি বরাবর খারিজ করে এসেছে। এ বার ভারতীয় বংশোদ্ভূত উপদেষ্টাকে পুরস্কৃত করে ট্রাম্পের সেই ভাষ্যকেই আরও জোরালো করল ওয়াশিংটন।

সফল পরীক্ষা প্রলয়ের

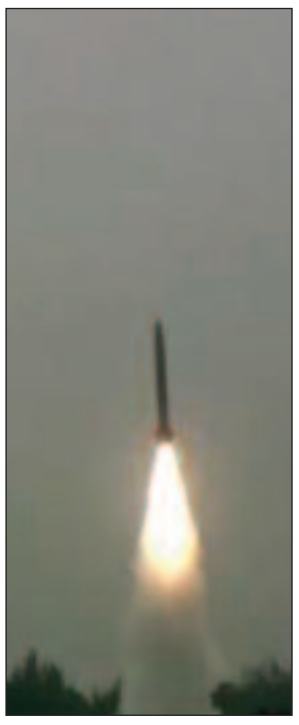

ভুবনেশ্বর, ৩১ ডিসেম্বর: শত্রুর হৃদস্পন্দন বাড়িয়ে বুধবার আরও এক ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করল ভারত। একই লঞ্চার থেকে ছোড়া হল পরপর দুই প্রলয় ক্ষেপণাস্ত্র। বুধবার সকাল ১০ টা ৩০ মিনিট নাগাদ ওড়িশা উপকূল থেকে ছোড়া হয় ক্ষেপণাস্ত্র দুটি। নিখুঁত লক্ষ্যে পৌঁছে সেগুলি আছড়ে পড়ে বঙ্গোপসাগরে। চলতি সপ্তাহেই পিনাকা ক্ষেপণাস্ত্রের সফল পরীক্ষা করেছিল ডিফেন্স রিসার্চ অ্যান্ড ডেভেলপমেন্ট অর্গানাইজেশন (ডিআরডিও)। এবার সফল পরীক্ষা হল প্রলয়ের। সফল পরীক্ষার পর এক বিবৃতি জারি করে প্রতিরক্ষা মন্ত্রকের তরফে জানানো হয়েছে, এই মিসাইলের সফল উৎক্ষেপণ প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে এক বড় সাফল্য। সম্পূর্ণ স্বদেশী প্রযুক্তির এই ক্ষেপণাস্ত্রের নির্মাতা ডিআরডিও। যার গতি ৭৫০০ কিলোমিটার প্রতি ঘণ্টা। দুর্দমনীয় গতি হলেও এই ক্ষেপণাস্ত্র অল্প দূরত্বে আঘাত হানার জন্য নির্মিত। এর রেঞ্জ ৫০০ কিলোমিটার। তবে এর মারণ ক্ষমতা ভয়াবহ। একটি ক্ষেপণাস্ত্র তার পেটে ১০০০ কিলো গোলাবারুদ বহন করতে সক্ষম।

ময়দান

বিজয় হাজারেতে বাংলার পেস ব্যাটারি লিখল নতুন ইতিহাস, ১০ ওভারের আগেই ম্যাচ পকেটে অভিমন্যুদের!

নিজস্ব প্রতিবেদন: একের পর এক ম্যাচে বাংলার দাপুটে পারফরম্যান্স যেন নতুন করে মনে করিয়ে দিচ্ছে;ঘরোয়া ক্রিকেটেও গতি, আগ্রাসন আর নিখুঁত পরিকল্পনার মিশেলে কীভাবে প্রতিপক্ষকে নাস্তানাবুদ করা যায়। বিজয় হাজারে ট্রফির মঞ্চে রাজকোটে জম্মু ও কাশ্মীরের বিরুদ্ধে বাংলার সাম্প্রতিক জয় শুধু একটি ম্যাচ জেতা নয়, এটি ছিল আধিপত্যের স্পষ্ট ঘোষণা। বাংলার পেস ব্যাটারি যেভাবে আগুন ঝরিয়েছে, তাতে জম্মু ও কাশ্মীরের ব্যাটাররা রীতিমতো দিশেহারা হয়ে পড়েন। শেষ পর্যন্ত তাদের ইনিংস গুটিয়ে যায় মাত্র ৬৩ রানে, যা প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে কাশ্মীরের ইতিহাসে সর্বনিম্ন স্কোর। যে স্কোর তাড়া করতে নেমে বাংলা ব্যাটিং লাইনআপ কোনও চাপই অনুভব করেনি, বরং ১০ ওভারের মধ্যেই লক্ষ্যে পৌঁছে যায়, যেন প্রতিপক্ষের বোলিংকেও একটি বার্তা দেওয়া; বাংলা শুধু বলেই নয়, ব্যাটেও সমান ভয়ঙ্কর।

এই ম্যাচে বাংলার বোলিং আক্রমণের নেতৃত্বে ছিলেন অভিজ্ঞ মহম্মদ শামি, যাঁর বলের গতি ও সুইং শুরু থেকেই বিপক্ষকে ব্যাকফুটে ঠেলে দেয়। তিনি ২টি গুরুত্বপূর্ণ উইকেট তুলে নেন। তবে দিনের সেরা পারফরমার আকাশ দীপ ও মুকেশ কুমার। এই দুই তরুণ পেসার চারটি করে উইকেট নিয়ে প্রতিপক্ষের ব্যাটিং অর্ডারকে কার্যত ধ্বংস করে দেন। তাঁদের বোলিংয়ে ছিল লাইন-লেংথের অনবদ্য নিয়ন্ত্রণ, সঙ্গে বাউন্স ও সিম মুভমেন্টের নিখুঁত ব্যবহার। বিপক্ষের অভিজ্ঞ ব্যাটার পরশ ডোগরা সর্বোচ্চ ১৯ রান করলেও, বাংলার বোলিংয়ের সামনে তিনিও স্বস্তিতে থাকতে পারেননি। শুধু শুভম খাজুরিয়া দুই অঙ্কে পৌঁছতে পেরেছিলেন, যা স্পষ্ট করে দেয় কাশ্মীরের ব্যাটিং লাইনআপে বাকিরা কতটা অসহায় ছিলেন।

২০.৪ ওভারে ৬৩ রানে অলআউট হওয়ার পরিসংখ্যানটি আরও তাৎপর্যপূর্ণ কারণ, প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে এর আগে কখনও এত কম রানে শেষ হয়নি জম্মু ও কাশ্মীরের ইনিংস। ২০১৫ সালে হরিয়ানার বিরুদ্ধে ২২ ওভারে ৭৫ রানে অলআউট হওয়াই ছিল আগের সর্বনিম্ন, কিন্তু এবার এক দশক পর সেই রেকর্ডও ভেঙে গেল। এটি শুধু একটি পরাজয় নয়, এটি ছিল মানসিক বিপর্যয়, যেখানে ভাবার সময়ও পায়নি বিপক্ষ।

বাংলার ব্যাটিংয়ে অবশ্য কোনও নাটক ছিল না, ছিল স্থিরতা ও আত্মবিশ্বাস। ওপেন করতে নেমে অভিষেক পোড়েল ২৬ বলে ৩০ রান করে অপরাজিত থাকেন। তাঁর ব্যাটিংয়ে ছিল আগ্রাসী স্ট্রোকপ্লে, দ্রুত রান তোলার ক্ষুধা এবং পরিস্থিতি অনুযায়ী খেলাকে শেষ করে দেওয়ার দক্ষতা। অন্যদিকে সুদীপ কুমার ঘরামি ২৭ বলে ২৫ রান করেন, যা দলকে দ্রুত জয়ের দিকে এগিয়ে দেয়। অধিনায়ক অভিমন্যু ঈশ্বরণ ৪ রান করে আউট হলেও, দলের উপর তার কোনও প্রভাব পড়েনি। আইপিএলের নিলামে আলোচনায় থাকা পেসার আকিব নবি ২১ রান দিয়ে ১ উইকেট তুলে নেন, যা দেখায়;বাংলার বিরুদ্ধে উইকেট পাওয়াও এখন সহজ নয়।

এই ম্যাচেই বাংলার তরুণ স্পিনার রোহিতের অভিষেক হয়, যিনি অনূর্ধ্ব-১৯ দলের হয়ে নজর কেড়েছেন। যদিও তাঁকে বল করার সুযোগ দিতে হয়নি, কারণ পেসাররাই ম্যাচের ভাগ্য ৩০ ওভারের আগেই লিখে ফেলেছিলেন। এটি বাংলার বোলিং গভীরতার আরেকটি প্রমাণ;দলে স্পিনার থাকলেও, গতি আক্রমণই প্রতিপক্ষকে শেষ করতে যথেষ্ট।

সন্তোষ ট্রফি ধরে রাখার লড়াইয়ে সঞ্জয় সেনের বাংলা, ঘোষিত মূল পর্বের গ্রুপ বিন্যাস

নিজস্ব প্রতিবেদন: ঘোষিত সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বের গ্রুপ বিন্যাস। গতবারের চ্যাম্পিয়ন বাংলার এবার সরাসরি মূল পর্বে খেলবে। ২১ জানুয়ারি থেকে অসমের শুরু হবে সন্তোষ ট্রফির মূল পর্ব। অসমের ডিব্রুগড়ে খেলবে বাংলা দল। ইতিমধ্যেই জোরদার প্রস্তুতি নিচ্ছে কোচ সঞ্জয় সেনের নেতৃত্বাধীন বাংলা দল।

গত ১ ডিসেম্বর থেকে সন্তোষ ট্রফির জন্য ট্রায়াল শুরু হয়েছিল বাংলার। ধাপে ধাপে এগিয়ে গিয়ে এখন সঞ্জয় সেনের অধীনে রয়েছেন মোট ২৬ জন ফুটবলার। এদের মধ্যে থেকে মোট ২০ জনকে বাছাই করে অসমে মূলপর্বে নিয়ে যেতে হবে কোচকে। যেই কাজটা অত্যন্ত কঠিন বলে মনে করছেন তিনি।

বেঙ্গল সুপার লিগ থেকে মঙ্গলবার বাংলা দলে যোগ দেন রবি হাঁসদা। এছাড়াও গত বছরের চ্যাম্পিয়ন দল থেকে রয়েছেন জুয়েল আহমেদ মজুমদার, বিক্রম প্রধান, মদন মান্ডিরা। মঙ্গলবার যুবভারতীর প্র্যাক্টিস গ্রাউন্ডে প্রস্তুতি ম্যাচে মোহনবাগান রিজার্ভ দলকে ১-০ গোলে হারায় সন্তোষ ট্রফির বাংলা দল।

মূলপর্বের ১২ টি দলকে দু'টি গ্রুপে ভাগ করা হয়েছে। গ্রুপ 'এ'-তে বাংলার সঙ্গে রয়েছে তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান এবং অসম। গ্রুপ বি-তে রয়েছে কেরল, সার্ভিসেস, পাঞ্জাব, ওড়িশা, রেলওয়ে এবং মেঘালয়। শেষবার ২০১০-১১ সালে সন্তোষ ট্রফি আয়োজন করেছিল অসম। সেইবার মণিপুরকে হারিয়ে চ্যাম্পিয়ন হয়েছিল বাংলা। এবারও কোচ সঞ্জয় সেনের লক্ষ্য থাকবে চ্যাম্পিয়ন খেতাব ধরে রাখার

সন্তোষ ট্রফির মূল পর্বের গ্রুপ বিন্যাস

গ্রুপ এ — বাংলা, তামিলনাড়ু, উত্তরাখণ্ড, নাগাল্যান্ড, রাজস্থান এবং অসম।

গ্রুপ বি — কেরল, সার্ভিসেস, পাঞ্জাব, ওড়িশা, রেলওয়ে এবং মেঘালয়

N.I.Q PUBLISHED
N.I.Q. Memo No. : 3742/Bh-I BLOCK, dated 29/12/2025, N.I.Q. Memo No.: 3769/Bh-I BLOCK, dated 29/12/2025, N.I.Q. Memo No.: 3771/Bh-I BLOCK, dated 29/12/2025. Details of N.I.Q: Office Notice Board of the undersigned.
Sd/- Block Development Officer, Bharatpur-I B.D.O, Murshidabad.

Office of the Block Development Office Sagardighi :: Murshidabad.
NOTICE INVITING e-Tender
e-tender are invited through online bid system under following tender(NIeT) No:-33/EN/SB/2025-2026, (fund-MA&ME) (SI No 01) Dated:-27/12/2025. The last date of online submission of tender is 15/01/2026 upto 14:00 hours For details please visit website: http://wbtenders.gov.in
SD/-Block Development Officer Sagardighi, Murshidabad

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
Tender No: NM/PWDT/ NIT-84e/2025-26. ID: 2025_MAD_982052_1
Last Date of submitting tender **24.01.2026 at18:00 hours. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

BELDANGA MUNICIPALITY
MURSHIDABAD
2nd CORRIGENDUM
[Ref. NIeT No.: WB/MAD/ULB/BEL/NIeT-17/ 2025-26(2nd Call)]
Bid submission closing date is extended to **05.01.2026 at 2.00 PM** instead of **31.12.2025 at 2.00 PM** and Bid opening date for Technical Proposals will be **07.01.2026 at 2.30 PM** instead of **02.01.2026 at 2.30 PM.** For details visit- **www.municipalitybeldanga.org, www.wbtenders.gov.in**
Sd/- **Chairperson,**
Beldanga Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3009 Dt. 30/12/2025** for Electrical Work under jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_981890_1,** Last Date of Bid Submission **17/01/2026 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

KANCHRAPARA MUNICIPALITY
NOTICE
The Following E-Tender are invited by the Chairman, on behalf of Kanchrapara Municipality from well reputed Agency/Personnel through the Website **https://wbtenders.gov.in Tender Notice No 3008 Dt. 30/12/2025** for Road Marking Work under jurisdiction of Kanchrapara Municipality, **Tender ID: 2025_MAD_981726_1,** Last Date of Bid Submission **19/01/2026 at 17.00 Hrs.**
Sd/- **Kamal Adhikary**
Chairman,
Kanchrapara Municipality

Office of the
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat
Jalangi,Murshidabad
Prodhan- Mahabul Islam
NIeT No- 06/SADI/GP/15thCFC (TIED)/ 2025-26. Memo No-SADI/ 239/1(14), Date-30/12/2025 & NIeT No- 07/SADI/GP/15thCFC (TIED)/ 2025-26. Memo No-SADI/ 240/1 (14), Date-30/12/2025.
Last Date of Application & Dropping **-16/01/2026 upto-11.55 AM.** Date of opening of Tender -**19/01/2026 Upto-2.30 PM**
For Details please visit website- **http://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Sadikhan's Dearh Gram Panchayat

e-Tender Notice
E-tender Notice Invited By The Prodhan Deypara Gram Panchayet, Shimulia, Krishnagar, Nadia. e-Tender No. WB/NAD/KGR-1/DGP/NIT-23/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Untied Grant) 2nd Call, Memo No. 388/DEY/2025-26 Date - 29/12/2025 & e-Tender No. WB/NAD/KGR-1/DGP/NIT-24/25-26 under 15th FC Fund 2025-26 (Tied Grant) 2nd Call, Memo No. 389/DEY/2025-26 Date - 29/12/2025, Last Date Of Submission Bid 19/01/2026 at 10.00 A.M. & Technical Bid Opening Date 21/01/2026 at 11.00 P.M. For more details please visit **https://wbtenders.gov.in**
Sd/- Prodhan
Deypara Gram Panchayet
Shimultala, Nadia.

SHORT TENDER NOTICE
NABADWIP MUNICIPALITY
e-Tender are invited by the Chairman Nabadwip Municipality.
Tender No: NM/PWDT/NIT-76e/2025-26. ID: 2025_MAD_981973_2 NM/PWDT/NIT-77e/2025-26 2025_MAD_982010_1
Last Date of submitting tender **24.01.2026 at 18:00 hours, 17.01.2026 4:55pm. N.B.** Any other information may be had on enquiry from office of Chairman Nabadwip Municipality in working day and gov web site **http://wbtenders.gov.in** this advertisement is also given **http://nabadwipmunicipality.in**
Sd/- **Chairman**
Nabadwip Municipality

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i) HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/34/2025-26, Dated- 31.12.2025, Fund: APAS.** Bid Submission Start Date: **31.12.2025 at 02.00 PM.** Last Date of Bid Submission: **07.01.2026 up to 02.00 PM.** Date of Opening: **09.01.2026 at 02.00 PM.** Details are available in **https://tenders.wb.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

MAKARDAHA-II GRAM PANCHAYAT
JOTGIRI, LAKSHMANPUR, HOWRAH
e-Tender Inviting Notice
Electronic Tenders are hereby invited from the bonafied and resourceful bidders for different development works vide **Tender Reference no.:- (i)HOW/DOMJUR/MAK-II/NIT/33/2025-26, Dated- 31.12.2025, Fund: BEUP.** Bid Submission Start Date: **31.12.2025 at 02.00 PM.** Last Date of Bid Submission: **07.01.2026 up to 02.00 PM.** Date of Opening: **09.01.2026 at 02.00 PM.** Details are available in **https://tenders.wb.gov.in** and Office Notice Board.
Sd/-
Prodhan
Makardaha-II Gram Panchayat

Durgapur Municipal Corporation
City Centre, Durgapur - 713216, Dist.- Paschim Bardhaman
Notice Inviting e-Tender
1) Name of the Work : Construction of Concrete road from street no.-03 to Aurobinda Thana Basti upto backside gate, Ward No.-08
e-Tender No. : WBDMC/W/73(APAS) of 25-26 (2nd Call) Tender ID : 2025_MAD_5005832_1 ● Est. Amt: Rs. 5,11,539.00
2) Name of the Work : Construction of Shed with sitting arrangement beside Khola Market, Ashok Avenue within Ward No.-10
e-Tender No. : WBDMC/W/110(APAS) of 25-26 (2nd Call) Tender ID : 2025_MAD_5005849_1 ● Est. Amt: Rs. 5,38,445.00
3) Name of the Work : Construction of Concrete road connecting between street no. 11 & 9, Newton within Ward No.-07
e-Tender No. : WBDMC/W/274(APAS) of 25-26 (2nd Call) Tender ID : 2025_MAD_5005871_1 ● Est. Amt: Rs. 5,79,678.00
4) Name of the Work : Repairing of Masonry Well & Ring well at Newton J. C. Bose, A.K. Pally, AC-276, Booth No.-60, Ward No.-07, Borough-01
e-Tender No. : WBDMC/W/274(APAS) of 25-26 (2nd Call) Tender ID : 2025_MAD_5005871_2 ● Est. Amt: Rs. 1,95,232.00
5) Name of the Work : Renovation of ICDS Centre No.-15, Ward No.-02 under DMC area
e-Tender No. : WBDMC/W/275(APAS) of 25-26 (2nd Call) Tender ID : 2025_MAD_5005937 _1 ● Est. Amt: Rs. 3,02,116.00
6) Name of the Work : Repair of drain near Ration Shop to Gopal Mondal house at Sovapur, Ward No.-02 under DMC
e-Tender No. : WBDMC/W/275(APAS) of 25-26 (2nd Call) Tender ID : 2025_MAD_5005937 _2 ● Est. Amt: Rs. 2,16,708.00
7) Name of the Work : Improvement of illumination with LED street light fittings at Ruidaspara under Booth no 92, Sovapur Village within Ward No.-02
e-Tender No. : WBDMC/W/275(APAS) of 25-26 (2nd Call) Tender ID : 2025_MAD_5005937 _3 ● Est. Amt: Rs. 65,585.00
Last Date : **10.01.2026 upto 09.00 a.m.**
For details: **tenders.wb.gov.in**
Sd/-
Executive Engineer, DMC

Printed and Published by **Krishnanand Singh** on behalf of **Narsingha Broadcasting Pvt. Ltd.** Printed at **LS.Publication, 4, Canal West Road, Kolkata 700015** and Published at **1, Old Court House Corner, 3rd Floor, Room no. 306(S), Tobacco House, Kolkata- 700001 RNI No. WBBEN/2006/17404,** Phone: 033-4001 9663 email- dailyekdin1@gmail.com **Editor: Santosh Kumar Singh**

নরসিংহ ব্রডকাস্টিং প্রাইভেট লিমিটেড-এর পক্ষে কৃষ্ণানন্দ সিং কর্তৃক ১, ওল্ড কোর্ট হাউস কর্ণার, ৪র্থ তল, রুম নম্বর ৩০৬ (এস), টোবাকো হাউস, কলকাতা-৭০০০০১ থেকে প্রকাশিত ও এলএস পাবলিকেশনস প্রাইভেট লিমিটেড, ৪ ক্যানাল ওয়েস্ট রোড, কলকাতা-৭০০০১৫ থেকে মুদ্রিত।
RNI No. WBBEN/2006/17404, ফোন: ০৩৩-৪০০১ ৯৬৬৩, ইমেল: dailyekdin1@gmail.com **সম্পাদক: সন্তোষ কুমার সিং**

এক বছরে তিন বিশ্বকাপ! আর কী থাকছে ২০২৬-এর খেলার ক্যালেন্ডারে?

নিজস্ব প্রতিবেদন: ২০২৬ সাল যেন খেলাধুলোর ক্যালেন্ডারে আগুনের স্ফুলিঙ্গ। একই বছরে ক্রিকেট, ফুটবল, অ্যাথলেটিক্স, বহুজাতিক ক্রীড়াযুদ্ধ; সব মিলিয়ে এক এমন স্পোর্টস-ইয়ার, যা ক্রীড়াপ্রেমীদের জন্য হবে উৎসব, উত্তেজনা আর আবেগের এক অনবদ্য কোলাজ। বিশ্বকাপের আঙিনা বড় হচ্ছে, প্রতিযোগিতা ছড়িয়ে পড়ছে মহাদেশজুড়ে, আর খেলাধুলোর সংজ্ঞা বদলে দিচ্ছে সময়। এই বছরে আইসিসি টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ, ফিফা পুরুষ বিশ্বকাপ, আইসিসি মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ, কমনওয়েলথ গেমস;একটির পর একটি টুর্নামেন্ট যেন খেলার স্টেডিয়ামে ঢেউ তুলবে, আর সেই ঢেউ আছড়ে পড়বে কোটি কোটি ভক্তের হৃদয়ে।

ফিফা বিশ্বকাপ

ফুটবলের বিশ্বমঞ্চ এবার নতুন অধ্যায় লিখতে চলেছে। এতদিন ৩২ দলের লড়াইয়ে বিশ্বকাপ সীমাবদ্ধ ছিল। কিন্তু ২০২৬-এ সেই পরিসর বাড়ছে ৪৮ দেশে। যা বিশ্বকাপের প্রতিযোগিতাকে করে তুলবে আরও বৈচিত্র্যময়, আরও কঠিন, আরও অপ্রত্যাশিত। এবারের আয়োজনও ঐতিহাসিক। তিন দেশ; আমেরিকা, কানাডা ও মেক্সিকো; যৌথ ভাবে এই মহাযজ্ঞের আয়োজক। উত্তর আমেরিকার তিন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়বে খেলার উত্তেজনা। ১১ জুন থেকে ১৯ জুলাই; এক মাসেরও বেশি সময় ধরে চলবে ফুটবলের এই মহাসমারোহ। ৪৮ দলের টুর্নামেন্ট মানে শুধু বাড়তি ম্যাচ নয়, মানে বাড়তি গল্প। আফ্রিকার ছোট দেশ, এশিয়ার ফুটবল-উন্মাদ জাতি, ইউরোপ-লাতিন আমেরিকার চিরাচরিত শক্তি, নতুন উদীয়মান দল; সবাই পাবে বিশ্বমঞ্চে নিজেদের স্বপ্ন দেখানোর সুযোগ। আমেরিকার বিশাল স্টেডিয়াম, কানাডার শীতল বাতাসে খেলা, মেক্সিকোর উন্মত্ত গ্যালারি; সব মিলিয়ে ২০২৬ বিশ্বকাপ হবে ফুটবল সংস্কৃতির বিশ্বভ্রমণ। আর সবচেয়ে বড় প্রশ্ন, ৪৮ দলের ধাক্কায় কি ব্রাজিল-আর্জেন্টিনা-ফ্রান্স-জার্মানির আধিপত্যে ফাটল ধরবে? নাকি নতুন কোনও দল রূপকথা লিখবে? এই বিশ্বকাপ শুধু ট্রফির লড়াই নয়, এটি খেলাধুলোর বিশ্বায়নের প্রতীক। যেখানে বিশ্বকাপ আরও 'বিশ্ব'-এর, আরও মানুষের, আরও দেশের।

আইসিসি পুরুষ টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ

ক্রিকেটের সংক্ষিপ্ত ফরম্যাটের রাজা হিসেবে টি-২০ বিশ্বকাপের জনপ্রিয়তা আজ অন্য উচ্চতায়। ২০২৬ সালে এই টুর্নামেন্ট আয়োজন করছে ভারত ও শ্রীলঙ্কা। ৭ ফেব্রুয়ারি থেকে ৮ মার্চ; টুর্নামেন্ট চলবে উপমহাদেশের মাটিতে, যেখানে ক্রিকেট শুধু খেলা নয়, ধর্ম। গতবারের (২০২৪) চ্যাম্পিয়ন ভারত। তাই এবারও প্রত্যাশা আকাশছোঁয়া। ২০ দলের এই বিশ্বকাপে প্রতিযোগিতা আরও তীব্র। অস্ট্রেলিয়া, ইংল্যান্ড, দক্ষিণ আফ্রিকা, পাকিস্তান, নিউ জিল্যান্ড, ক্যারিবিয়ান দ্বীপপুঞ্জের দলগুলি; সবাই নামবে বিশ্বচ্যাম্পিয়নকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে দিতে। ঘরের মাঠ মানে ভারতীয় ক্রিকেটারদের কাছে সুবিধা, কিন্তু চাপও দ্বিগুণ। স্পিন-সহায়ক উইকেট, শিশিরের প্রভাব, দর্শকদের গর্জন; সব কিছুই ভারতকে বাড়তি শক্তি দেবে। কিন্তু ইতিহাস বলে, ঘরের মাঠে জেতা সহজ নয়, কারণ প্রত্যাশা ব্যাটের থেকেও ভারী। এই টুর্নামেন্টে নজর থাকবে সূর্যকুমার, শুভমন, রিঙ্কু, হার্দিক, অর্শদীপ, কুলদীপদের ওপর। কারণ টি-২০-তে মুহূর্ত বদলে দেয় ম্যাচ, আর ম্যাচ বদলে দেয় ইতিহাস। ভারত বনাম পাকিস্তান ম্যাচ? সেটি হবে 'আবেগ-ভূমিকম্প'। ফুটবলের মাসব্যাপী বিশ্বকাপের ঠিক আগে এই টুর্নামেন্টের উন্মাদনা ক্রিকেটকে বছরের শুরুতেই লাইমলাইটে রাখবে।

আইসিসি মহিলা টি২০ বিশ্বকাপ

২০২৬-এ মহিলাদের ক্রিকেটেও বিশ্বকাপের উত্তাপ ছড়াবে। আয়োজক ইংল্যান্ড। জুন থেকে জুলাইয়ের মধ্যে অনুষ্ঠিত হবে এই প্রতিযোগিতা। ২০২৫-এ ভারতীয় মহিলা দল ওয়ানডে বিশ্বকাপ জিতেছে। ফলে এবার মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপে ভারতীয়দের নজর থাকবে হরমনপ্রীত, স্মৃতি, শেফালি, দীপ্তি, রেণুকা, রিচা, শ্রেয়াঙ্কাদের দিকে। ইংল্যান্ডের সিম-সহায়ক পিচ, সুইং-বন্ধু বাতাস, ঠান্ডা আবহাওয়া; ভারতের ব্যাটিংকে কঠিন পরীক্ষা দেবে। কিন্তু এই দল এখন আত্মবিশ্বাসে টইটম্বুর। এবার মহিলা টি-২০ বিশ্বকাপ শুধু ট্রফির লড়াই নয়, এটি ভারতীয় মহিলা ক্রিকেটের 'নতুন গৌরবের যুগ'-এর পরীক্ষা। ভারতীয় সমর্থকরা দুই বিশ্বকাপ এক বছরে দেখতে চান পুরুষ ও মহিলা; দুটোতেই ভারত চ্যাম্পিয়ন। ক্রিকেটে মহিলাদের ম্যাচের টিভি রেটিং বাড়ছে, স্পনসর আগ্রহ বাড়ছে, স্টেডিয়ামে দর্শক বাড়ছে; এটি শুধু ভারত নয়, পুরো বিশ্বজুড়ে মহিলাদের খেলাধুলোর প্রতি আগ্রহ বৃদ্ধির বার্তা।

কমনওয়েলথ গেমস

ক্রিকেট ও ফুটবলের পাশাপাশি ২০২৬-এ রয়েছে আর এক মহাসমারোহ; কমনওয়েলথ গেমস। আয়োজনের শহর স্কটল্যান্ডের গ্লাসগো। ২৩ জুলাই থেকে ২ অগস্ট পর্যন্ত চলবে এই গেমস। যদিও এটি আগের সংস্করণের তুলনায় ছোট, কিন্তু গুরুত্বে একচুল কম নয়। ২০২৮ অলিম্পিকের আগে এটি হবে ক্রীড়াবিদদের জন্য প্রস্তুতির বড় মঞ্চ। ভারত এখানে শুধু অংশ নেয় না, ভারত এখানে জেতে। ব্যাডমিন্টন, শুটিং, বক্সিং, কুস্তি, টেবিল টেনিস, সাইক্লিং, অ্যাথলেটিক্স; সব বিভাগেই ভারতীয় খেলোয়াড়রা নামবেন পদক-শিকারি মনোভাব নিয়ে। নীরজ চোপড়া, পিভি সিন্ধু, মীরাবাই চানু, লাভলিনা, নিখাত, সাত্ত্বিক-চিরাগ, মনু ভাকের, শ্রীজা আকুলা, অচিন্ত্য শিউলি, রিদম সাংওয়ান; সম্ভাব্য নায়কের তালিকা লম্বা। গ্লাসগোর আকাশে উড়বে বিভিন্ন দেশের পতাকা, আর সেই পতাকার নীচে লড়াই হবে সামর্থ্য, অধ্যবসায়, প্রশিক্ষণ, কৌশল আর মনের জোরের। কমনওয়েলথ গেমসের সবচেয়ে সুন্দর দিক এখানে ভক্তরা শুধু একটি খেলাকে নয়, একটি দেশকে নয়, পুরো ক্রীড়াবিশ্বকে উদযাপন করেন। এটি সেই মঞ্চ, যেখানে একজন বক্সার, একজন ওয়েটলিফটার, একজন অ্যাথলিট, একজন ব্যাডমিন্টন তারকা; সবাই সমান নায়ক।

২০২৬ সেই বছর, যেখানে একজন ভক্ত সকালে ক্রিকেট দেখবেন, রাতে ফুটবল দেখবেন, আবার মাঝখানে কমনওয়েলথ-স্বপ্নে পদকজয়ের হিসেব কষবেন। এই বছর মাঠে নামবে ৪৮ দেশের ফুটবল স্বপ্ন, ২০ দেশের টি-২০ যুদ্ধ, ভারতের ঘরের চ্যাম্পিয়নশিপ-চাপ, ইংল্যান্ডে ভারতের মেয়েদের গৌরব-পরীক্ষা, গ্লাসগোতে পদক-যুদ্ধ, বুদাপেস্টে ইউরোপীয় ক্লাব-সিংহাসন লড়াই, প্যারিসে শীতকালীন অলিম্পিক্স। আর তাই ২০২৬ শুধু একটি বছর নয়; এটি এক মহাকাব্যিক খেলার ঋতু। যে ঋতুতে লেখা হবে রূপকথা, ভাঙবে সমীকরণ, জন্ম নেবে নতুন নায়ক, আর কোটি কোটি হৃদয়ে খেলা আবার প্রমাণ করবে; খেলা শুধু বিনোদন নয়, খেলা আবেগ, খেলা পরিচয়, খেলা সভ্যতার ভাষা।

নতুন বছরে কী হতে পারে ভারতীয় ক্রিকেট দলের 'নিউ ইয়ার রেজোলিউশন'?

বিট্টু দত্ত

নতুন বছর মানেই নতুন লক্ষ্য, নতুন প্রতিশ্রুতি আর নতুন স্বপ্নের রূপরেখা। ২০২৬ সাল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য কেবল একটি ক্যালেন্ডার বদলের বছর নয়; এটা হতে পারে 'রিসেট বাটন' চাপার বছর, 'রিবুট সিজন', যেখানে পুরনো খামতি শুধরে ভবিষ্যতের উচ্চাকাঙ্ক্ষা বাস্তবে রূপ পায়। দক্ষিণ আফ্রিকা, নিউ জল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া; বিদেশের মাটিতে ভারত বারবার দেখিয়েছে তাদের সামর্থ্য আছে, কিন্তু ধারাবাহিকতা আর মানসিক দৃঢ়তার অভাব অনেক সময় জয়ের গল্পকে অসমাপ্ত রেখে দিয়েছে। তাই একটু ভেবে দেখা যাক, ২০২৬-এ ভারতীয় ক্রিকেট দলের রেজোলিউশন কী হওয়া উচিত?

প্রথম সংকল্প: বিদেশ সফরে মানসিক দৃঢ়তার বিপ্লব

বিদেশের মাঠ, পিচ, আবহাওয়া, প্রতিপক্ষের চাপ; এগুলোকে চ্যালেঞ্জ নয়, বরং সুযোগ হিসেবে গ্রহণ করার মানসিকতা গড়ে তুলতে হবে। সুইং, বাউন্স, সিম, রিভার্স সুইং; এসব পরিস্থিতিতে খেলতে নামার আগে মানসিক প্রস্তুতি এমন হতে হবে, যাতে খেলোয়াড়ের মনে 'ভয়' শব্দটি আর জায়গা না পায়। ২০২৬-এ দলের প্রস্তুতি শিবিরে মানসিক প্রশিক্ষণ, ম্যাচ পরিস্থিতির পাঠ, চাপ সামলানোর কৌশল এবং প্রতিকূলতাকে ইতিবাচক শক্তিতে বদলে ফেলার মনস্তাত্ত্বিক অনুশীলন আরও বাড়াতে হবে। ক্রিকেটারদের শেখাতে হবে; ম্যাচের কঠিন মুহূর্তে মাথা গরম করা নয়, বরং মাথা ঠান্ডা রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত নেওয়াই আসল জয়ের সোপান।

দ্বিতীয় সংকল্প: টেস্ট ক্রিকেটকে পুনরায় গৌরবের কেন্দ্রে স্থাপন

লাল বলের ক্রিকেটই একটি দলের আসল পরিচয়, ক্রিকেটীয় চরিত্রের আসল পরীক্ষা। ২০২৬-এ ভারতীয় দলের রেজোলিউশন হওয়া উচিত; টেস্ট ক্রিকেটকে আবার ভারতীয় ক্রিকেট-সংস্কৃতির মুকুট বানানো। এর জন্য রঞ্জি ট্রফি ও অন্যান্য ঘরোয়া টুর্নামেন্টকে আরও প্রতিদ্বন্দ্বিতাপূর্ণ করতে হবে, টেস্ট-নির্ভর ক্রিকেটার তৈরির প্রক্রিয়ায় দীর্ঘমেয়াদি বিনিয়োগ বাড়াতে হবে। তরুণ ব্যাটারদের দীর্ঘ ইনিংস খেলার ধৈর্য, স্পিন-পেস দুই পরিস্থিতিতেই উইকেট আঁকড়ে থাকার কৌশল এবং বোলারদের পাঁচ দিনের ম্যাচে ধারাবাহিক আক্রমণ বজায় রাখার মানসিকতা শেখাতে হবে। টেস্ট ম্যাচের আগে অন্তত দুই-তিন সপ্তাহের বিশেষ কন্ডিশন-ভিত্তিক প্রস্তুতি শিবির করা যেতে পারে, যেখানে তিন ধরনের বল, ভিন্ন পিচের চরিত্র, এবং আবহাওয়া-ভিত্তিক পরিকল্পনায় প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

তৃতীয় সংকল্প: ফিটনেসে কোনও আপস নয়

আধুনিক ক্রিকেটে ফিটনেস এখন দলের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ মাপকাঠি। ২০২৬-এ ভারতীয় দলের একটি বড় রেজোলিউশন হওয়া উচিত; চোট কমানো ও শারীরিক সক্ষমতা বাড়ানো। প্রতিটি ক্রিকেটারের জন্য আলাদা ফিটনেস লক্ষ্য স্থির করতে হবে, দৌড়, চপলতা, শক্তি, ভারসাম্য এবং পেশির সহনশীলতা বাড়ানোর বিজ্ঞানসম্মত অনুশীলন আরও বাড়াতে হবে। জাতীয় ক্রিকেট একাডেমি ও ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেট দলগুলোর মধ্যে ফিটনেস-ডেটা ভাগাভাগির প্রক্রিয়া আরও মজবুত করা দরকার, যাতে ক্রিকেটারদের শরীরের উন্নতি বা অবনতি সারা বছর পর্যবেক্ষণ করা যায়।

চতুর্থ সংকল্প: পেস বোলিং ইউনিটে গভীরতা ও আগ্রাসন

ভারত পেস বোলিং-এ নতুন যুগ দেখেছে। কিন্তু ২০২৬-এ লক্ষ্য হওয়া উচিত একে আরও নিখুঁত ও গভীর করে তোলা। শুধু গতির ঝড় নয়, দরকার লাইন-লেংথের নিয়ন্ত্রণ, নতুন বলে সুইং, পুরনো বলে রিভার্স এবং ম্যাচ পরিস্থিতি অনুযায়ী পরিকল্পনা বদলানোর দক্ষতা। তরুণ পেসারদের জন্য বায়োমেকানিক্স, নিখুঁত ফুট-প্লেসমেন্ট, সিম পজিশন, এবং ফ্লাইট-টেম্পো পরিবর্তনের বিশেষ প্রশিক্ষণ চালু করা জরুরি।

পঞ্চম সংকল্প: স্পিনে বৈচিত্র্য ও কন্ডিশন-ভিত্তিক পরিকল্পনা

ভারতীয় স্পিন শক্তিশালী, কিন্তু বিদেশের পিচেও একে কার্যকরী করতে উদ্ভাবন দরকার। ২০২৬-এ স্পিনারদের জন্য আলাদা উদ্ভাবনী কেন্দ্র তৈরি করে আর্ম-বল, গুগলি, টপ-স্পিন, স্লাইডার, ফ্লিপার, এবং গ্রিপ-ভিত্তিক বৈচিত্র্যের প্রশিক্ষণ বাড়ানো যেতে পারে। শুধু উইকেট নেওয়া নয়, মাঝের ওভার নিয়ন্ত্রণ করে ম্যাচের ছন্দ বদলে দেওয়াই হতে হবে স্পিনের মূল লক্ষ্য।

ষষ্ঠ সংকল্প ফিল্ডিংকে দলের 'মূল খাবার' বানানো ক্যাচ মিস, রান আউটের সুযোগ নষ্ট, থ্রো-এ ভুল; এসব ছোট ভুল ম্যাচে বড় ক্ষত তৈরি করে। ২০২৬-এ ভারতীয় দলের অন্যতম বড় রেজোলিউশন হওয়া উচিত- ফিল্ডিং-এ বিপ্লব আনা। প্রতিটি ক্রিকেটারের ক্যাচ নেওয়ার সফলতার হার, থ্রো-এর নিখুঁততা, রিঅ্যাকশন টাইম, বাউন্ডারি সেভ এবং ডাইভ-সেভের মতো বিষয়গুলোর আলাদা মূল্যায়ন হওয়া দরকার। স্লিপ কর্ডনকে আরও স্থির ও নির্ভরযোগ্য করতে হবে, আউটফিল্ড থ্রো-ড্রিল, রিঅ্যাকশন-ট্রেনিং এবং হাই ক্যাচ অনুশীলন আরও বাড়ানো উচিত।

সপ্তম সংকল্প: ব্যাটিংয়ে কন্ডিশন-ভিত্তিক দক্ষতার পাঠ

ভারতের ব্যাটাররা প্রতিভাবান। কিন্তু ২০২৬-এ লক্ষ্য হওয়া উচিত- বিদেশি কন্ডিশনে মানিয়ে নেওয়ার টেকনিক আরও উন্নত করা। সুইং-বান্ধব পিচে দেরিতে খেলা, বাউন্সে হাই-এলবো নিয়ন্ত্রণ, ব্যাকফুটে খেলা, সফট-হ্যান্ড ডিফেন্স এবং শট-নির্বাচনে নিরাপদ স্কোরিং-জোন নির্ধারণ; এসব কৌশলকে প্রস্তুতির অঙ্গ করতে হবে। নতুন বলে উইকেট বাঁচিয়ে মাঝের ওভারে গতি বাড়ানোর 'বাঁচাও এবং চালাও' ব্যাটিং-নীতি গড়ে তুলতে হবে।

অষ্টম সংকল্প: অভিজ্ঞতা ও তারুণ্যের ভারসাম্য

দল নির্বাচনে ২০২৬-এ দর্শন হওয়া উচিত; অভিজ্ঞতা, নির্ভীক তারুণ্য গু জয়ী একাদশ। সিনিয়ররা চাপ সামলাতে জানেন, তরুণরা নির্ভীকভাবে আক্রমণ করতে জানেন। দু'পক্ষকে মিলিয়ে দল নির্বাচন করলে ভারতীয় ক্রিকেট আরও অপ্রতিরোধ্য হবে।

নবম সংকল্প: টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপের মুকুট রক্ষা করা

২০২৬ সালে ভারতীয় ক্রিকেট দলের সবচেয়ে বড় রেজোলিউশন হওয়া উচিত- টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ জেতা। এই স্বপ্নকে সত্যি করতে হলে ব্যাটারদের শুরু থেকেই দ্রুত রান তুলতে হবে, পাওয়ার-প্লে কাজে লাগাতে হবে আর শেষের ওভারে নির্ভয়ে বড় শট খেলতে হবে। বোলারদের নতুন বল ও ডেথ-ওভারে নিখুঁত লাইন-লেংথে বল করতে হবে, কম রান দিয়ে উইকেট নিতে হবে। ফিল্ডারদের সহজ ক্যাচ ফেলে সুযোগ নষ্ট করা চলবে না। দলের সবাইকে চাপের সময় শান্ত থেকে একসঙ্গে লড়তে হবে। কোটি সমর্থকের বিশ্বাস বুকে নিয়ে টিম ইন্ডিয়া যদি পরিকল্পনা মেনে খেলে, তবে ২০২৬-এর টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ হতেই পারে ভারতের গৌরবের । ২০২৬ সাল ভারতীয় ক্রিকেটের জন্য নতুন শুরু হতে পারে। দলের মূল লক্ষ্য হওয়া উচিত;ভালো ক্রিকেট খেলা এবং ধারাবাহিকভাবে জেতা।

ব্যাটিংয়ে বড় রান করা, বোলিংয়ে উইকেট নেওয়া আর ফিল্ডিংয়ে সহজ ক্যাচ ধরা;এসব ছোট ছোট কাজ ঠিকভাবে করলেই ম্যাচ জেতা সহজ হয়। ক্রিকেটারদের শরীর ফিট রাখতে হবে, যাতে চোট কম হয়। অভিজ্ঞ খেলোয়াড় ও নতুন তরুণদের মিলিয়ে খেললে দল আরও শক্তিশালী হবে। সবচেয়ে বড় কথা, চাপের সময় মাথা ঠান্ডা রেখে খেলা। কোটি সমর্থকের ভালোবাসা সঙ্গে নিয়ে টিম ইন্ডিয়া যদি নিজেদের সেরাটা দেয়, তবে ২০২৬ হবে সাফল্য, আনন্দ আর গর্বের বছর।

ফর্ম জি

রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড-এর জন্য আগ্রহ প্রকাশক ডাক আহ্বান

দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গে রিয়েল এস্টেট ডেভলপমেন্ট ইন্ডাস্ট্রি পরিচালনকারী

(২০১৬ সালের ইনসলভেন্সি অ্যান্ড ব্যাঙ্করাপ্টসি (ইনসলভেন্সি রেজলিউশন প্রসেস ফর কর্পোরেট পার্সনস) রেগুলেশনসের রেগুলেশন ৩৬এ-এর সাব-রেগুলেশন (১) অধীনে)

	সংশ্লিষ্ট বিস্তারিত	
১.	প্যান এবং সিন/এলএলপি নং সহ কর্পোরেট ডেটরের নাম	**রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড** PAN : AADCR7997K CIN : U70101WB2007PTC120037
২.	রেজিস্টার্ড অফিসের ঠিকানা	১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৩.	ওয়েবসাইটের ইউআরএল	https://hiland.in/
৪.	যেখানে অধিকাংশ স্থায়ী সম্পদ অবস্থিত	কোম্পানি চালু প্রকল্প নাম ''ক্যালকাটা রিভারসাইড'' ১ নিউ বাটা রোড, পো. বাটানগর, থানা - মহেশতলা, দক্ষিণ পরগনা, কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত ৭০০১৪০
৫.	প্রধান পণ্য/পরিষেবা উৎপাদন ক্ষমতা	প্রযোজ্য নয়
৬.	বিগত আর্থিক বর্ষে প্রধান পণ্য/পরিষেবা বিক্রির পরিমাণ এবং মূল্য	৩১ মার্চ ২০২৫ তারিখে সমাপ্ত আর্থিক বর্ষের কাজ থেকে রাজস্ব আইএনআর ১২৫ লাখ টাকা
৭.	কর্মী/কাজের লোকের সংখ্যা	কর্মী সংখ্যা - ১৬ (৩০ নভেম্বর ২০২৫ অনুযায়ী)
৮.	বিগত দুই বছরের, বিনিয়োগকারীগণের তালিকা, প্রক্রিয়াগত সংশ্লিষ্ট ঘটনা (শিডিউলড সহ) প্রাপ্ত আর্থিক প্রতিবেদন সহ পরবর্তী	উল্লেখ্য সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে সংশ্লিষ্ট তারিখ এবং আগ্রহ প্রকাশক আহ্বানের বিস্তারিত জানা যাবে
৯.	প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের যোগ্যতার বিষয় পাওয়া যাবে সংশ্লিষ্ট কোডের ধারা ২৫(২)(এইচ) অধীনে	উল্লেখ্য আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান (ইওআই) প্রক্রিয়া নথি পাওয়া যাবে সিআইআরপি ট্যাব https://hiland.in/ বা Riverbankdpl@gmail.com-এ ইমেল পাঠিয়ে
১০.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান গ্রহণের শেষ তারিখ	১৬ জানুয়ারি ২০২৬
১১.	সম্ভাব্য প্রস্তাবক আবেদনকারীগণের সাময়িক তালিকা ইস্যুর তারিখ	২০ জানুয়ারি ২০২৬
১২.	সাময়িক তালিকার বিষয়ে আপত্তি দাখিলের শেষ তারিখ	২৫ জানুয়ারি ২০২৬
১৩.	সম্ভাব্য প্রস্তাব আবেদনকারীগণের চূড়ান্ত তালিকা ইস্যুর তারিখ	২৭ জানুয়ারি ২০২৬
১৪.	মেমোর‍্যান্ডাম, মূল্যায়ণ ম্যাট্রিক্স এবং প্রস্তাব পরিকল্পনা অনুরোধ ইস্যুর তারিখ	২৭ জানুয়ারি ২০২৬ (উপযুক্ত পিআরএ দ্বারা অপ্রকাশিত চুক্তি গৃহীত সাপেক্ষে)
১৫.	রেজোলিউশন প্ল্যান জমা দেওয়ার শেষ তারিখ	২৭ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
১৬.	আগ্রহ প্রকাশক আহ্বান দাখিলের প্রক্রিয়া ইমেল আইডি	Riverbankdpl@gmail.com
১৭.	কর্পোরেট ডেটরের এমএসএমই হিসেবে নথিভুক্তির অবস্থা	এমএসএমই নয়

তারিখ : ১ জানুয়ারি ২০২৬
স্থান : কলকাতা

স্বা/-
আশিস ছাউছারিয়া
(IBBI/IPA-001/IP-P00294/2017-18/10538)
প্রস্তাব পেশাদার(আরপি)
রিভারব্যাঙ্ক ডেভলপারস প্রাইভেট লিমিটেড এর পক্ষে
ই : Riverbankdpl@gmail.com
আইবিবিআই নথিভুক্ত : গ্রান্ট থ্রোনটন ইউনিট ১৬০৩ এবং ১৬০৪, ইকো সেন্টার, প্লট নং ৪, রাস্তা নম্বর ১৩, ইএম ব্লক, সেক্টর ৫, বিধাননগর, কলকাতা - ৭০০০৯১
ই : ashish.c@in.gt.com
এএফএ বৈধ ৩১.১২.২০২৫ পর্যন্ত
(নবীকরণ প্রক্রিওয়াধীন)